বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 610 11. Feb. & March, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫১০-১১ সংখ্যা। { মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১২। } ২য় ভাগ। ৮ম কল্প।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—৭৬ সাংবৎসরিক মাঘোৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মিকারা ব্রাহ্মিকা-সমাজ, মহিলাসভা, নীতিবিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। সমস্ত পৌষমাস নগরসঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। জাতীয় জীবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের জ্যোতি তাহার পথ-প্রদর্শক হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়।

পার্লেমেণ্ট গঠন—নূতন পার্লেমেণ্ট নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইয়াছে। ৬৫১ সভ্যের মধ্যে

লিবারাল (উদারনীতিক দল)	৩৮৩
ইউনিয়নিষ্ট (পূর্ব্বতন মিলিত দল)	১৫৩
লেবরিষ্ট (শ্রমজীবী দল)	৫২
ন্যাসনালিষ্ট (জাতীয় দল)	৮৩

ডেন্মার্কের নূতন রাজা—গত ২৯এ জানুয়ারি ইংলণ্ডেশ্বরের শ্বশুর রাজা ক্রিশ্চিয়ানের ৮৮ বৎসর বয়সে অন্ত্রোগে মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পুত্র ৮ম ফ্রেডারিক ডেন্মার্কের রাজা হইয়াছেন। ইনি সংপিতার গৌরব রক্ষা করুন।

যুবরাজের ভ্রমণ—যুবরাজ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহীশূর-রাজের শিল্পবিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

নূতন রেলওয়ে—মিসর গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় সুয়েজে নূতন রেলওয়ে খুলিয়াছে। সকল জাতিই ইহার সুবিধা ভোগ করিতে পাইবেন। মিসরের ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্রোমারের কার্য্যদক্ষতার বড়ই সুখ্যাতি।

আশ্চর্য্য বিবাহ—চারণ্ট নামক দুই যমজ ভাই বেনত নাম্নী দুই যমজ ভগিনীকে

বিবাহ করিয়াছেন। উভয় বরই প্রসিদ্ধ চিত্রকর, কন্যাদ্বয়ের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। ইহাদের সৌসাদৃশ্যে কৌতুকাবহ ভ্রম ঘটিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ দ্বারা ইহাদের ভিন্নতা বুঝা যায়।

গো-তিমি—অধ্যাপক মুনার নিউ ফাউণ্ডলণ্ড দ্বীপে ৫০টী গো-তিমি পুষিয়াছেন, ইহাদের এক একটী হইতে প্রতিদিন ৫।৭ পিপা দুগ্ধ পাওয়া যায়। গো-দুগ্ধ অপেক্ষা ইহা অধিক ঘন ও পুষ্টিকর এবং ইহা কডলিবার তৈলের গুণবিশিষ্ট।

দান—সিন্ধুর খয়েরপুরের রাজ-দেওয়ান উত্তম সিং হাইদ্রাবাদে বিধবাশ্রম জন্য ১৫০০০, দাতব্য চিকিৎসালয় জন্য ২৫০০০ এবং সক্করে অনাথাশ্রম জন্য ৮০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ দানেই অর্থের সার্থকতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল—১৯০৫ সালের এম এ পরীক্ষায় ৪৮ জন উত্তীর্ণ এবং বি এল পরীক্ষায় ১০৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাবু রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ষ্টেট্‌সম্যানের নিগ্রহ—ইনি স্বদেশী শিল্পের প্রতি লর্ড কর্জ্জনের বিদ্বেষের এক গুপ্তলিপি প্রকাশ করাতে মন্ত্রি-প্রবরের বিরাগ ও উৎপীড়ন-ভাজন হইয়াছিলেন সাম্রাজ্ঞীর ক্রোড় স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। ইহা বঙ্গচ্ছেদের আনুষঙ্গিক।

শ্রীমতী রাণাডে—মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের বিধবা পত্নী সামাজিক সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা হইয়াছেন। ইহাঁর মহাপ্রভব স্বামী ৫ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি পতির বিদ্যুজ্জন সাধনে আত্মসমর্পণ করিয়া স্ত্রী-সমাজে অতি সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

মহাকালী পাঠশালা—লেডী মিণ্টো ইহার পারপোষিকা (patroness) হইয়াছেন। হাতোয়ার মহারাণী ইহার জন্য এককালীন ৫ হাজার এবং মাসিক ৫০৲ টাকা দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন।

টাউনহলে বিরাট সভা—গত ৩১এ জানুয়ারি বঙ্গের নানা স্থানের প্রতিনিধি লইয়া পুনরায় এক মহা সভাধিবেশন হয়। রাজা পারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। নূতন ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট বঙ্গচ্ছেদ রদ্দার্থ আবেদনপত্র যাইবে।

অস্ত্রচিকিৎসালয়ের ভিত্তিস্থাপন—৫০ বৎসর পূর্ব্বে ৺ডাফরাইণ কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। গত ৩রা ফেব্রুয়ারি লর্ড মিণ্টো ইহার সার্জিকাল ওয়ার্ডের ভিত্তি স্থাপন করেন। খুব ঁাকজমকে ক্রিয়াটী সম্পন্ন হয়।

শীতকালে গরমে মৃত্যু—অষ্ট্রেলিয়ায় এ বৎসর পৌষ মাঘ মাসে এত গরম পড়িয়াছে যে, গরমে অনেক মানুষ মরিয়াছে। আমাদের দেশে যখন শীত, পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে তখন গ্রীষ্ম, এই বিবরণে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

জাতীয় ফণ্ড—গত ১৬ই অক্টোবর যে

কণ্ঠের সূত্রপাত হয়, তাহাতে যথেষ্ট টাকা জমিয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ভারতীয় অভাব-সমুদ্রে ইহা শিশির বিন্দু, আরও অনেক লক্ষ চাই।

অনাথাশ্রমে বিবাহ—একটী ৩ বৎসরের নিরাশ্রয় শিশু এই আশ্রমে স্থান পায়। "প্রীতিবালা" তাহার নামকরণ হয়। আশ্রমে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হইয়া ১৬ বৎসর বয়সে গত ২১৩ মাঘ তাহার বিবাহ হইয়াছে। আমরা জ্ঞাত হইলাম, এই আশ্রমে এইরূপ ৭টী বিবাহ হইয়াছে। এ আশ্রম না থাকিলে এ অনাথাদিগের কি দুর্দ্দশা হইত! আমরা আশ্রমের কর্তৃপক্ষদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি। ঈশ্বর এই আশ্রমকে স্থায়ী ও উন্নতিশীল করুন।

গবর্ণরের অভিনন্দন—১৪ই ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজ নগরবাসিগণ গভর্ণর লর্ড আম্পথিলকে ভোজগৃহ অভিনন্দন দিয়াছেন। তাঁহারা দেশবাসীদিগের আশীর্ব্বাদসহ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

লর্ড কর্জ্জনের পরিণাম—নূতন পার্লেমেণ্টে স্থান পান নাই। বিলাতে এ বৎসর তিনি "Romanese Lectures" বক্তৃতা দিবেন। কি ভাগ্য-বিপর্য্যয়!

বাগ্‌ভোগী যন্ত্র গৃহ—হুগলীর ইউনিয়ন সুবিধার্থ ৫।৬ বন্ধু দশহরা ছুটে এই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় ফনোগ্রাফ, গ্রামোফন প্রভৃতি যন্ত্রযোগে মানব-ভাষার অভিনয় প্রদর্শন হইয়া থাকে।

বস্ত্র-বয়ন স্কুল—বরিষাল "Tagore Weaving Institution" বস্ত্র বয়ন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় ১১টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহারা ঠক্‌ঠকী তাঁত-বোনার পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এখন দেশের যেমন তাঁতের কল বসিতেছে, সেইরূপ শিক্ষিত কর্ম্মকারক-দিগের প্রয়োজন।

মহিষাদলের মহারাণী।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

মহারাণী মহুরা দেবী।

বঙ্গীয় ১২১১ সালে, রাজা সতিলাল উপাধ্যায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অল্পদিন মধ্যে ভবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এজন্য গুরুপ্রসাদ নামক এক আত্মীয়কে রাজকার্য্যের ভার প্রদান করেন। রাজা সতিলালের মৃত্যু হইলে রাজ্ঞী গুরুপ্রসাদ রাজ্ঞীর সহিত একত্র কলহানলের হইয়া উঠিলেন।

বিধবা মহারাণীর সমুদয় অধিকার, ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও তাঁহার একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। পতি-বিয়োগ-বিধুরা মহা-রাণী মহুরা দেবী রাজপ্রাসাদের নিকট

কক্ষে উপবেশন করিয়া অতি নিঃসহায় অবস্থায় অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ছায়পরায়ণ রাজমন্ত্রী রামকুমার বর্ম্ম, গুরুপ্রসাদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মহারাণীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মহুরা দেবী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ছারাজ রাজদ্বারে গুরুপ্রসাদের অবৈধ কার্য্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মোকর্দ্দমায় মহারাণীর জয় হইল। শ্রীমতী মহুরা দেবী অধিক দিন জীবিতা ছিলেন না বটে, কিন্তু যে স্বল্পকাল তিনি রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনে এবং রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। মহারাণী মহুরা সম্বন্ধে সকল কথা আমরা জানিতে পারি নাই; তাঁহার কীর্ত্তিমালার মধ্যে দুইটী সরোবর, কয়েকটী মন্দির, কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অধ্যাপকের গৃহনির্ম্মাণ এবং একটী অন্নপূর্ণাশ্রম স্থাপন করা প্রধান বলিয়া পরিগণিত। তিনি সচ্চরিত্রা, সুন্দরী, সরলস্বভাবা, শিক্ষিতা এবং সুদেহী ছিলেন।

মহারাণী ইন্দ্রাণী দেবী।

মহারাণী ইন্দ্রাণী দয়ারাম মিশ্র নামক এক ব্যক্তির কন্যা এবং বালগোবিন্দ মিশ্র সর্দ্দার বাহাদুরের সহোদরা। রাজা জগন্নাথ গর্গ মহাশয় ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পরে কমলপুর গ্রামে যে সুরম্য প্রাসাদ ও পরিখা নির্ম্মিত হইয়াছিল, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী সেই বৃহৎ ব্যাপারে যথাশক্তি যাহারা করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ পরামর্শ দান করিয়া ঐ সুবৃহৎ প্রাসাদ ও পরিখাকে অতি মনোহর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১২২৯ সালে রাণী ইন্দ্রাণী সিংহাসনারোহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত বালগোবিন্দ মিশ্র ও শ্রীযুক্ত রামদুলাল ঘোষ মহাশয়দ্বয় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাণী ইন্দ্রাণীর সুচারু রাজশাসনপ্রণালী এখনও সাধারণের নিকট দৃষ্টান্তের কথা বলিয়া গণ্য। ১২৩৪ সালে মহারাণী মহোদয়া বহুব্যয়ে এক প্রকাণ্ড রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। এতদুপলক্ষে নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ্ঞী মহোদয়া প্রভূত অর্থ, বস্ত্র, গ্রন্থ, শস্য, গাভী এবং তৈজসপত্র দান করিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত রাসমণ্ডপের খোদিত লিপি এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

শাকেনার্গবুধাঙ্কচন্দ্রা যা মতে যাতে কথোঃ।
তৎকৃত্ত কোকের প্রহরবেশদিবসে বিষায়।
রাসাখ্যঃ শ্রীইন্দ্রাণী বিধিবদ্য যৌ নৃপ।
অগন্নাথেন রাজ্ঞী মঠঃ গোপালাহ্বনীলয় চক্রে।
গোপালমূর্ত্তিঃ সহিতং। সন ১২৩৪ সাল।
তারিখ ১ মাঘ। (১৭৯৮ শক)।

রাজ্ঞী মহোদয়া কিছু দিবস পরে রাজপ্রাসাদে সিংহবাহিনী ও মধিষাসন নামক

বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে সুবিদ্বান্ পুরুষ, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও সাধু মহাত্মাদিগের আগমন হইয়াছিল। রাণী মহাশয়া যে নিমন্ত্রণ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এখনও পাওয়া যায়। ঐ সকল পত্রে তাঁহার নিজের স্বাক্ষর ছিল। পত্রখানি এই—

ঝিকিরা-নিবাসী রামনারায়ণ ন্যায়ভূষণ।
আমারে ভূমিসাথে ৺৺ইতিবসে
দেবগোপালের দেবতাদাদত প্রতিষ্ঠা
সুখেতে সমাধিবেহা সম্পাদনীয়া।
রাষ্ট্রবৈদ্যবংশেতে করপুরুষ ন্যামকে
যাকি চৈতন্যভাবী নাম রাজী বৃন্দতি-
জগন্নাথপর্যন্ত সত্তী।

আমতা মহকুমার অন্তর্গত ঝিকরা গ্রামনিবাসী পণ্ডিত রামনারায়ণ ন্যায়ভূষণ মহাশয় রাজীর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, এই জন্য পত্র তাঁহার নামে প্রচারিত হইয়াছিল। রাণীর দস্তখত এইরূপ—

"সহায় ৺সিংহবাহিনী রাণী শ্রীইন্দ্রাণী"

মহারাণী ইন্দ্রাণী ১২২৯ সাল হইতে ১২৪৩ সাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশবর্ষ কাল ব্যাপিয়া অত্যন্ত যোগ্যতাসহকারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। মহিষাদলের মহারাণীদিগের মধ্যে আর কেহ এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নাই।

মহারাণী নিস্তারিণী দেবী।

রাজা লক্ষ্মণ প্রসাদ পর্গ মহাশয়ের প্রথমা রাণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী প্রাণত্যাগ করিলে পুত্রার্থী মহারাজ ১২৬৩ সালে লক্ষ্মণ পীঠান নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মহারাণী নিস্তারিণীর দুই কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; একের নাম ঈশ্বরপ্রসাদ, অপরের নাম জ্যোতিঃপ্রসাদ। মহারাণী নিস্তারিণীর শাসনকালে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম লিবরপুল লবণের আমদানী করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে এই দেশেই লবণ প্রস্তুত হইত। প্রজারা আপত্তি করায় ইংরাজ সরকার বাহাদুর যে সকল ভূমিতে লবণ প্রস্তুত হইত, তাহা নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন এবং যাহাতে বিলাতী লবণের খুব কাটতি হয় ও দেশীয় লবণ বন্ধ হইয়া যায়, তৎসম্বন্ধে অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে সেই চিরস্মরণীয় ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন (বুধবার) তারিখের পঞ্চমী তিথির ভীষণ ঝটিকা নদ, নদী ও সমুদ্র হইতে জলরাশি উত্থলিত করিয়া মহা অনিষ্টোৎপাদন করিল; তদ্ব্যতীত ঐ ভয়ানক ঝড়ে অসংখ্য গৃহ ও অট্টালিকা এবং তরু ও দেউল ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। অগণ্য মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতির সমাচার পাওয়া যায় নাই। যাহাহউক লিবারপুলের লবণে এবং ১২৭১ সালের মহাভীষণ ঝড়ে মহারাণী নিস্তারিণী দেবী বিষম ক্ষতিগ্রস্থা হইয়াও অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, সাবধানতা ও যোগ্যতাবলে ক্রমে ক্রমে

সমুদয় ক্ষতি সম্পূরণ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ১২৭৪ সালে মহিষাদলেশ্বরী একটি চিকিৎসালয়ের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে করেন। হোগলী নামী নদীর তীরে তখন নিবিড় অরণ্য ছিল। ঐ অরণ্যাভ্যন্তরে হিংস্র পশু এবং কোন কোন স্থানে গুপ্তভাবে দেশলুণ্ঠনকারী দস্যুদল বিচরণ করিত। পথিকেরা এই পথ দিয়া গমনাগমন করিতে সাহস করিত না। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের ডাক পিয়নেরাও এখানে আসিতে ভীত হইত। রাণী মহোদয়া এই অরণ্য কাটাইয়া দিয়া প্রশস্ত ও সুন্দর বিপণি, প্রাসাদ, সাধ্বাশ্রম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। স্থানে স্থানে বৃহৎ সরোবর খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাণী নিস্তারিণীর শাসনকালে ইংরাজি বিদ্যালয়, কতকগুলি দেবমন্দির, একটী দুর্গ এবং একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি যেমন শিক্ষিতা, তেমনি বুদ্ধিমতী ও পরিশ্রমপরায়ণা ছিলেন। অধ্যবসায় তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। সহজে কেহ তাঁহাকে কোন কার্য্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। মহারাণী নিস্তারিণী দেবী অনেকের অনেক প্রকার উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এপ্রকারের রমণীগণ পৃথিবীর সকল দেশের, সকল সমাজের এবং সকল জাতির গৌরবস্বরূপ। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শতদল।

(৫০৯ সংখ্যা—২৮২ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ।

"রমণী-চরিত্রে" দেবত্বের ভাব প্রকাশিত বলিয়া ইহা সকলের স্পৃহণীয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ রমণী-চরিত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি দেখিতেন। কিন্তু এখন এই বিংশ শতাব্দীতে, হিন্দু রমণী কবি কণ্ঠে যেন বিংশ পর্য্যায়ে ধ্বনিত। জানি না, ভারত-মহিলাবৃন্দের কোন্ প্রত্যাবাপে, পঞ্চাশৎ বর্ষ মধ্যে, তাঁহাদের পবিত্র জ্যোতিঃ ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতেছে! সেই স্বর্গীয় ভাবপুঞ্জ—সেই পবিত্র কিরণমালা—সেই শুভ শক্তিনিচয়ে আবার অনুপ্রাণিত হইয়া, পূত ভাবোচ্ছ্বাসে ভারত প্লাবিত হউক—মর্ত্ত্যধাম স্বর্গধাম হউক!

নারী চরিত্রের প্রথম অঙ্ক 'কুমারী' অবস্থা। এই সময়ে সকলের চক্ষে রমণী সরলা, ভাবময়ী এবং বাৎসল্য ভাবের তৃপ্তিদায়িনী মূর্ত্তি বলিয়া পূজিতা। এই কুমারী অবস্থায় রমণীতে দেবী-ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখা যায়। সে [illegible] দেবদর্শন, শক্তি-পূজা, যাগ-[illegible]

হিন্দু ধর্ম্ম মতে 'কুমারী-পূজার' বিধান আছে।

কুমারীই এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী শক্তির আধার। এই সময় হইতেই ইহাকে সংসারের ভাবী উন্নতিবিধায়িনী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। কোমল হৃদয়-ক্ষেত্রে নানারূপ হিতোপদেশের বীজ-বপনের এই প্রশস্ত ও উপযুক্ত সময়।

অতঃপর রমণী-চরিত্রের দ্বিতীয় অঙ্কে 'সধবা' অবস্থা। এই অবস্থায় রমণী পতি-পুত্রাদি এবং স্বজন পরিজনমণ্ডলী লইয়া সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃতা। এই অবস্থায় রমণীর 'পবিত্রতা' পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়; এই অবস্থায় প্রকৃতি-পুরুষ-সম্মিলনে রমণী-জীবনের আধ্যাত্মিক ভাবের অভ্যুদয় হয়। কুমারী-অবস্থায় রমণী একাকিনী ছিলেন, এক্ষণে সধবা-অবস্থায় পতিরূপ গুরু-সহায়ে দ্বিগুণতর তেজ সহকারে সৃষ্টি-পালনে বদ্ধপরিকর।

হিন্দু-সমাজে যতদূর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, জগতে এরূপ কোথাও কোন সমাজে দেখা যায় না। হিন্দু-রমণী পতিকে দেবতা, গুরু, সুহৃদ্ ও সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া জানেন। হিন্দু-রমণী জানেন পতিসেবা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের নিদান। * হিন্দু-রমণী ভিন্ন দেশের রমণীরা, সংসারের মধ্যেও একপ্রাণে স্বীয় [illegible] সমর্পণ করিতে পারেন না। সর্ব্ববিধ মঙ্গল [illegible] অধিকার।

হিন্দু-রমণীর বিধবাবস্থায় তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতা ও চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা অন্তর্হিত হইবার নহে। এই অবস্থায় তাঁহার ইহলোকের অনুষ্ঠানের উপসংহার ও পারলৌকিক জীবনের সূত্রপাত। † পবিত্রমতি হিন্দু-বিধবা, হিন্দু-সমাজে পূর্ণ দেবীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি যে কিরূপ পবিত্রতা-সমন্বিত, তাহা হিন্দু ভিন্ন অপর কেহই ধারণায় আনিতে পারেন না।

হিন্দু বিধবা, পতির সঙ্গেই ইহসংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, আপন হৃদয় 'আধ্যাত্মিক ভাবে' পূর্ণ করিয়া, পতির বিয়োগ-জ্বালা সহ্য করেন। † এই অসহনীয়

* হিন্দু-বিধবা, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের স্বচ্ছতায় কখন কখন যেন ওতপ্রোতে, মৃত স্বামীর অমৃত রূপের পবিত্র মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, আত্মহারা—কাহার-সমক্ষে সত্য সত্যই বলিয়া উঠেন,—

"তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে
কেন গো কি দশা ক'রেছে!
মলিন বদন বাসন ভরম
শোকে প্রাণ ভুবে র'য়েছে!"

† আমরণ ঘন ঘন বেঁচে, তিনি শোক-সন্তপ্ত প্রাণে, পরম মেঘময়ের চরণে কাতর নিবেদন করিতে থাকেন; মুক্ত প্রাণে, ভগবানকে, তাঁহাকে করুণকণ্ঠে বলেন,—

"নাথ!
সুখ নিয়েছ, নিয়েছ শান্তি নাই,
কেন গো একেলা ফেলে রাখ"?
ভেঙ্গে নিলে, ছিল যেই কাজে,
তুমি হয়ে কাজে কাজে থাক'।
আর তাঁরি সাড়া দেয় চাঁদ,

অবশেষে তিনি আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া থাকেন! আদর, সোহাগ ও যশোবাসনা পরিবর্জ্জন করিয়া 'পরার্থ-সাধন' হেতু জীবন উৎসর্গ করেন! এরূপ পবিত্র চিত্র

> ছবি যাকে দেখিব তাহার,
> আমি যে বড়ই অনাথা,
> মোর কাছে ডাক', প্রভু ডাক' !
> (আর) কে আমার আছ'ড়-অঞ্চল ?
> মুখ পানে কেহ নাহি চায়।
> চরাচর ঘুমিয়ে কেবল,
> জগতের বিশ্রাম কোথায় ?
> সবাই আপনা নিয়ে রয়,
> কে কাহারে দিবে গো আশ্রয় ?
> পতিহীনা নিরাশ্রয়া জনে
> তোমার স্নেহেতে রাখ ঢাক।"

জগতে আর কোথায় দেখা যায়? পরলোকে পতি-সম্মিলন ব্যতীত আর কোন আশাই থাকে না! "পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে, নারী পতি হইতে বিচ্ছিন্না হইলে, তখন স্বার্থ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পবিত্র হৃদয়ে পরমার্থ-চিন্তায় নিমগ্না থাকিলে, পরকালে অনন্তধামে অনন্তকাল পতি-পূজার অধিকারিণী হইবেন," এটি হিন্দু বিধবা মাত্রেরই ধ্রুব বিশ্বাস। 'রমণী' শব্দের যাহা কিছু পবিত্র অর্থ, হিন্দু-রমণীতেই তাহা সম্যক্ প্রতীয়মান হয়! রমণীর গুণেই ভারত বিখ্যাত—রমণীর চরিত্র-বলেই ভারত উন্নত।

—বিদ্যাবতী আবিয়ার।

বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাধনসিদ্ধি।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দের পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতপ্রদেশে রোহিণী নদী তীরস্থ কপিলবস্তু নগরে শুদ্ধোধন রাজার ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেবের পিতা মাতার প্রদত্ত নাম সিদ্ধার্থ। রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের অব্যবহিত পরেই মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করেন। মহারাজা শুদ্ধোধন হরিষে বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াও পুত্রের মঙ্গলার্থ দান, উৎসব, বন্দিমোচন ইত্যাদি রাজোচিত মহোৎসব করিতে ত্রুটি করেন নাই। রাজগণের নিয়মানুসারে রাজজ্যোতিষীগণ রাজকুমারের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিলেন—"রাজকুমার সিদ্ধার্থ শাক্যকুলের একমাত্র তিলক, ভুবনের গৌরব, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানের আলোকস্বরূপ হইবেন; কিন্তু তরুণ বয়সে ধনজন সম্পদ ঐশ্বর্য্য রাজ্যসুখ—এমন কি প্রিয়তমা ভার্য্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবেন।" রাজা জ্যোতিষীর বচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিষাদিত হইলেন এবং দৈব-প্রতিবিধানে যত্নবান্ রহিলেন।

রাজকুমার শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে বিদ্যাভ্যাসে রত ও অল্প দিন মধ্যে পণ্ডিত

শ্রেষ্ঠ হইলেন। ক্রমে যৌবনাবস্থা আগত দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন যুবরাজের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যুবরাজ বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরে অনেক কৌশলে অনেক দিন পরে গোপা-নাম্নী পরমা সুন্দরী শাক্যবংশীয়া কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজা কুমারের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা পরিত্যাগ করেন নাই। যাহাতে কুমার সংসারের কোনও দুঃখ ক্লেশ অবগত হইতে না পারেন, তদভিপ্রায়ে প্রমোদ-কানন নামে অতি সৌন্দর্য্যময় উপবন নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। শত শত নর্ত্তকী ও রূপবতী গোপাসহ রাজকুমার সিদ্ধার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেও তাঁহার মহান্ হৃদয়, উদার ও উচ্চান্তঃকরণ সেই অনিত্য সুখে শান্তি লাভ করিল না। তাঁহার চৈতন্য হইল, মায়াতে অশান্তি বোধ জন্মিল, বিলাস কণিকানন্দ জ্ঞান হইল, স্ত্রী পুত্রাদি অসার ধারণা হইল এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার অজ্ঞাত বোধে আপনাকে আপনি ভ্রমান্ধ অজ্ঞস্বরূপ জ্ঞান করিলেন। তিনি প্রমোদকানন-রূপ কারাগারে নিপতিত আছেন, তাঁহার এমন দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল।

যথাসময়ে প্রতিদিনের ন্যায় রাজা, সিদ্ধার্থ ও পুত্রবধূকে দর্শন করিতে আসিলেন। পিতা পুত্রে যথাযোগ্য সম্ভাষণ হইল। যুবরাজ নগর-ভ্রমণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা তদ্ধ্বণে "সময়ান্তরে হইবে" বলিলেন, তাহাতেও যুবরাজকে নিরস্ত না দেখিয়া "আগামী কল্য ছন্দক নানাবিধ রূপ লইয়া আসিবে, নগর ভ্রমণ করিও", এরূপ আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। যাহাতে নগরে কেবল রাজকীয় মহোৎসব হয় এবং কোনও নিরানন্দ কি অশান্তির নিদর্শন না থাকে, তজ্জন্য রাজা শুদ্ধোদন মন্ত্রিগণের প্রতি বিশেষ আদেশ প্রদান করিলেন। রাজাজ্ঞা-প্রাপ্তে সকলি সুসম্পন্ন হইল। যথাকালে নানাবিধ ছন্দক রূপ লইয়া নগরভ্রমণার্থ নির্গত হইলেন। অতীব সতর্কতার সহিত শান্তিরক্ষকদ্বারা চারিদিকে শান্তি স্থাপন করা হইল। যাহাতে রাজবর্ত্মে অপ্রীতি-কর শোকতাপপূর্ণ কোনও ব্যাপার না ঘটে, স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত তজ্জন্য সতর্ক ও ব্যস্ত রহিলেন।

নগরভ্রমণোদ্দেশে যুবরাজ সিদ্ধার্থ ছন্দকসহ রথে প্রথমতঃ উত্তরদ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় অতিশয় সুশৃঙ্খলায় শান্তি রক্ষা সত্ত্বেও এক স্থবির অতিবৃদ্ধকে দৃষ্টিগোচর করিয়া যুবরাজ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সারথিকে বলিলেন "ছন্দক! এ ব্যক্তি শুভ্রকেশ, দন্তহীন, লোল-মাংসযুক্ত, চলিতে অক্ষম এবং যষ্টিভরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, ও কে? মানব না অন্য কোন-রূপ প্রাণী?" ছন্দক যুবরাজের বাক্যে মনে মনে হাস্য করিলেন এবং রাজা যে যুবরাজের নিকট বিশেষ সমস্ত সংবাদ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"যুবরাজ শীঘ্রই যে যুদ্ধের

কথা পাঠ করিয়াছেন, ইহা তথাতীত অন্য কোন প্রাণী নহে। মানবের শেষ দশাই এইরূপ।" যুবরাজ ছন্দকের বাক্য শ্রবণে মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন 'হায়! মানবের শেষ দশা এই রূপ কুৎসিত! হায়! এই দেহের জন্য এত ভোগবিলাস! এই চন্দনচর্চ্চিত ভোগ-বিলাসপূর্ণ দেহ এমন বিরূপ হয়—চিক্কণ ত্বক্ লোল এবং সুচারুকেশ শণসদৃশ হয়। হায় হায়! অপরিণামদর্শী মানব ইহার এত আদর করে?' এই ভাবিয়া গৃহে ফিরিলেন।

তৎপরে আর এক দিন পূর্ব্ব দ্বারে রথ চলিল। পূর্ব্বদৃষ্ট বৃদ্ধের চিন্তায় চিত্ত আকুল ছিল, হৃদয়ের বেগ সম্বরণ হইতে না হইতে এক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বুদ্ধদেবের দর্শনগোচর হইল। সেই পীড়িত ব্যক্তির পাষাণভ্রাবক কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বুদ্ধদেব সারথিকে জিজ্ঞাসিলেন "ছন্দক! ঐ ব্যক্তি ওরূপ কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে কেন? উহার শরীর অস্থিময়, চক্ষুশূল ও জীর্ণ শীর্ণ অবস্থাপন্ন কেন? উহার স্বধর্ম্ম কি ঐরূপ?" ছন্দক বলিল—"যুবরাজ! এ দেহের এক অবস্থা, কেননা ও ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় সে ওরূপ কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। ইহা সমস্ত মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম, যেহেতু সুকলেরই এই ব্যাধিতে নিপীড়িত হওয়া সম্ভব।" বুদ্ধের হৃদয় শোকে উদ্বেলিত হইল। মানব-দেহের অবস্থা ভাবিয়া মনে কঠোর বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। সুতরাং নিরাশ হইয়া নিরাশ্রু হইলেন এবং সে দিনও গৃহে ফিরিলেন।

তৎপর দিন পশ্চিম দ্বারে রথ পৌঁছিল। অদূরে বস্ত্রাচ্ছাদিত এক শব-দেহ দাহ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক লইয়া যাইতেছে এবং উক্ত শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আত্মীয় স্বজন হাহাকার শব্দে রোদন করিতেছে। ইহা দর্শন করিয়া যুবরাজ, পথিক যেমন পথিমধ্যে কালফণি-দর্শনে চমকিত হয়, তদ্রূপ ঘোর চিন্তান্বিত হইলেন। হাহাকার ও রোদনশব্দ শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সারথে! এ কি ব্যাপার? এরূপ অপূর্ব্ব কাণ্ড আমি স্বপ্নেও দর্শন করি নাই। ঐ পালঙ্কোপরি শায়িত মনুষ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত কেন? আর উহার পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকেরা অবিরাম নিরানন্দসাগরে ভাসমান কেন?" সারথি কহিলেন "যুবরাজ! ইহাই মনুষ্যের শেষ পরিণাম; ইহাকেই মৃত্যু বলে।" যুবরাজ বলিলেন "কি বলিলে—মৃত্যু? মৃত্যুহস্তে কি সকলেই পতিত হইবে? না এ উহার কুলধর্ম্ম?" সারথি বলিলেন "যুবরাজ! রাজা নাই, ভিক্ষুক নাই, বলবান্ নাই ও দুর্ব্বল নাই—সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। জন্মমাত্রেই জীবের মৃত্যু নিশ্চিত।" এইক্ষণে বুদ্ধদেব আত্মহারা হইলেন। সংসার অশান্তির আলয় স্থির হইল ও দেহ নশ্বর ভূত বাসনা হইল। সমস্ত নিরা... সমস্ত মায়া, সমস্তই অনিত্য, সমস্ত... এবং সমস্তই অশান্তি... হইল।

সম্পদ-ঐশ্বর্য্য রাজ্য ধন, কোমলময়ী পত্নী এবং ভক্তিভাজন পিতা প্রভৃতি ভাল লাগিল না তাঁহার প্রাণ অশান্তিময় হইল, জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত হইল এবং হৃদয়ে অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। পরম জ্ঞানী ও মহান্ চিন্তাশীল যুবরাজ যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই নিজ অজ্ঞানান্ধতা দর্শন করিতে লাগিলেন। সংসার নিতান্তই অসার ও অশান্তিময় কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অবশেষে নগরভ্রমণ হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে এক পরম সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। কৌপীনধারী, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, শান্ত ও সন্তুষ্ট জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল, মুখে প্রণবধ্বনি ভিন্ন অন্য কথা নাই, দণ্ড কমণ্ডলু ভিন্ন অন্য সম্বল নাই, ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, জটাভূট কেশ, সাংসারিক চিন্তা-পরিশূন্য এবং পরম ধ্যানে নিমগ্ন! এমন অলৌকিকস্বভাবসম্পন্ন মহাত্মাকে দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "উনি কে?" রাজকুমারের প্রশ্ন শ্রবণান্তে সারথি প্রকাশ করিলেন "উনি সাধু সন্ন্যাসী। উঁহার কার্য্য কেবল ঈশ্বরারাধনা। উনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানালোচনা করিতেছেন।" বুদ্ধদেব তৎশ্রবণে আশা প্রাপ্ত হইলেন। উদাস মন শান্ত হইল, কঠোর বৈরাগ্যের আধার সন্ন্যাসগ্রহণ শান্তির কারণ, তাহা জানিতে পারিলেন। বপ্রাদময়ে গৃহে উদাসভাবে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রমোদকাননের ক্ষণভঙ্গুর বন্ধন কি মত্ত মাতঙ্গরূপ "পরম জ্ঞানী বুদ্ধকে" বাঁধিয়া রাখিতে পারে? অনতিবিলম্বে ঘোর নিস্তব্ধ রজনীতে পিতা, পত্নী, মাতৃস্বসা, নবজাত কুমার আর অন্যান্য আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক ছন্দক-সারথিসংকেত বেগবান্ ঘোটকে আরোহণ করিয়া বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিলেন। বুদ্ধদেব যখন ছন্দকের সমীপে অশ্ব ও আভরণ চাহেন, তখন সে বিষণ্ণভাবে কুমারকে অশেষ প্রকারে প্রবোধ দিয়া বলিল "আর্য্য! কমললোচনা মণিরত্নভূষিতা কেশপাশ-সৌদামিনীর ন্যায় লাবণ্যময়ী পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন না। সুন্দরী নর্ত্তকীগণের এমন মৃদঙ্গবংশবেণুসংযুক্ত সুললিত তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত পরিত্যাগ করিবেন না। এরূপ সুগন্ধ দ্রব্যে অনুলিপ্ত শ্রীচন্দনাদি বা কি বলিয়া উপেক্ষা করেন? বিবিধরসপূর্ণ উপাদেয় আহার্য্য ও মিষ্টান্ন ছাড়িয়াই বা কোথায় যাইবেন? গ্রীষ্মে শীতলতা-সঞ্চারী ও শীতে উষ্ণতাপ্রদায়ী এরূপ পরিচ্ছদ ও উদ্যানভূমি—বিশেষতঃ এমন অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? অতএব অগ্রে এই সুখদ বস্তু সকল উত্তমরূপে উপভোগ করুন, পরে উপযুক্ত সময়ে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবেন।"

রাজকুমার প্রত্যুত্তরে প্রকাশ করিলেন "ছন্দক! দেখ আমি রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শজনিত বিবিধ সুখ অপরিমিতরূপে

ভোগ করিয়াছি, স্ত্রী পুত্রের রসাস্বাদও অনুভব করিয়াছি। প্রভূত ঐশ্বর্য্যে আমি পরিবৃত হইয়াছি। কিন্তু দেখিলাম এই সকল অনিত্য বিষয়ভোগে কেবল বাসনাই প্রবল হয়, তাহাতে আবদ্ধ থাকিলে কেবল তৃষ্ণাই বাড়ে, তবে আর তৃপ্তি কোথায়? এই বাসনা-তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল। বাসনাহীন তৃষ্ণাহীন ব্যক্তি কেমন সুখী ও শান্ত! পার্থিব কোন পদার্থে যাঁহার প্রবৃত্তি নাই, ইন্দ্রিয়জনিত কোন প্রকার সুখে যাঁহার অভিলাষ নাই, তিনি প্রকৃতির আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার চিত্তেই পরম সন্তোষ। তাঁহার জীবনের আশা নাই, মরণেরও ভয় নাই। তিনি নিষ্কাম ও পৃথিবীতে জীবন্মুক্ত, সদানন্দ এবং জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধির অতীত। সুতরাং আমি এই বিষম অসার সংসার উপেক্ষা করিতেছি।"

যুবরাজ সেই নিশাকালে ঘোরতিমিরাবৃত, বিপদাকীর্ণ, নানা-হিংস্রজন্তুপরিপূরিত নিবিড় অরণ্যানী দিয়া অশ্বোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে উদাকালে অনোমা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি সারথির নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ খড়্গদ্বারা কেশগুচ্ছ ছেদন করেন। তদবধি এ স্থানে এক চৈত্য স্থাপিত হয়। ঐ স্থানকে "চূড়া-প্রতিগ্রহণ" বলা হয়। তদনন্তর তিনি এক ব্যাধের নিকট তাহার কষায় বস্ত্র গ্রহণ করতঃ রাজ-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। যে স্থানে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন হয়, তথায় "কষায় গ্রহণ" নামক এক চৈত্য স্থাপিত হয়। বুদ্ধ প্রথমতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শাকী-নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তৎপরে খণ্ডা-নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তদনন্তর বৈবত্ত নামা ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন। অতঃপর বৈশালী নগরে অরাড় কালীম-নামক অনেক শ্রাবক সন্ন্যাসীর আবাসে উপস্থিত হন। শ্রাবক সন্ন্যাসীর অনেক শিষ্য ছিল। বুদ্ধ তাঁহার সমীপে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। শ্রাবকের ধর্ম্মে মোক্ষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি মোক্ষান্বেষণে তথা হইতে বহির্গত হইয়া মগধরাজ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে একাকী তিনি মগধেশ্বর বিম্বসার রাজার রাজধানী রাজগৃহ নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বুদ্ধদেব তথায় অবস্থিতি করিতে অভিলাষ করেন। রাজা বিম্বসার তাঁহাকে তৎসকাশে চিরদিন বাস করিতে অনুরোধ করায় বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলিলেন "পরম শিবং বরবোধি প্রাপ্তকামঃ" 'আমি এখন পরম মঙ্গলজনক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভার্থী হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। বাসনাতে যে জীবের অশেষ ক্লেশ, ইহা যে লবণাক্ত জলের ন্যায় অতৃপ্তিকর, এমন অসার বিষয়সুখে কি কখন কেহ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? অসার সংসারের অনিত্য বিষয়সুখে বদ্ধ হইয়া জীব নিরন্তর ক্লেশ পাইতেছে।' শাক্য সিংহের সুমধুর বচন,

শ্রবণে রাজা বিষণ্ণায় দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল এবং মনে অপূর্ব্ব শান্তিরসের উদয় হইল। তিনি শাক্যসিংহের নিকট তাঁহার বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন। শাক্যসিংহ তদনন্তর রুদ্রকনামক এক সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট ব্রত তপ আচরণ করিবেন বলিয়া গমন করেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট পূর্ব্বতন দর্শনাদি ও নির্ব্বাণের তত্ত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য সাধন হইল না, কারণ শুষ্ক শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া চিত্তে নির্ব্বাণ ও জীবনে জ্ঞান কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মোক্ষ যে সাধন-সাপেক্ষ, তাহা তাঁহার মনে প্রতীত হইল। সুতরাং তিনি সাধনার্থী হইয়া গয়ার শীর্ষ পর্ব্বতে বিহার করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে রুদ্রকের পাঁচজন ব্রহ্মচারী ছাত্র গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহারা উরুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হইয়া সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। এই নগর নৈরাঞ্জন নদীতীরে বুদ্ধগয়ার নিকটে অবস্থিত। নৈরাঞ্জন নদীতীরে তিনি ছয় বর্ষকাল ঘোর কৃচ্ছ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। কঠোর সাধনে তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চননিভ দেহ কালিমায় পরিণত হইল, রক্ত মাংস শুষ্ক হইয়া গেল, কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়িল, নয়নদ্বয় কোটরস্থ হইল, পঞ্জর ও পৃষ্ঠের বেত্রদণ্ড দেখা যাইতে লাগিল এবং তিনি জীর্ণ শীর্ণ-কলেবর ও উত্থানশক্তি-রহিত হইলেন। তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধন দর্শনে শিষ্যেরা বারাণসীতে গমন করিল অতঃপর সিদ্ধার্থ সিদ্ধকাম না হওয়াতে তাঁহার চিত্তে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল যে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেন তিনি পিতার স্নেহপাশ, নিয়তমা পত্নীর প্রেম বন্ধন, বন্ধু বান্ধবের প্রণয় ও আত্মীয় স্বজনের উপদেশ এবং অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়াছেন। ভাবিলেন অসার জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই, কেননা যে মুক্ত হইয়া জীবের সেবায় প্রাণসমর্পণ করিতে না পারিল, তাহার জীবনই বৃথা। এইরূপ চিত্তের আন্দোলিতাবস্থায় মার নামক দুরাত্মার ভীষণ প্রলোভন তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। সে তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যক্ত করিল "হে শাক্যপুত্র! তুমি যোগক্ষেমপ্রাপ্তির আশয়ে ও ভাবী মহৎ পুণ্যলাভার্থে কেন বৃথা এই সুন্দর শরীর-পাত করিতেছ? নির্ব্বাণের প্রয়োজন কি? এমন দুঃখমার্গে চিত্তনিগ্রহ করিয়া ফল কি? আমি তোমাকে প্রচুর ধন ও রাজ্য দান করিব। অতএব এই ক্লেশকর ব্রত পরিত্যাগ কর।" মারের প্রলোভন বাক্যে বুদ্ধ প্রলোভিত না হইয়া বীরদর্পে বলিলেন, "নৈবাহং মরণং মন্যে মরণাস্তং হি জীবিতং। অনিবর্ত্তী ভবিষ্যামি ব্রহ্মচর্য্যাপরায়ণঃ॥ বরং মৃত্যুঃ প্রাণহরো দিগ্‌গ্রামঃ নোচ জীবিতং। সংগ্রামে

শ্রেয়ো নচ জীবেৎ পরাজিতঃ।" হে পাপাত্মন্! আমি ত মরণ মানি না, কারণ মরণেতেই আমার জীবন। আমি ব্রহ্ম-চর্য্য-ব্রত-ধারী হইয়াই অবস্থিতি করিব। ইহা হইতে নিবৃত্ত হইব না। বরং প্রাণহর মৃত্যু শ্রেয়ঃ, তথাপি নীচতম জীবনে ধিক্। রিপু দ্বারা পরাজিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ইত্যাদি।" বুদ্ধদেব এই প্রকারে আত্মপ্রভাবে দ্বিতীয় প্রজ্ঞাতে প্রলোভন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার চিদাকাশের মেঘ বিলীন হইয়া গেল। নিরাশার অন্ধকার তিরোহিত এবং বিশ্বাস-বল ও আত্মনির্ভর উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হইল। তিনি ক্রমশঃ পান ভোজন করিয়া সবল হইয়া উঠিলেন।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু সিদ্ধার্থ পুরাতন প্রণালীতে অতৃপ্ত হইয়া এবং তাহা বৃথা ক্লেশ স্বীকার মাত্র মনে করিয়া এখন অন্যতর মার্গ অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সমাধিসাধন ঋষিদিগের প্রদর্শিত তপস্যা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধনে যেরূপ অনুসারে তাঁহাকে ব্রত হইতে হইয়াছিল। তিনি এখন পুরাতন প্রচলিত পথে চলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ও ধ্যেয় বস্তু স্বতন্ত্র। যাহা হউক, তিনি নৈরঞ্জন নদীতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া তত্রত্য বোধিবৃক্ষতলে গমন করিলেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্তকে অবস্থান্তরে লইয়া গেলেন অর্থাৎ যাহাতে নবজীবন লাভ হয়, তজ্জন্য সমাধি আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও ইন্দ্রিয়জনিত সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং "সর্ব্বে অনিত্যা অক্রাঃ সর্ব্বে অনিত্যং সুখ-মিতি" ধ্যানমধ্যে এই জ্ঞান তাঁহার লক্ষ্য হইল। সুতরাং তিনি একেবারে পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইলেন এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যকে জয় করতঃ দয়া, প্রেম ও একাগ্রতার পবিত্র স্বভাব ধারণ করিলেন।

পূর্ব্বতন আর্য্য পণ্ডিত কপিল, পাতঞ্জলি, কণাদ ও ব্যাস প্রভৃতি দার্শনিক ঋষিগণ মানবজীবনের চরম গতি মুক্তিই প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্য ও নানক প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংস্কারকগণ জীবের মুক্তি-লাভই একমাত্র লক্ষ্য ও চরম গতি, ইহা জীবন ও উপদেশ দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি মুক্তি" এই লক্ষণ দ্বারা দর্শনকারগণ মুক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বাসনা, বিকার, তৃষ্ণা, পাপ সাংসারিকতা এবং রিপুপর-তন্ত্রতা জন্য জীবের ক্লেশ এবং এই দুর্ব্বিসহ ক্লেশ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবনের চরম লক্ষ্য। শাক্য মুনিও তাহা অনুভব করিলেন। তিনি অগ্রে স্বয়ং মুক্ত হইয়া তবে অপরকে মুক্ত করিতে অর্থাৎ মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, মানবগণ ধনতৃষ্ণা, জীবনতৃষ্ণা, [illegible]

তৃষ্ণা, ভোগতৃষ্ণা, মানতৃষ্ণা ও ধনৈশ্বর্য্য-তৃষ্ণা এবং স্বপ্নতৃষ্ণায় অস্থির। এই বাসনা ও তৃষ্ণাগ্নিতে মানবের চিত্ত দগ্ধ হইতেছে। এই বিষম তৃষ্ণার মূল কি এবং কিসে ইহার বিনাশ হয়, তজ্জন্য তিনি নির্ব্বাণ মুক্তির অনুসরণ করেন। অতঃপর তিনি মগধরাজ বিম্বসার এবং তাঁহার পিতা, মাতা ও পত্নী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও সূত্র সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সুতরাং ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ নরনারী সকলে তদীয় নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেশ শ্রবণ করিয়া নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, দুর্ম্মনস্তে দহ্যমান মানব নিয়ত অশেষক্লেশ ভোগ করে, এই বিবেচনা করিয়া অনেকেই নির্ব্বাণের চরম লক্ষ্য পবিত্রতা ও প্রেমকে সার জ্ঞান করিল। নির্ব্বাণ অত্যুচ্চ শান্তি, ইহা নির্ব্বাণবিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকের অপ্রাপ্য এবং যাঁহারা শুদ্ধাত্মা ও উন্নত, তাঁহারা এই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন, এই বিবেচনা করিয়া রাজা বিম্বসার বুদ্ধের সমীপে তাঁহার নবপ্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

বেলা শেষে।

কত যুগ হল শেষ,
আসিয়াছি এ বিদেশ,
কোথা হে স্বদেশী সখা হৃদয়ের ধন!
কোথা তুমি হে আত্মীয়!
চিরানন্দ চিরপ্রিয়!
খুঁজিছ না—ডাকিছ না, এ আর কেমন?

এ দেশে বিফল "স্নেহ"
দোসর হ'ল না কেহ,
শুধুই তোমারে ভুলে পাতিলাম খেলা;
আজি দেখিলাম রবি,
পশ্চিমে পড়িছে রবি,
অমনি জবাব দিল "ফুরায়েছে বেলা"!

ফিরে দেখি আমি একা,
মুছিয়াছে সব রেখা,
সাধের বাঁধন যত গিয়াছে খসিয়া;
শুষ্কমম মরুভূমি,
তাই ডাকি কোথা তুমি,
কি সুখে ছিলাম বেঁচে তোমারে ভুলিয়া!

৪

বুঝিলাম এত দিনে,
সবি মিছা তোমা বিনে,
সংসারের স্নেহ দয়া সকলি অসার;
শুভ্রদের বেশ ধরে,
গোপনে শত্রুতা করে,
ধন, যশঃ, প্রাণনাশী নির্ম্মম সংসার!

৫

শত শত ত্রুটি খোঁজে,
পরে "স্বার্থপর" বোঝে,
ধনীর শরণাগত, দরিদ্রে নিদয়
শিখিয়া মহত্ত্ব ভাণ
নাশিছে ক্ষুদ্রের প্রাণ,
এমনি দেখিনু নাথ, সংসার-হৃদয়!

আর কাজ নাহি ভবে,
দেশে যদি যেতে হবে,
কেন গো "করুণা-ভিক্ষা"—সেথে কেন
মান?
চোখে কেন অশ্রুধার,
বুকে কেন হাহাকার,
আমারি রয়েছ যদি বিশ্ব ভগবান্?

৭

জগৎ ঠেলেছে পায়,
মা' আমারে নাহি চায়,
তাই মনে হয় এটা বড় "শুভ দিন";
সবারি যে হেয়, ঘৃণা,
কেহ নাহি তোমা বিনা—
—হোক সে অভাগা পাপী পঙ্কিল
মলিন।

৮

—স্নেহে মুছি মলা ধূলি,
তুমি নেবে কোলে তুলি,
তুমি ভেঙে দিবে তার ভ্রান্তিময়ী খেলা;
গণিয়া সে ভাবী দিন,
র'ব আর কত দিন,
কখন ডাকিবে মোরে, ফুরা'ল যে বেলা?

শ্রীমা—

অমলা।

(৫০৯ সংখ্যা—২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

সুরেশ মহিমার আত্মোৎসর্গ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং বাবাজীকে কাতরস্বরে কহিলেন, "প্রভু! আমি মৃত্যুকেও ভয় করি না; তবে কিনা আমার জীবনের একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাহা এখনও পূর্ণ হয়নি; সেই জন্যই কিছু দিনের জন্য জীবন ভিক্ষা চাই।"

তখন মহিমা বলিয়া উঠিলেন "ওগো, তোমার কোনও ভয় নাই; বাবা আমার কখনও হিংসা জানেন না।"

এই কথা বলিয়া মহিমা পুনরায় পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা, তোমার কি এঁকে দেখে দয়া হচ্ছে না?"

বাবাজী। আচ্ছা মহিমা, তোমার এঁর প্রতি এত দয়া হলো কেন?

মহিমা। ওঁকে দেখে আমার সেই দাদাকে মনে পড়ে। আহা! মা বাবা মারা যাবার পর দাদা আমাকে কত যত্ন করতেন; এখনও আমার সে সব কথা বেশ মনে পড়ে। দাদার মুখ চোখ ঠিক্ এঁরই মত ছিল; গায়ের রংটি পর্য্যন্ত

এঁর মত ছিল। তিনি এঁরই মত নম্র ছিলেন; তাঁর কথাগুলি এঁরই মত মিষ্ট ছিল। এত দিন সে সব কথা ভুলে গিয়েছিলুম; আজ এঁকে দেখে মনে হয় একবার প্রাণ খুলে 'দাদা' বলে ডেকে প্রাণটা জুড়াই।

বাবাজী। আচ্ছা মহিমা, তোমার কথায় আমি উঁহাকে ক্ষমা করলেম।

মহিমা। বাবা, তবে জল আনি।

বাবাজী। যাও; পার ত কুটীরে ফল মূল যা কিছু থাকে, আনিও।

মহিমার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। তিনি কলসী কক্ষে লইয়া ঝরণা হইতে বারি আনয়ন করিলেন এবং কুটীর হইতে ফল আনিয়া সুরেশের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

মহিমা ফল লইয়া উপস্থিত হইলে, বাবাজী সুরেশকে ফলাদি আহারের পর তাঁহার গুহায় লইয়া যাইবার জন্য মহিমাকে আদেশ করিলেন। বাবাজীর আনন্দের সীমা নাই; তিনি ঈশ্বরের অভাবনীয় কার্য্য দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য হইলেন। মন যে কিরূপে আপন পর জানিতে পারে, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন মহিমা ভ্রান্ত নহে; মহিমার মন যথার্থই [illegible] নিজ ভ্রাতার সাক্ষাৎকারলাভে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সম্পর্কে মহিমা সুরেশের খুড়তুতো ভগ্নী। অনেকেই জানেন যে, [illegible] কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহুবিবাহ করিতেন। ইহা তাঁহাদের মধ্যে একটা বাতিক ছিল। কেহ কেহ ৭।৮০টী বা শতাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। পবিত্র ধর্ম্মের বন্ধনকে তাঁহারা অতিশয় নিম্নশ্রেণীর বিবিধ সামাজিক বন্ধনে পরিণত করিতেন। কেহ বা অর্থলোভে, কেহ বা বেয়াদের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থ বা দারপরিগ্রহ করিতেন। পত্নী মধ্যে পরস্পরের বড় একটা দেখা হইত না। তাঁহারা শ্রবণ করিতেন মাত্র যে, দশ পনর গণ্ডা সপত্নী আছে, কিন্তু তাঁহাদের পিত্রালয় যে কোথা, তাহাও অধিকাংশ স্থলে জানিতেন না। এই প্রকারে গুণধর কুলীনসন্তান এক একটী স্ত্রীকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া সহধর্ম্মিণীভাবে স্থান দিতেন এবং যখনই অর্থের অভাব হইত, তখনই ২।৩টী শ্বশুরালয়ে দেখা দিয়া অতি অযত্ন ভাবে দারিদ্র শ্বশুরের অর্থ শোষণ করিয়া লইয়া আসিতেন।

মহিমার মাতার নাম সরমা, পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র সুরেশের খুড়শ্বশুর। হরিশ্চন্দ্রের ৬৮টী বিবাহ, হতভাগিনী সরমা ও হরিশ্চন্দ্রের দ্বাদশ গণ্ডা পরিণীতা স্ত্রীর মধ্যে একজন। হরিশ্চন্দ্রের বাটী হইতে সরমার পিত্রালয়ের ব্যবধান ৪ ক্রোশ মাত্র। যতদিন সরমার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন বৎসরে দুই একবার করিয়া হরিশ্চন্দ্র শ্বশুরালয় গমন করিতেন। তাহার পর চাকরীর অনুরোধে সরমার পিতা গয়া

করিতে বাধ্য হন; সুতরাং সরমাও পিতা মাতার সহিত তথায় গমন করেন। সরমা যখন গয়া গমন করেন, তখন তাঁহার দুইটী সন্তান;—পঞ্চদশবর্ষীয় এক পুত্র ও ছয়মাসের এক কন্যা। এই কন্যারই নাম এখন মহিমা।

গয়া আগমনের ২ বৎসর মধ্যেই সরমার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তখন সরমা একাকিনী; নিঃসহায়া হইয়া স্বামীকে একখানি পত্র লিখেন। সরমার পত্র প্রাপ্তে প্রথমতঃ হরিশ্চন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, এ কেবল চাতুরী; তাঁহাকে লইয়া যাইবার অভিসন্ধি। হরিশ্চন্দ্র ঠকিবার পাত্রই নন; তিনি কখনও টাকার চুক্তি না করিয়া—অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা আগামী বায়না লইয়া শ্বশুরবাটী পদার্পণ করেন না। এখন তিনি কি কেবল সরমার একখানি পত্রের খাতিরে এত টাকা লোকসান দিতে রাজি হইতে পারেন?

পিতামাতার মৃত্যুর পর সরমার কষ্টের অবধি রহিল না। পিতার অল্প যাহা কিছু অর্থ ছিল, তাহাতেই অতি ক্লেশে পুত্রকন্যা-সহ দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া আসিল; তখন সরমা অনন্যোপায় হইয়া তত্রত্য এক ব্রাহ্মণের বাটীতে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বামীকে পত্র দিতে থাকেন, কিন্তু কোন উত্তর পান না। পরিশেষে হতভাগিনীর ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবার উপক্রম হইল। ১৮৬৬ সালে বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল। আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; মধ্যবিত্ত অন্যান্য লোকের জীবন ধারণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে; কলেরায় অগণ্য লোক মারা যাইতেছে। এমন সময় যাহার যেখানে দুই পয়সা প্রাপ্তির আশা আছে, তিনি সেই স্থানেই গমন করিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র কুলীনসন্তান; তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ সচ্ছল নয়, সুতরাং তিনিই বা এখন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন কি প্রকারে? বাঙ্গালা দেশে বড় কিছু সুবিধা হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তখন একবার গয়াতে সরমার পিতৃভবনে পদধূলি প্রদান করিবেন স্থির করিলেন এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্নীর নামে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রের সার মর্ম্ম এই—

"কল্যাণবরীয়ু—

তোমার অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু নানাকারণে উত্তর দিতে পারি নাই। আমি একবার গয়া যাইতে ইচ্ছা করি; তোমার পিতাকে বলিয়া আমার পাথেয় ২৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিবে। টাকা প্রাপ্তিমাত্র আমি রওনা হইব। আর আমার বিশেষ কিছু টাকার আবশ্যক আছে; তোমার মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়া আরও ২৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিবে। নচেৎ যাওয়া না হইলেও না হইতে পারে। আমি ভাল আছি। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

পত্রখানি পাঠ করিয়া সরমা নীরবে

হই এক ফোঁটা অশ্রুপাত করিলেন। তিনি সমাক্ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাঁহার স্বামীর আদৌ বিশ্বাস হয় নাই। যাহা হউক তাঁহার আর এক চিন্তা হইল—"৫০৲ টাকা কোথায় পাই যে পাঠাইয়া দিই।" রন্ধনকার্য্যে তিনি মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া থাকেন; তাহার মধ্যে দুইটী সন্তানের ভরণ পোষণ করিতে হয়। সমস্ত খরচ খরচা চালাইয়া সরমার নিকট ৩০৲ টাকা মাত্র জমা ছিল; বাকী ২০৲ টাকার জোগাড় করিতে হইবে। অসময়ের জন্য তিনি ৪টী স্বর্ণের মাকড়ী রাখিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিয়া বাকী টাকা সংগ্রহ করিলেন। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সরমা আজি পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া পতির শ্রীচরণ দর্শন-লালসায় তাঁহাকে পঞ্চাশৎ টাকা প্রেরণ করিলেন। সরমা চিন্তা করিলেন যে, তিনি একবার আসিলে স্বচক্ষে পুত্রকন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া যাইতে পারিবেন; তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে একটু দয়া হইতে পারে। পুত্র কন্যারও একটা সদুপায় হইতে পারিবে।

হরিশ্চন্দ্র মণিঅর্ডার প্রাপ্ত হইয়া যথা-সময়ে গয়াধামে পৌঁছিলেন। সরমার মুখের উপর একটু আনন্দের জ্যোতি প্রতিফলিত হইল; মেঘাচ্ছন্ন আকাশে যেন দিবাকরের প্রখর রশ্মি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু হতভাগিনী জানেন না যে ক্ষণেকের হাসি ক্ষণেকে বিলীন হইয়া যাইবে। পুত্রও আজি পিতাকে দেখিয়া আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গয়া পৌঁছিবার দুই ঘণ্টা পর হইতেই ওলাউঠার ভেদবমি আরম্ভ হয়; তিনি সংসার হইতেই কালের বিষ লইয়া আসিয়াছিলেন। ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সরমা শরীর পাত করিয়া এবং অগণিত যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াও স্বামীকে যমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। হতভাগিনীর শরীরেও ওলাউঠা বিষ সংক্রামিত হইল; তিনিও পুত্রকন্যাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া পতির অনুগমন করিলেন। ইহার পর মহিমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি।

সুরেশ ফলমূল আহার করিলে পর, মহিমা তাঁহাকে লইয়া হরেরাম বাবাজীর গুহায় গমন করিলেন।

"সন্ন্যাসি-আশীষে সিদ্ধ হবে মনোরথ,
হেন আশা পোষি হৃদে চলেন সুরেশ

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরুণাচরণ হাজরা।

অধম বাঙ্গালী।*

(১)

কর বঙ্গবাসিগণ প্রতিজ্ঞা পালন।
চারিদিকে
করেছে পাহারা খাড়া,
বঙ্গ ছাড়ে বেশী লভ্য করিবে অর্জ্জন।
এই বেলা কর সবে প্রতিজ্ঞা পালন।

(২)

সবে জানে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল অলস;
ভাল খায়, ভাত খায়,
গৃহ কোণে নিদ্রা যায়,
বঙ্গভূমাতারো কভু নাহি হয় বশ।

(৩)

এক মুখে শত বার শত কথা কয়;
করিছে প্রতিজ্ঞা বড়,
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতে দড়,
বাঙ্গালীর পেটে কথা থাকিবার নয়।

(৪)

এই বার এই বার বঙ্গবাসিগণ!
দেখাও বীরের মত
হৃদয়ের বল যত,
করিয়া ভীষ্মের প্রায় প্রতিজ্ঞা পালন।

(৫)

কিবা বলি ত্যজিয়াছ বিদেশী জিনিস,
দেখিও কাহারো ভয়ে
আবার তুলিয়ে নিয়ে।
রাখিও না অঙ্গে আর পরিত্যক্ত বিষ।

(৬)

প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছ ধর্ম্ম সাক্ষী করি—
"বিদেশী জিনিস আর
করিব না ব্যবহার,"
এখনি ভুলিলে তাহা কর্ত্তব্য পাসরি?

(৭)

ভয়ানক দুঃসংবাদ শুনি ক্ষণে ক্ষণে,
তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলি,
বিদেশী জিনিসগুলি,
কিনিতেছ সস্তা বলি প্রফুল্লবদনে।

(৮)

ছিছি! বঙ্গবাসী ধিক্ পশুর অধম;
পয়-পয়ে অবনত,
জীবনে মরার মত,
বল শক্তি নাই, নাই সরম ভরম।

(৯)

এমন কর্ত্তব্য-হীন জড়ের মূরতি—
হীন জাতি কোথা নাই,
তাই বড় ভয় পাই—
খণ্ডন বা নাহি হয় মায়ের দুর্গতি।

(১০)

হায়! যদি আট কোটি বঙ্গসুত-দল
বিদেশী জিনিস আর,
না করিত ব্যবহার,
স্বদেশোদ্ধার আশা প্রাণে হইত প্রবল।

* বঙ্গবাসিগণ সস্তা বলিয়া পুনরায় বিলাতী জিনিস কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে এই কবিতা লিখিত।

P 3026

(১১)

হায়! কুপুত্রগণেরা একত্র হইয়া
মায়ের বন্ধন দড়ি
দিল আরো দৃঢ় করি,
সুগভীর পঙ্কে মাতা পড়িল ডুবিয়া।

(১২)

হায়রে কর্ত্তব্যশূন্য অধম বাঙ্গালী!
এই না সে দিন সবে
বঙ্গে মাতরম্ রবে
বলিয়াছ মাথে স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠ বলি?

(১৩)

ওহে ছাত্রগণ! কোথা তোমাদের পণ?
বর্ষণবিহীন তাই,
গর্জ্জন শুনিতে পাই,
অনেকেই করিতেছ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন।

(১৪)

প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন পাপ বড় সুকঠিন,
এই পাপে জর জর
হবে সব নারী নর—
হতভাগ্য দেশবাসী শ্রীহীন মলিন।

(১৫)

হায়! মা জননি বঙ্গ ভগ্ন অঙ্গ নিয়ে
কাটিবে জীবন তোর,
দুঃখের না হবে ওর,
বাঙ্গালী নীরবে রবে আমামী সাজিয়ে?

(১৬)

বৃথা পুত্র ধরি গর্ভে পুত্রবতী নাম
ধরিয়াছ বঙ্গভূমি,
দাসত্ব-শৃঙ্খল চুমি,
কারাবাসে চিরকাল লভিবে বিশ্রাম।

(১৭)

অধম বাঙ্গালী হও এখনো জাগ্রত,
কালনিদ্রা পরিহরি
জাগ জাগ ত্বরা করি,
প্রাণপণে সাধ সবে দেশ-হিত-ব্রত।

শ্রীঅমৃতাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

ডাক্তার বার্ণাডো।*

একজন পরোপকারী মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে ইংলণ্ডের—বিশেষতঃ লণ্ডন সহরের সর্ব্ব শ্রেণীর লোককে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে। নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার বার্ণাডো বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ডাক্তার বার্ণাডোর জীবনী আলোচনা করিতে হইলে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন নগরের রাজপথের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। সেই সময়ে প্রধান প্রধান রাজপথে অনশনে শীর্ণদেহ, ছিন্ন-বস্ত্রপরিহিত, নগ্নপদে পিতৃ-মাতৃহীন নিরাশ্রয় বালক বালিকাগণ দিয়াশালাই বাক্স ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য ফেরী করিয়া বেড়াইত। লণ্ডন

* ঢাকা মহিলা সমিতির জনৈক মহিলাকর্ত্তৃক লিখিত।

নগরের রাজপথে, পাঁচ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ-বয়স্ক, এইরূপ শত শত বালক বালিকাকে অনাহারে নিরাশ্রয় অবস্থায় ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত। লণ্ডনের এই শোচনীয় অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হইলেও, ডাক্তার বার্ণাডোর আজীবন চেষ্টার ফলে, অনেক পরিমাণে যে ইহা দূরীভূত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই; তিনি সাহস, অধ্যবসায়, ও উৎসাহের গুণে নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের জীবিকার সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অপর ব্যক্তিরাও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বার্ণাডোর কার্য্যের সূচনা অতি বিস্ময়কর। যুবা বয়সে চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া চীন দেশে চিকিৎসকরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। লণ্ডনের কোনও প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে অধ্যয়নকালে, তিনি সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যার সময়, রাজ-পথ হইতে আশ্রয়হীন বালকদিগকে, কোনও পরিত্যক্ত গাধার আস্তাবলে একত্র করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এক দিন উপদেশান্তে, একটী বালক ঐ আস্তাবলেই সেই শীতকালের রাত্রি যাপনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল। বালকের এই প্রার্থনায় বার্ণাডো আশ্চর্য্য হইলেন এবং প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেই দশ বৎসরের বালক নিরাশ্রয়। প্রথমতঃ বালকের বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয় নাই। তিনি জানিতেন, লণ্ডন নগরে অনেক হীনাবস্থাপন্ন বালক বালিকা আছে, কিন্তু একেবারে এইরূপ গৃহশূন্য ও অভিভাবকশূন্য যে কেহ আছে, তাহা তিনি জানিতেন না। সুতরাং তিনি বালককে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, তাহার ন্যায় অসহায় নিরাশ্রয় আরও শত শত বালক লণ্ডন সহরে আছে। বালকের বৃত্তান্ত কত দূর সত্য, ইহা স্থির করিবার জন্য সহরের যে সব স্থানে নিরাশ্রয় বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বালকটীকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন, এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সহরে বাহির হইলেন। সহরের নানা স্থান ঘুরিয়া, অবশেষে এক অতি সঙ্কীর্ণ অপরিচিত স্থানে গিয়া দেখিতে পাইলেন, ৯ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের কতক-গুলি বালক এই শীতকালের রাত্রিতে অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং লণ্ডন সহরের নিরাশ্রয় বালকদিগের উদ্ধারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে মনঃস্থ করিলেন।

কিছুদিন পরে, সাধারণের অবগতির জন্য এক প্রকাশ্য সভায়, উল্লিখিত ঘটনাটী বিবৃত করিলেন, এবং তৎকালীন

সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত হইল। উহা পাঠ করিয়া, পরদুঃখকাতর, লর্ড শ্যাফটস্‌বরী, ডাক্তার বার্ণাডোর নিকট হইতে সমুদায় ঘটনা জানিবার জন্য, তাঁহাকে নিজভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিলেন, কিন্তু কেহ কেহ ইহা অতিরঞ্জিত মনে করিলেন। তাহাদের এইরূপ মতভেদ হওয়াতে, লর্ড শ্যাফটস্‌বরী প্রস্তাব করিলেন যে ডাক্তার বার্ণাডোর সহিত তাঁহারা সকলে স্বচক্ষে নগরের পুলিপ্রান্ত ইষ্ট এণ্ড) দেখিয়া আসিলে সকল সংশয় দূর হইবে। তাঁহারা প্রথমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, ডাক্তার বার্ণাডো-বর্ণিত একটী বালকও দেখিতে পাইলেন না। পার্শ্বস্থ একজন পাহারাওয়ালার পরামর্শ অনুসারে "অনাথ বালকদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ বিতরণ করা যাইবে" এই কথা প্রচার করিয়া দিলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তথায়, প্রায় ৭০টী বালক, কাষ্ঠনির্ম্মিত পিপার ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া, রাস্তার আলোকস্তম্ভের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বচক্ষে বালকদিগের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া লর্ড শ্যাফটস্‌বরী ও অপর একজন সদাশয় ব্যক্তি, ডাক্তার বার্ণাডোকে অর্থ দ্বারা, তাঁহার ব্রতসাধনের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে, ইষ্ট এণ্ডের অধ্যক্ষাগে ২৫টী বালক আশ্রয় পাইতে পারে, এইরূপ একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি অতি সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বচক্ষে আবশ্যক সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এই গৃহকে বাসোপযোগী করিলেন। অল্পকালের মধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, সেই গৃহে স্থানাভাব হইল। তখন তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহে আশ্রয় দিলেন।

৪০ বৎসরের মধ্যে ৬০,০০০ ষাট হাজার বালক বালিকা বার্ণাডোর আশ্রমে স্থান পাইয়াছে। তাহারা যে কেবল তাঁহার আশ্রয়ে দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা নীতিমত নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা লাভ করিয়া জনসমাজে যথাশক্তি নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে সক্ষম হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ১৬৮০০ বালক ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে এবং কেহ কেহ আশাতীতরূপে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ডাক্তার বার্ণাডোর এই কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আমরা অবগত হইতেছি, যে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ও শিক্ষার অভাবে যাহারা সমাজের অশেষ অহিত সাধন করিত, তাহারাই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া সুখে জীবন কাটাইতেছে।*

শ্রীহে, ল, ব।

* উল্লিখিত জীবনচরিতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেকটী বিষয় সুচারুরূপে লিখিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমাদেরদিগকে দেখিতে পাই যে,

দ্বিগর্ভ প্রাণী।

জন্তুদিগের আবশ্যকমতে রক্ষণ ও পালন জন্য বিধাতা কত উপায় করিয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য ও তাঁহার করুণায় অভিভূত হইতে হয়। পশু-

---

কর্ত্তব্যেরও ইতর বিশেষ আছে। ডাঃ মার্গাডোর প্রথমতঃ চক্ষু দেখে যাইয়া চিকিৎসাব্যবসায় করার সংকল্প হইল। তাঁহার এই সংকল্প পরহিতৈষণা প্রবৃত্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরে যখন তাঁহার মাতৃস্নেহ-হীন নিরাশ্রয় বালকদিগের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন মূল সংকল্প পরিত্যাগ করা তাহাদিগের দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই দ্বিতীয় সংকল্পও পরহিতৈষণা-প্রণোদিত। কিন্তু দুয়ে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ অপেক্ষা সম্মুখে ঈশ্বর যে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত করেন, তাহাতেই যাওয়া স্বাভাবিক, প্রত্যুত তাহা পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বরের ইঙ্গিত উপেক্ষা করা হইত এবং তাহার ফলাফল কি হইত কে জানে? দুইটী কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী স্থির করিতে মূলনীতির ব্যবহার (application of moral principle) বলে। শুভবুদ্ধিদাতা ঈশ্বর এরূপ বিষয়ে বিবেকী মনুষ্যকে বুঝিবার ক্ষমতা দেন।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ কর্ত্তব্যকার্য্যে হস্ত প্রদান করিলে আপনার সুখ দুঃখের কথা ভাবিতে পারে না—তৎপ্রতি উদাসীন থাকিয়া নির্ভীকচিত্তে কর্ম্ম করিয়া যায়। যাহার নিজের সুখ দুঃখের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকে এবং যে নিজের সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিতে পারে না, সে কখনও কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবে না।

তৃতীয়তঃ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইলে সে কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাহার যথোপযুক্ত শক্তি আছে কি না, সে হিসাব করিবার তাহার অবসর থাকে না। সে একাগ্রচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। "সাধু যাহার সংকল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়" এই বিশ্বাস সম্বল করিয়া পরোপকারে তাহাকে শক্তি প্রদান করিতে থাকে এবং যতই সেই কর্ত্তব্য-পথে সে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উৎসাহের তাহার কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপে সে পরিণামে কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে।

ব, কি, মুখার্জি।

মাতারা শাবকদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া ও ধাত্রীকালে লালন করিয়া নিষ্কৃতি পায় না। শাবকগণ যতদিন বয়স্ক ও আত্ম-রক্ষাক্ষম না হয়, ততদিন অনেক জননীকে তাহাদিগের ভার বহিতে হয়। বিড়ালমাতারা মুখে করিয়া সন্তানসকলকে বহন করে, সকলেই দেখিয়াছেন। বানরীরা শাবকদিগকে বুকে ধরিয়া এ গাছ হইতে ও গাছে লম্ফ দিয়া বেড়ায় এবং অবলীলাক্রমে আরোহণ ও অব-রোহণ কার্য্য সম্পন্ন করে। অনেক অন্যমাতা সন্তানদিগকে মস্তকে বা পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে। কিন্তু সন্তান-প্রসবের পর আর একটী বাহিরের গর্ভ-স্থলীতে সন্তান রক্ষা করা দ্বিগর্ভ প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এই উপায়ে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় :—(১) শাবকদের যে কিছু পোষণ প্রথম গর্ভে অবশিষ্ট থাকে, তাহা এখানে হয়; (২) তাহারা ইহার মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া এমন নিরাপদে থাকে যে, শত্রুর দৃষ্টিগোচর হয় না; (৩) ইহার মধ্যে থাকিয়া তাহারা সময় সময় শীতাতপ হইতে রক্ষা পায়; (৪) ইহার মধ্যে থাকিয়া মাতার কোলে বসিয়া তাহারা নানাস্থান ভ্রমণ করে; (৫) ইহা শাবকদের একটী ক্রীড়া, আরাম ও আমোদের স্থান।

দ্বিগর্ভ প্রাণীর মধ্যে কাঙ্গারু অতি প্রসিদ্ধ এবং তাহারই ছবি প্রথমে দেওয়া গেল। এরূপ জন্তুর অস্তিত্ব ইউরোপীয় জাতিদিগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কু-প্রধাক্ষণকারী কাপ্তেন কুক যখন তাহার সংস্কারার্থ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব অংশে অবস্থান করেন, তখন তাহারই লোকে এই অপূর্ব্ব জন্তু দর্শন করিয়া চমৎকৃত হয়। কাপ্তেনের ভ্রমণবৃত্তান্তের ১৭৭০ সালের ১৯ই জুলাই তারিখের বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে। "অদ্য মোর সাহেব বন্দুক হস্তে বাহির হন এবং যে জন্তুর বিষয়ে আমরা এত কৌতূ-হলাক্রান্ত হইয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে তাহারই একটী বধ করেন। দেশীয় লোকেরা ইহাকে কাঙ্গারু বলে।" কাপ্তেন কুক স্বদেশে ইহার চর্ম্ম লইয়া আসেন। পণ্ডিত ক্রিয়ার আমেরিকার অপোসম (opossum) জাতির সহিত ইহার অধিক সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহার "জন্তুপারি-চয়ে" পুস্তকে ইহাকে দ্বিগর্ভ শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া (Didilphis gigantea) "বৃহৎ দ্বিগর্ভ" নামে অভিহিত করেন। ১৭৯১ সালে ডাক্তার সা ইহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের দীর্ঘতা একটী বিশেষ লক্ষণ স্থির করিয়া ইহার নাম (macropus) দীর্ঘবাহু দেন, তদবধি ইহা (macropus giganteus) বৃহৎ-দীর্ঘবাহু এই নামে পরিচিত। পরে অনুসন্ধানে দেখা যায়, কাঙ্গারু জাতীয় অনেক জন্তু অষ্ট্রেলিয়া ও ইহার সন্নিহিত দ্বীপসমূহে বাস করে।

কাঙ্গারু জাতির পদ, দন্ত ও অন্যান্য অঙ্গের গঠনের বৈলক্ষণ্যে দ্বিগর্ভ অন্যান্য প্রাণীহইতে ইহার পার্থক্য সহজে বুঝা যায়। ইহাদের আকার ভিন্ন ভিন্ন, বৃহৎ

মেষ হইতে খরগোষের মত ক্ষুদ্র। শরীরের তুলনায় মস্তক ছোট এবং তাহা প্রদীপের মত সুচলো। স্কন্ধ ও সম্মুখের পদদ্বয়ের বিকাশ অসম্পূর্ণ, এই জন্য ইহারা চারি পায় চলিলে দেখিতে কিম্ভূত কিমাকার। আহারের সময় এইরূপেই চলে। পশ্চাতের পদদ্বয় যেমন দীর্ঘ, তেমনি বলশালী। দ্রুত চলিতে হইলে ইহারা লম্ফ দিয়া যায়, তখন হাতাদ্বয় সম্মুখে কুঁকিয়া থাকে এবং পশ্চাতের লম্বা, দৃঢ় ও ক্রমশঃ ক্ষীণ লাঙ্গুল দ্বারা শরীরের ভারসাম্য রক্ষা পায়। দাঁড়াইবার সময় লাঙ্গুল পশ্চাতে ভূমির সহিত সমান্তরাল থাকে। কাঙ্গারু যখন চলে না, তখন পশ্চাতের পদদ্বয় ও লাঙ্গুলে ভর দিয়া যেন ত্রিপদের উপর বসিয়া থাকে; হাতা দুটী সম্মুখে ঝুলিতে থাকে। এইরূপ অবস্থানকালে তাহাদের দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তির কার্য্য ভালরূপে চলে এবং তাহারা শত্রুর আগমন বুঝিতে পারিলে দীর্ঘ লম্ফ দিতে দিতে পলাইয়া যায়। প্রত্যেক হাতায় ৫টী অঙ্গুলী ও তাহাতে নখর আছে। পশ্চাতের পায়ের পাতার গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাতে ৪ টী অঙ্গুলী, বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাই এবং তাহা খুব লম্বা ও শক্ত। বস্তুতঃ তাহা নখর-বিশিষ্ট মোটা অঙ্গুলীর ন্যায়; তাহার গাত্রে যে ছোট ছোট অঙ্গুলী, তদ্দ্বারা গাত্র কণ্ডূয়ন মাত্র হয়, গতিক্রিয়ার সাহায্য হয় না।

কাঙ্গারুর ছেদক দন্ত, খদন্ত, কলের মুখের পাশের দন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪টী। ছেদক দন্তদ্বারা ইহারা খাদ্য তৃণশস্যাদি কর্ত্তন করে এবং কলের দাঁতে চিবাইয়া খায়।

ইহাদের মেরুদণ্ড ২৮ খানি অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত, তন্মধ্যে দীর্ঘ লাঙ্গুলের লাঙ্গুলে ২১ হইতে ২৫ খানি অস্থি থাকে। ইহাদের কণ্ঠাহাড় ও হাতার নীচের হাড় দুখানি বেশ বিকাশপ্রাপ্ত, তদ্দ্বারা হাতার সঞ্চালনক্রিয়া দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়। উদরগহ্বরে দ্বিতীয় গর্ভস্থলীর উপযোগী অস্থিকোষ আছে। লাঙ্গুর হাড় ছোট এবং পায়ের গোছার হাড় দুখানি লম্বা ও শক্ত।

উদর বৃহদাকৃতি এবং জটিলগঠন; লাঙ্গুলের বৃহৎ অন্ত্রের ন্যায় লম্বা লম্বা মাংসপেশী দ্বারা জড়িত। আহারনালী (Alimentary Canal) দীর্ঘ এবং উদরে চামড়া ভাঁজিয়া যে থলী নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ৪টী স্তন পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত। শাবকসকল ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ আকারে জন্মে, এই জন্য প্রসব মাত্র তাহাদিগকে এই দ্বিতীয় গর্ভে রাখিতে হয় এবং সেখানে তাহারা বর্দ্ধিত হয়। বড় কাঙ্গারুর বাচ্চা প্রসবকালে এক বুকলের অপেক্ষা বড় হয় না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গর্ভে গিয়া শাবক তদবস্থাতেই মুখ সংলগ্ন করিয়া থাকে এবং বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে এক দৃঢ় মাংসপেশীর সেবনে তদ্দ্বারা উদর-গহ্বরে পিচকারীর দ্বারার মত আসিয়া পড়ে। এই সময়ে তাহাদের শ্বাসযন্ত্র এমন পরিবর্ত্তিত হয়ে যে, মুখ ও

কণ্ঠনালী-নিরপেক্ষ হইয়া বাহিরের বাতাসের সহিত তাহার যোগ থাকে। ইহাতে কণ্ঠনালীতে ছুঁচ বাইবার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার বিপদ ঘটে না। অন্ধ, অনাবৃতদেহ এবং নিরাশ্রয় শাবকেরা এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। শাবকেরা যখন বড় হইয়া চলিতে ও খাইতে শিখে, তখনও সময় সময় এই দ্বিতীয় মাতৃগর্ভ তাহাদের আশ্রয়স্থান হয়।

কাঙ্গারুরা উদ্ভিদ্-ভোজী—তৃণ ও সর্ব্ব-প্রকার শাকসব্জী খায়, ক্ষুদ্র জাতি মূল ভক্ষণ করে। ইহারা স্বভাবতঃ ভীরু ও নিরীহ, কিন্তু বৃহৎ জাতীয়েরা উৎপীড়িত হইলে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করে। তাহারা একটা কুকুরকে সম্মুখের হাতদ্বারা জড়াইয়া পায়ের ধারাল নখরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে পারে। এই সংগ্রামকালে ইহারা বৃহৎ লাঙ্গুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়। অষ্ট্রেলিয়া, টাসমানিয়া প্রভৃতি দ্বীপে হরিণ জাতির অভাব, কিন্তু কাঙ্গারু দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে। নিউগিনি দ্বীপেও ইহাদের কোন কোন জাতি দেখা যায়, কিন্তু তদূর্দ্ধে আর দৃষ্ট হয় না। আজি কালি অষ্ট্রেলিয়ায় পশুপালন জন্য ঘাসের বড় প্রয়োজন। কাঙ্গারুরা ঘাস খাইয়া ফেলে বলিয়া লোকে তাহাদিগকে মারিতেছে, তথাপি কোন কোন স্থানে তাহাদের বংশবৃদ্ধি দেখা যায়।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে পাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত বিবর্দ্ধ জাতীয় পশু দেখা যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। ইহাদের পশ্চাৎ পদের পঞ্চ অঙ্গুলি সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত এবং দন্ত-সংখ্যা ৫০টী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সাধারণ নাম অপোসম। ইহারা ক্ষুদ্রাকৃতি জন্তু, ইঁদুর হইতে বড় বিড়ালের আকারের দেখা যায়। নাসিকা, কর্ণ ও লাঙ্গুল দীর্ঘ। লাঙ্গুল এত দীর্ঘ হয় যে, তাহা দ্বারা বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাদি জড়াইয়া ধরিতে পারে। পশ্চাৎ পদে পঞ্চাঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্য অঙ্গুলীগুলির বিপরীতে থাকাতে তাহা দ্বারা হস্তের কার্য্য হয়। পায়ে আঙ্গুলে নখ বা নখর নাই, তাহা থাবির ন্যায়, ইহাতে বৃক্ষারোহণ কার্য্যের সুবিধা হয়। সম্মুখের পদদ্বয়ের অঙ্গুলীতে ধারাল নখর আছে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তত বিপরীত নয়। ইহারা কীটভুক্। ইহাদের বহু দন্ত ও তাহা তীক্ষ্ণাগ্র থাকাতে শীঘ্র কীট সকল ধরিয়া মারিয়া ফেলে।

অপোসমদের দুই প্রধান জাতি—(১) ডিডেলফিস ও (২) থাইলেক। শেষোক্ত-দের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাহাদের পদাঙ্গুলী হংসের পায়ের মত চামড়া দিয়া যোড়া এবং গায় কাঁটাবিড়ালীর মত ডোরা ডোরা দাগ। ইহারা অপচর; মৎস্য টিংটী প্রভৃতি ধরিয়া খায়। গোয়াটিমালা হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত ইহাদের বাস ও বিচরণ-স্থান।

ডিডেলফিস জাতির অনেক উপজাতি আছে, তন্মধ্যে বার্জিনীয় অপোসম অধিক প্রসিদ্ধ। বার্জিনীয়া ও সম-মণ্ডলের

অন্যান্য দেশে ইহাদিগকে সচরাচর দেখা যায়। নগরে রাত্রিকালে ইহারা ময়লা পরিষ্কারের কার্য্য করে এবং দিনের বেলা ঘরের ছাদ বা নর্দ্দমায় লুকাইয়া থাকে। বসন্তকালে একবারে ৬টী হইতে ১২টী বাচ্চা হয়। প্রসবান্তে কাঙ্গারু-ছানার

ন্যায় ইহারাও মাতার দ্বিতীয় গর্ভে দুই সপ্তাহ বা ততোধিক কাল থাকে, তাহাতেই শরীরের বিকাশ ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়। আর এক জাতির নাম কর্কটভুক্, তাহারা কাঁকড়া ধরিয়া খায়।

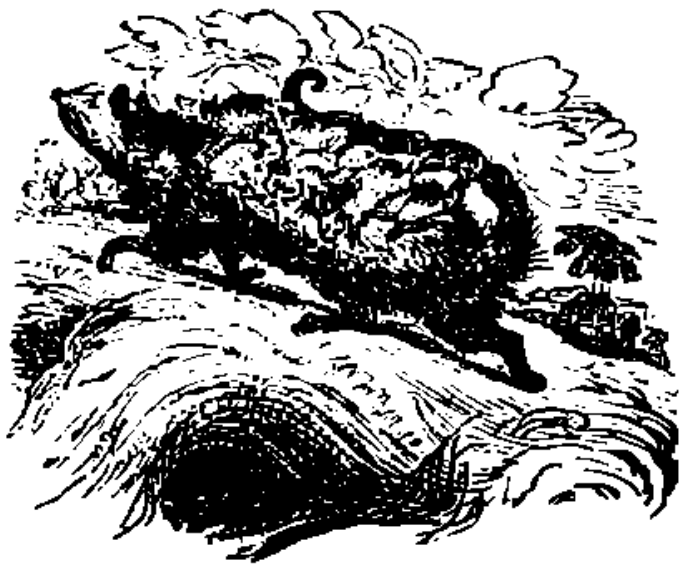

উপরে যে অপোসমের ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই দ্বিতীয় জাতির এক উপজাতি। ইহাদের নাম নেটাকিরস অপোসম এবং ইহারা আমেরিকার উষ্ণ-প্রধান স্থানে বাস করে। ইহাদের আকৃতি মধ্যম; লোম খাট ও ঘন; লাঙ্গুল সুদীর্ঘ, লোমশীন ও আঁসযুক্ত। ইহাদের সন্তান প্রসবের দ্বিতীয় গর্ভথলী নাই, বিধাতা এই জন্য তাহার অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদের শাবকেরা মাতার পৃষ্ঠে চড়িয়া যায়। এই কার্য্য সুসম্পন্ন-রূপে সংসাধন জন্য শাবকদের দীর্ঘ লাঙ্গুল মাতার লাঙ্গুলে জড়াইয়া লয়, তাহাতে তাহাদের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। উপরের ছবিতে দেখ কতগুলি ছানা পিঠে লইয়া মাতা দৌড়িতেছে। লর্ড ডার্বির নামে এই জাতিকে ডার্বিয়ান অপোসমও বলে।

মেক্সিকো হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর অপোসম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আকৃতি ইন্দুরের মত, কিন্তু রঙ গাঢ় লাল। ইহাদের মধ্যে ত্রি-রেখাঙ্কিত এক শ্রেণী আছে, তাহাদের রঙ লালচে, এবং গায় তিনটী সুস্পষ্ট কাল রেখা। ইহাদের লাঙ্গুল ছোট এবং লোমশ।

প্রার্থনা।

পীত্বা প্রমোহমদিরামতিনির্ভরেণ
মত্তং বিমুগ্ধমতিমং নরকার্ণবে মাং।
হে নাথ হে পতিতপাবন দীনবন্ধো।
আর্ত্তেন কো যদি ন পাপিনি তে কৃপা স্যাৎ ॥১॥

মোহ-মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া আমি উন্মত্তচিত্ত এবং নরক-সাগরে নিমগ্ন। হে নাথ! হে পতিতপাবন! হে দীনবন্ধু! এ পাপিষ্ঠে যদি তোমার দয়া না হয়, তবে আমাকে কে ত্রাণ করিবে? ।১।

হে নাথ। শৌনিকফলেন পশুং যথৈব
কামাদিভিস্ত্রিপুরিয়ং খলু ভিন্দতীমাম্।
প্রেম্নাদ্যুতৈর্যদি ন জীবয়সে মৃতং মাং
ব্যর্থং তদা পতিতপাবন-নাম বহসে ॥২॥

কসাই যেমন পশু-দেহকে খণ্ড খণ্ড করে, কামাদি ত্রিপুরা তেমনি আমাকে অহোরাত্র ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। হে নাথ! যদি এ মৃত সন্তানকে অমৃতদানে জীবিত না কর, তবে তুমি 'পতিতপাবন' নাম বৃথাই ধারণ কর ।২।

ব্যালী সুতীক্ষ্ণগরলা কবলেন কান্তা
কণ্ঠে ধৃতা বত ময়া পরমাদরেণ।
তদ্বংসনাদ্ধনতি মে সকলোহন্তরাত্মা
হে দেব হে পতিতপাবন! রক্ষ রক্ষ ॥৩॥

সুতীক্ষ্ণগরলা কালসর্পীকে (১) আমি সরলা কান্তা ভাবিয়া পরমাদরে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি। তাহার দংশনে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা জ্বলিতেছে। হে দেব! হে পতিতপাবন! রক্ষ রক্ষ ।৩।

আদায় সূক্ষ্মমতিমোহনরূপরাশিং
হৈতৈষ্ণ মাং কপটকার্য্যশতৈঃ প্রলোভ্য।
প্রক্ষিপ্য কালবদনেন তৃষাপিশাচী
মৃত্যাত্মহো বিকটদন্তকরালয়ত্যসা ॥৪॥

কুহকিনী তৃষ্ণা-পিশাচী প্রথমে সম্মোহন রূপরাশি ধারণ করিয়া আমার কাছে আসিল; সেই সেই শত শত মায়াজালে আমাকে প্রলোভিত করিল। অহো! সে আজি আমাকে কৃতান্ত-মুখে নিক্ষেপ করিয়া, ঐ দেখ। করাল দন্ত বাহির করিয়া নিকট হাস্য করিতেছে! ।৪।

ভক্তুঃ প্রযাতি যথামিষমেব ভূয়ঃ
সম্বাড়িতোহপি সুতরাং সততং প্রহারৈঃ।
শোকপ্রহারশতজর্জ্জরিতোহপি ভূয়ঃ
কামেষু সজ্জতি মতির্মম কা গতির্মে ॥৫॥

বিড়াল যেমন বারবার নিদারুণ প্রহার খাইয়াও, সেই উচ্ছিষ্ট আমিষেই ধাবিত হয়, তেমনি শত শত শোক-প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও এই পাপ মন সেই বিষয়-রসেই ধাবিত হইতেছে। হে নাথ! বল! আমার কি গতি হইবে ।৫।

কৃত্বাপরস্য সদা পরমার্থবুদ্ধিং
হালাহলাদিকবিষেষ্বনতোহস্মি নাথ!
উন্মীলয়াশু নয়নং পরমার্থদর্শি
দুঃখানলস্য সকলস্য নিবারি যদ্বি ॥৬॥

হে নাথ! এতদিন অপদার্থকেই পরমার্থ ভাবিয়া এক্ষণে যে বিষানলে জ্বলিতেছি, তাহার নিকট কালকূটের জ্বালাও তুচ্ছ। যাহাতে পরমার্থ-দর্শন হয়, এবং যাহা সকল দুঃখানলের শান্তি-

(১) 'সুতীক্ষ্ণগরলা কালসর্পী'—পাঠাময়ী সংসার-জ্বালা।

ধাবি, আমার সেই জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন কর ৬।

ধাবন্তি যাবতি বিভো! পথি পাপকামাঃ
মোহেন জীবনিবহা বিবশীকৃতাস্তে।
প্রেম্না প্রসারিতকরঃ খলু তস্য যুক্তা
তৎপৃষ্ঠতস্তমপি যাসি গূঢ়রূপাঃ ৭।

হে বিভো! মোহবশে বিবশ হইয়া যে জীব যখনি পাপ-পথে ধাবিত হয়, তুমিও তখনি প্রেমভরে বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার মুক্তির জন্য গূঢ়ভাবে পশ্চাৎ গমন কর ।৭।

স্নেহোঽধিকোঽধমসুতে খলু তস্য মাতুঃ
ধাত্রোঽধিকস্তু কিমতোঽধিকপীড়িতেষু।
মাতা ত্বমেব জগতাং চ মহেশ! দৈবাঃ
সর্ব্বাধমাতুরতরঃ কিমিমং করোষি ৮।

মার স্নেহ, অধম পুত্রেই স্বভাবতঃ অধিক; ধাত্রের যত্ন অধিক পীড়িতেই স্বভাবতঃ অধিক। হে মহেশ! তুমিই ব্রহ্মাণ্ডের মাতা, তুমিই ধাত্র। আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও সর্ব্বাপেক্ষা পীড়িত; এ সন্তানকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ? ৮।

সর্ব্বাহ বিভু সততঃ করুণা তবৈব
দেদীপ্যতে নভসি সূর্য্যমিবোড়ুরাজিঃ।
পশ্যামি তত্ত্ব ন তথাপি বিবেকমূঢ়ঃ
কোঽন্যোঽস্তি পাতকিতমো ভুবি মাদৃশোঽহং ৯।

নৈশ আকাশে তারকাপুঞ্জের ন্যায়, সর্ব্বত্র সকল দিকেই তোমারি করুণা নিয়ত দেদীপ্যমান; হায়! তথাপি এ মোহান্ধ পামর তাহা দেখিতে পায় না। অহো! জগতে মানুষ অধমতম পাতকী আর কে আছে? ৯।

সংসেবতাং বিবিধতীর্থমনেকশাস্ত্রং
লোকঃ শৃণোতু সকলাংস্তব করুণাদেশান্।
তাবৎ ন মুঢ়তম এষ ভবে ভবন্!
যাবন্ন তে পততি তত্র কৃপাকটাক্ষঃ ১০।

লোক, সমস্ত তীর্থই সেবা করুক; অশেষ শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক; যেখানে যত গুরু আছে, সকলেরি উপদেশ শ্রবণ করুক; হে চৈতন্যময়! যতক্ষণ তাহার উপর তোমার কৃপাদৃষ্টি না পড়ে, ততক্ষণ এ সংসারে সে মূঢ়তমই থাকে ।১০।

যস্তে মরুঃ সুরসনীরমণীয়লোভাৎ
ধত্তে মনোঽপি ফলপল্লবপুষ্পশোভাং।
যস্মিন্ বিধাতরসি দৃষ্টিরচিন্ত্যশক্তে!
কিং তস্য দুর্লভতরো ভুবনত্রয়েঽপি ১১।

হে অচিন্ত্য-শক্তিশালিন্! তোমার কটাক্ষমাত্রে মরুভূমিও নন্দনকাননের শোভা ধারণ করে, দগ্ধ তরুও ফল-পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হয়। তুমি যাহার উপর কৃপাদৃষ্টি কর, ত্রিভুবনে তাহার দুর্লভ কি আছে? ।১১।

লব্ধাপি তে প্রতিদিনং করুণাবলম্বং
মূঢ়াধমাধমতমেন ময়া ন বুদ্ধং।
ন প্রেমগদ্গদরবেণ তথাপি নাম
তং পচ্যতে মম তুষানলবেদ্যকায়া ১২।

হে ঈশ্বর! মূঢ়াধমগণের মধ্যে আমি অধমতম মূঢ়; পদে পদে অজস্র ধারায় তোমার করুণা লাভ করিয়াও, তাহা বুঝিতে পারি নাই; প্রেমভরে গদ্গদ স্বরে তোমার নাম করি নাই; তাই আজি আমার অন্তরাত্মা তুষানলে দগ্ধ হইতেছে। ১২।

যদ্বং তমোময়মিবেহ ভবেদ্বিমুগ্ধো
দুঃখাত্মকং যদতথা প্রতিভাতি সত্যং।
জ্যোতিস্ময়ং সুখময়ং চ শিবাত্মকং ত
ত্বং সর্ব্বমস্য কৃপয়া তব জীবলোকে ॥১৩॥

মহামোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া আমি যাহা কিছু তমোময়, দুঃখময় ও অমঙ্গলময় দেখিতেছি, হে জীবলোক! তোমারি কৃপায়, আমার নিকট সে সকল জ্যোতির্ম্ময়—সুখময়—মঙ্গলময় হউক ১৩।

সংসারবিস্তারবিপদ্ভরালং
সমুচ্ছলৎক্লেশসহস্রধারম্।
বীক্ষ্য ত্বপথ্যাদি বিভো! স্বকস্য
অস্মাস্থ মে দর্শয় দয়য় ত্বম্ ॥১৪॥

হে বিভো! অনন্ত দিগ্‌দিগন্তের সমস্ত পরিসর, যাহার মহিমায় প্লাবিত; যাহা হইতে সহস্র সহস্র প্রেম-ধারা উচ্ছলিত; তোমার সেই বিশ্বব্যাপী জাজ্বল্যমান স্বরূপ, এ অন্ধকে দেখাও—দেখাও! ১৪

তত্তেজসা ত্বক্ মুমুক্ষুমিমং প্রদীপ্তং
ভস্মীভবন্তু দুরিতান্যখিলানি দূরম্।
আত্মা জরামরণতাপবিমুক্ত এষঃ
ত্বয্যেব সংসতু নিত্যমনন্তকালে ॥১৫॥

হে ভুমন্! এই মুমুক্ষু সন্তানকে তোমার তেজে প্রদীপ্ত কর। সেই তেজে আমার সমস্ত পাপ তাপ ভস্মীভূত হউক, এ আত্মা, জরামরণাদি সমস্ত তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অনন্তকাল তোমাতেই সংলগ্ন হউক। ১৫।

[illegible]
[illegible]
আধিব্যাধিবিনাশেন সমস্তলোকে।
হাহো কৃপামৃতনিধে! কৃপয়া ভবেন ॥১৬॥

হে কৃপামৃতসাগর! তোমার কৃপায় এ জগতের বিবাদ, বিসংবাদ, পাপ, ব্যাধি, ভয়, শোক নির্ম্মূল হউক। অদ্বৈত অক্ষয় প্রেম-সূত্রে সুদৃঢ়বদ্ধ হইয়া, সমস্ত জীবলোক আনন্দময় শান্তিময় হউক ।১৬।

অহো! কৃপা তে যদি মোহপাপে
কৃপাক্ষমাযোগ্যনরাধমেঽপি।
স্মরামি ত্বং ত্বাং সজলপ্রদেশঃ
কৃপাময়! ত্বৎকৃপয়ৈব মূঢ়ম ॥১৭॥

আমি ঘোর পাপী, কৃপার ও ক্ষমার অযোগ্য নরাধম আমি অহো! তথাপি আমার প্রতি তোমার কি কৃপা! আমি যে আজি গলদশ্রুনেত্রে তোমাকে স্মরণ করিতেছি, হে কৃপাময়! এ শুধু তোমারি কৃপায় ।১৭।

স্বকৃতচিন্তাজনিতো মমাত্মঃ
তীব্রোঽনুতাপো যদুরেতি চিত্তে।
আর্ত্তে মমাত্মা যদি তোমুখো ন
ন কিং বিভো! সা করুণা তবৈব ।১৮।

হে বিভো! স্বকৃত কর্ম্ম সকল চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় যে আজি তীব্র অনুতাপে দগ্ধ, আমার আত্মা ব্যাকুল হইয়া যে এক্ষণে তোমাতেই উন্মুখ, ইহা কি তোমারি করুণা নহে? ।১৮।

মিথ্যাঞ্জনং মোহতিমীলিতানাং
সিদ্ধৌষধং সর্ব্ববিকারঘ্নম্।
সঞ্জীবনং পাপবিষেণ মৃতানাং
যদ্ভাতি তন্নঃ পুরতো ভবেন্ন নাথ ॥১৯॥

মোহান্ধগণের যাহা মিথ্যাঞ্জন, সর্ব্ব রোগের যাহা সিদ্ধৌষধ, পাপ-বিষে মৃত জীবগণের যাহা সঞ্জীবনী সুধা, তোমার

সেই 'তারকব্রহ্ম' নাম আমাকে পবিত্র করুক ।২৯।

ভব জলধি বিমগ্ন সচ্চিদানন্দসঙ্গে
জপ জপ রসনে রে তারকব্রহ্ম নাম।
নরনরপরনারী পাপতাপাহতানাং
সকলদুখনিধিঃ দীনবন্ধু বিনা কঃ ।৩০।

হে হৃদয়! তুমি সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হও; হে রসনা! 'তারকব্রহ্ম' নাম অবিরাম জপ কর। অশেষ-মঙ্গল-সিন্ধু সেই দীনবন্ধু বিনা পাপতাপাহত গতিহীনগণের গতি কে আছে? ।৩০।

"হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা"

স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক আঙ্গুরের আবাদ।

দ্রাক্ষা সংস্কৃত শব্দ; ইসলামীয় ভাষায় ইহার নাম আঙ্গুর, হিন্দিতে ইহাকে দাখ্ বলে। ইংলণ্ডের লোকেরা ইহাকে (Grapes) গ্রেপস্ বলে। যে লতায় আঙ্গুর ফল জন্মে, তাহার ইংরাজী নাম বাইন্। পৃথিবীর নানা স্থানে প্রায় ৫১ প্রকার দ্রাক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আদিয়া দেশের ফল, অত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতে এই ফল প্রচলিত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ চারি সহস্র পঞ্চাশৎ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গ্রন্থেও দ্রাক্ষা ফলের উল্লেখ আছে। ইহুদীদিগের পালেস্তাইন দেশের দ্রাক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুস্বাদু, উপকারী ও উৎকৃষ্ট। তাহার পরে আরব দেশের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। পারস্য, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও মরক্কো দেশের আঙ্গুর মন্দ নয়। ইউরোপের পর্টুগাল, স্পেন, অষ্ট্রিয়া ও উত্তর তুরস্ক এই কয়েক স্থানের দ্রাক্ষা দেখিতে সুন্দর এবং আস্বাদনে তৃপ্তিকর। হলণ্ডের হাসবর্গের আঙ্গুর আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত রসাল এবং সুস্বাদু। দ্রাক্ষা ফল আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে আঙ্গুর, কিস্‌মিশ, মনাক্কা, মস্‌কট্, মিরাশ, নেহাজ, ব্লাকগ্রেপ, বাইনগ্রেপ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।

অতি পুরাতন যুগ হইতে প্রবাদ আছে, দ্রাক্ষা লতার জন্মদাত্রী একজন স্ত্রীলোক। এ স্থলে জন্মদাত্রী শব্দের অর্থে আবিষ্কর্ত্রী বুঝায়। শুনা যায় ইনি আর্গেনিয়া-দেশীয়া যুবতী; স্বামিসহ তুরস্কের অন্তর্গত পালেস্তাইনে বাস করিতেন। গহনবনের ভিতর ইনিই সর্ব্বপ্রথম আঙ্গুর আবিষ্কার করেন। ইহাঁর নাম বদ্‌হিনায়; গ্রীকেরা ইহাকে ডেলোনিয়স্ কহিয়া থাকে। যাহাহউক অতি পুরাকাল হইতে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ স্থানে স্ত্রীলোকের হাতেই আঙ্গুরের আবাদ সমর্পিত আছে। সমগ্র আসিয়া মাইনর, আর্গেনিয়া, পারস্য, তুরস্ক, মরক্কো, আরব, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে পরিশ্রমপরায়ণা স্ত্রীলোকেরা আঙ্গুরের আবাদ করে। দুঃখের বিষয়

ভারতবর্ষের ভূমি দ্রাক্ষার আবাদের জন্য কখনও প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। উদ্ভিদবিদেরা অনুমান করেন অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে কেহ দ্রাক্ষা জন্মাইবার জন্য যত্ন করে নাই। কিন্তু অশীতি বৎসর পূর্ব্বে এদেশে দ্রাক্ষার ব্যবহার ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেলুচিস্থান, কান্দাহার ও আফগানিস্থান হইতে ফলের আমদানী হইত। এখনও পঞ্জাবে আঙ্গুর জন্মে। রাওলপিণ্ডি জেলা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত নানা স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশে মান্দ্রাজে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে এবং রাজপুতনায় আঙ্গুর দেখা যায় না। এই সকল স্থানে আবাদ আদৌ নাই, দুই এক স্থানে অতি যত্নে দুই চারিটি বাইন্ লতা জন্মিতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশে ইহার আবাদের চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া আশা করা যায়, এই নবীন উদ্যমের উদ্যোগিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। কিন্তু বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে পুরুষাপেক্ষা সহজে আপন আপন গৃহপ্রাঙ্গণে সুন্দর সুন্দর দ্রাক্ষা গাছে সাজাইতে পারেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বাইন বা দ্রাক্ষা লতা বীজাঙ্কুরে জন্মে। এই লতা আর্জ্জাইবার জন্য গৃহপ্রাঙ্গণের যে কোন স্থান খনন করিয়া খুব নরম করিতে হয়, আগুণা মাটি না হইলে আঙ্গুরের লতা জন্মে না। মাটিতে বালুকা, প্রস্তর বা ইষ্টকচূর্ণ মিশ্রিত থাকিলে সে মাটি অবাধহারী বলিয়া গণ্য হয়। ঘরের দেওয়ালের বা বারান্দার নীচের মাটি ভাল; বারান্দার বা গাড়ীবের নিম্নে কিম্বা ফটক অথবা দ্বারের নীচে জমি প্রস্তুত করিলে লতা জন্মিয়া ঐ স্থানের শোভা সম্পাদন করিতে পারে। লতা জন্মিয়া উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করে, সুতরাং গাড়ীর বা স্তম্ভের প্রয়োজন, অথবা বংশনির্ম্মিত মঞ্চ আবশ্যক। দ্রাক্ষার বীজ এবং "কলম" এতদুভয় হইতেই লতা জন্মিতে পারে। বীজ রোপিত না করিয়া গোটা ফল পুতিয়া দিলেই যথেষ্ট হয় প্রথম হইতেই রৌদ্রতাপে, উষ্ণ বায়ুতে অথবা কোন প্রকার অগ্নিতাপ ও অগ্নির ধুম যেন অঙ্কুর নষ্ট হইয়া না যায়। ফল না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ যত্ন করিতে হয়। সময়ে সময়ে কীট দেখা দেয়, সুতরাং তদ্বিষয়েও সাবধান হওয়া আবশ্যক। বীজ, ফল বা "কলম" পুঁতিবার অনেক দিন পরে (অতি দীর্ঘ সময়ের পরে) অঙ্কুরের সূত্রপাত হয়, সুতরাং ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিতে হয়। উত্তর শ্রীহট্টে (বিশেষতঃ আলিনগর স্থানে) ইংরাজেরা চেষ্টা করিয়া প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারাও এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাহেবদের মেমেরা এজন্য বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া-

ছিলেন। আঙ্গুর লতার মূল অত্যন্ত শক্ত হয়, মূলের কাষ্ঠে ছোট ছোট কদাকার গ্রন্থের মত বহুসংখ্যক গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টের অন্তর্গত লখিম-পুরে মেমেরা যে কয়েক প্রকার আঙ্গুর-লতা জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাদের মূল পুঁতিয়া তাঁহারা নবীন লতা জন্মাইয়া-ছেন। বরদেশে বারইগণ পানের যেরূপ বুরুজ তৈয়ার করে, আঙ্গুরলতার জন্য সেইরূপ বুরুজ প্রস্তুত করিলে লতা শীঘ্রই বড় হয়। একটা লতা যদি রীতিমত বাড়িতে পায়, তাহা হইলে একটা লতাতেই একটা ছোট বন বা কুঞ্জ হইয়া যায়। একটী লতায় অগণ্য ফল ফলে। ফল পাকিয়া গেলে অথবা ব্যবহারযোগ্য হইলে কৃষকেরা লতা হইতে রস বা নির্য্যাস বাহির করে। আঙ্গুরের রসে যে মদিরা প্রস্তুত হয়, তাহার সাধারণ নাম "পোর্ট"। এই মদিরার লতার রসের বিশেষ প্রয়োজন। পোর্ট মদিরায় আঙ্গুর অপেক্ষা সরস বাইন লতার নির্য্যাস অধিক পরিমাণে থাকে। লতার কাষ্ঠ নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। লতার বিভিন্ন প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আঙ্গুর খাইতে সুস্বাদু, বলকারক, পাচক, প্রীতিকর, রুচিকর, শোণিত-শোধক এবং বায়ুনাশক। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে আঙ্গুর অধিকতর হিতকারী। চিকিৎসকদিগের মতে দ্রাক্ষা-ফল অপেক্ষা দ্রাক্ষারস অধিকতর উপকারে আইসে। ফল ব্যবহার-যোগ্য হইলে যদি কেহ লতাকে রাখিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গোড়ায় জল দিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে মূলের মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। বড় কাঁচি দ্বারা মোটা মোটা শাখা-গুলি কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। আঙ্গুর লতার ছোট ছোট ফুলগুলিও সুন্দর এবং সুগন্ধ। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

নবীন ভারতী।

(১৮)

দেশের রাজা এক মুচীর স্ত্রীর প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহার কুটীরে নিত্যযাত করিতেন এবং মুচী গৃহে না থাকিলে রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া তথায় অবস্থিতিও করিতেন। একদিন রাত্রে রাজা মুচীর গৃহে, মুচী হঠাৎ বিদেশ হইতে উপস্থিত। রাজা ভয়ে আড়ষ্ট। মুচীর পত্নী বুদ্ধিমতী; যে মাচায় শয়ন করিত, তাহার নীচে রাজাকে ঝোড়া চাপা দিয়া স্বামীর অভ্যর্থনা করিল। সে গৃহকার্য্য করে আর মাঝে মাঝে" মাচার বসিয়া পা দোলাইয়া ঝোড়া চাপে ও "কুর্ত্তা থাক থাক বলে।" মুচী জিজ্ঞাসা করায় বলিল "একটা কুর্ত্তা পুড়িয়াছি," তাকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিতেছি।

মুচিনীর পদাঘাতে ও সম্বোধনে রাজার দুঃখ নাই, বরং তাহা মিষ্ট লাগিতেছে। তিনি সকল অপমান লাঞ্ছনা ধীরভাবে বহন করিতেছেন। সংসারাসক্ত মানুষের এই দুর্দশা; সে সংসার-লোভে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং সকল নীচতা ও অপমান লাঞ্ছনা অনায়াসে সহ্য করে। রাজসিংহাসন যাঁহার স্থান এবং যাঁহার পদতলে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা অবনত হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মানে, তিনি কিনা মুচিনীর পদদলিত ও কুক্কুর সম্বোধনে অভিহিত হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। ধিক্ সংসারাসক্তি! ধিক্ পাপাসক্তি!!

(১৯)

চড়ুই পাখী বড়ই চঞ্চল এবং পাখীমারার হাতে সহজে ধরা দেয় না। কিন্তু ওস্তাদের খেল— ওস্তাদ এক কড়ায় ধুনা চড়াইয়া তাহা গলাইতেছে। চড়ুই ধুনার ধোঁয়ায় পড়িয়া যায় এবং ধুনার আটায় তার পাখা জড়াইয়া গিয়া সে অচল অশক্ত হয়। তখন ওস্তাদ তাহাকে মারার। চড়ুই অকর্মণ্য, নড়িতে চড়িতে পারে না, কেবল চোখ দুটী স্থির করিয়া মিট মিট করিয়া চায়। সংসার নীড়ের চড়ুই পাখী মানুষ সহজে [illegible] না, কিন্তু ওস্তাদ ঈশ্বরের [illegible] এইরূপ শক্তিসামর্থ্যহীন হইয়া তাঁহার [illegible] পড়ে এবং মিট মিট করিয়া চাহিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করে—তিনি যা করেন।

(২০)

বিবাহের মহা ধুম পড়িয়াছে। চারিদিকে বাড়ী সাজান, বাদ্য ভাণ্ড, আলোকমালা এবং ভোজ্য ভোগ্য আয়োজনের ধুমধাম। কত লোক কত দেখিতেছে—শুনিতেছে—কত কাজ করিতেছে—কত ভোজন পান ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছে এ সকলি বিবাহের বহির্ব্যাপার, বাহিরের লোক ইহাতেই মত্ত ও সন্তুষ্ট। কিন্তু বর কন্যা যাহাদের বিবাহ, তাহাদের এ সকলের প্রতি লক্ষ্য নাই—কতক্ষণে তাহারা উভয়ে একত্র হইবে, একত্র প্রেমালাপ ও হৃদয় বিনিময় করিবে, তাহারই জন্য ব্যাকুল। আলোক নির্ব্বাণ হউক, কোলাহল থামিয়া যাউক, সব লোক যে যার স্থানে প্রস্থান করুক, তাহারা নিরালায় দুই হৃদয়ে একহৃদয় ও দুই প্রাণে একপ্রাণ হইতে চায়। বস্তুতঃ বিবাহের বাহিরের আড়ম্বর এইরূপ বাহিরের লোকদের জন্য, কিন্তু প্রেমিক যোগনে প্রাণেশ্বরের সহিত মিলিত হইতে চান। মহা মেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম। দর্শনের, শ্রবণের ও ভোগের অনেক বস্তু সেখানে আছে এবং অধিকাংশ লোক তাহাতেই ব্যস্ত হইয়া "গোলে হরিবোল" দিতেছে। কিন্তু প্রকৃত ভাবভক্ত ধর্ম্মার্থীর এক চিন্তা, এক লক্ষ্য, এক সাধনা—কিসে হৃদয়েশ্বরের দর্শন পাইবেন এবং হৃদয়সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া তাঁহার প্রেমে বিভোর হইবেন ও তাঁহাকে সম্ভোগ

করিবেন। তাঁর প্রার্থনা—

প্রাণের মন্দিরে প্রাণসি-হাসনে,
প্রাণের রতনে বসায়ে যতনে,
গোপনে আপনে সঁপি শ্রীচরণে,
প্রাণে প্রাণে এক হইব মিশে।

আমার প্রাণ তপ্ত, কঠিন ও মলিন, পরমাত্মা সুশীতল, সুকোমল ও সুনির্ম্মল। এই দুই বিপরীত বস্তুর মিলন কিরূপে সম্ভবে? কিন্তু ঈশ্বরের নামের এমন শক্তি যে তাহাতে কঠিন প্রাণ গলিয়া গিয়া অতি কোমল হয়, তাহার জঞ্জাল সকল বাহির হইয়া যায় এবং তাহা শীতল হইয়া পরমেশ্বরকে স্পর্শ করিয়া সুখী হয়। ভক্ত আপনার প্রাণ গলাইয়া ঈশ্বর-চরণে লয় হইয়া থাকিতে চান। তিনি কোমল, স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল প্রলেপ হইয়া ভগবৎ-চরণের সুখ উৎপাদন করিয়া সুখী হইবেন, ভক্তের এই চির অভিলাষ।

জাপানের প্রাচীন রাজা ও রাণী।

সাধু সম্রাট্ নিণ্টকুর আখ্যায়িকা অতি সুন্দর। তিনি ৩১৩ হইতে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮৬ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। সম্রাট্ বড়ই দয়ালু ছিলেন, প্রজাদিগের কষ্ট দেখিয়া ৩ বৎসরের জন্য সমুদায় রাজস্ব মাপ করেন। ইহাতে রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। রাজা নানিওয়া (বর্ত্তমান ওসাকা)নগরে বাস করিতেন। অর্থাভাবে তাঁহার রাজপ্রাসাদের এরূপ দুরবস্থা হইল যে, বৃষ্টি হইলে ছাদ দিয়া জল পড়ে। রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ের পরিচ্ছদেরও সেইরূপ হীনাবস্থা এবং রাজসভার জাঁকজমক কিছুই রহিল না। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রজাদের ধনসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক টাকা দিতে চাহিল, কিন্তু সম্রাট্ ধন্যবাদ-দিয়া তাহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। রাজ্ঞী স্ত্রীজনোচিত ত্যাগ-স্বীকার যতদূর সাধ্য করিয়া আর সহ্য করিতে পারেন না। এক বস্ত্র ক্রমাগত তিন বৎসর পরিতেছেন, তাহা মলিন ও শত-ছিন্ন হইয়াছে। তিনি এক দিন আহারের সময়ে সম্রাট্‌কে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন "আর যে সহ্য হয় না।" রাজা তাঁহাকে হাত ধরিয়া ছিন্ন বহুল ছাদের উপর লইয়া গিয়া বলিলেন "দেখ দেখ, চারিদিকে আমাদের সুখী প্রজাদিগের রন্ধনশালা হইতে কেমন সুন্দর ধূমোদ্গম হইতেছে।" তিনি আনন্দে কবিতা রচনা করিয়া গাইলেন "টাকাকী হানি নরো-টাইট মিতাকে কিমুরী টাইমু;

টামি নো কামাডো-ওয়া নিগি-ওয়ে
নিকেরী।"

এই জাপানী গীত অদ্যাপি জাপানের

প্রত্যেক পুরুষ, রমণী ও শিশু গান করে এবং সাধু সম্রাটকে ধন্যবাদ দেয় ইহার অর্থ :—

চারিদিকে উচ্চে যে দিক্ নেহারি, সে দিকে উঠিছে রাশি রাশি ধূম। সব মোর প্রজাগণ মাঝে রন্ধনের লাগিয়াছে ধূম।

ঘরে হাঁড়ী চড়িত না, এখন প্রজাদিগের রন্ধন কার্য্য চলিতেছে দেখিয়া জ্ঞানী রাজা তাহাদের অবস্থোন্নতি অনুমান করিলেন এবং কবিতাচ্ছন্দে আপনার মনের উল্লাস প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মিষ্ট গানে বেচারা রাজীর মনের সান্ত্বনা হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রজাদের উন্নতির অর্থ কি ?" রাজা বলিলেন "নিশ্চয়, যখন দেশ ধূমে পূর্ণ হয় এবং প্রজারা স্বাধীনভাবে ধন উপার্জ্জন করে।" রাণী আবার রাজগৃহের ছাদের ছিদ্র সকল দেখাইয়া বলিলেন "দেখ জলধারা পড়িয়া আমাদের শয্যা যে ক্রমাগত ভিজিয়া যায়; আজ এখানে—কাল ওখানে বিছানা ক্রমাগত নাড়ানাড়ি করিয়া কোথায় একটু শুষ্ক ভূমি খুঁজিতে হয়। এত কোনও জন্মে রাজপ্রাসাদ নয়—একখানা গোলাঘর, না আছে বালীকাম, না আছে চূণকাম, আছে সামান্য কয়েকটী খুঁটী ও আড়কাট। স্বামীর ইচ্ছা না হইলে ঘরের চালও ছাওয়া হয় না। রাজবাড়ী মেরামত করিতে হইলে প্রজাদিগকে খাটাইতে হয়। তিনি বলেন ইহা অন্যায় বলপূর্ব্বক খাটান, ইহাতে তাহাদের ক্ষেতের কাজ কামাই যাইবে।" রাজী আবার তাঁহার তিন বছরের জীর্ণ বস্ত্র সম্রাটের চোখের নিকট তুলিয়া ধরিলেন ও বলিলেন "সত্য সত্য ইহাকেই কি সমৃদ্ধি বল ?" সম্রাট্ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ঈশ্বর যখন কোনও মানবকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, সে কেবল প্রজাদের সুখের জন্য। এইজন্য প্রজাদের সুখই রাজার প্রথম লক্ষ্য ও চিন্তার বিষয়। একটী মাত্র প্রজা অনাহারে থাকিলে বা শীতে ক্লেশ পাইলে প্রাচীন কালের জ্ঞানী রাজারা তজ্জন্য আপনাদিগকে দায়ী মনে করিতেন। প্রজাদের দরিদ্রতাই আমাদের দরিদ্রতা। প্রজারা সমৃদ্ধিশালী হইতেছে এবং রাজা দরিদ্র আছে, ইহা কখনই হইতে পারে না।" সম্রাট্ পুনরায় কবিতায় আপনার বাক্যের উপসংহার করিলেন। সুকবি সার এডউইন আর্ণোল্ড রাজভোজ নাম দিয়া সেই কবিতার এই ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন—

"Thou and I
Have part in all the poor folk's health,
The people's weal makes the king's wealth."

রাণী, তুমি আর আমি
প্রজাদের কুশলের দুই অংশভাগী, প্রজার মঙ্গলে জেন রাজার মঙ্গল।

দূরদর্শী সম্রাট্ নিষ্টকুর্ণ সুখস্বপ্ন কেমন সফল হইয়াছে! ওসাকানগরী আজি আপানের ম্যাঞ্চেষ্টার বলিয়া খ্যাত। অসংখ্য কল কারখানার ধূমে সহর পরিপূর্ণ। আপানীরা তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রকৃত সমৃদ্ধিশালী!

উদ্বোধন।

(হে) ভারত সন্তান হিন্দু মুসলমান ;
সুষুপ্তি ত্যজিয়া কর গাত্রোত্থান।
হের কি দুর্দ্দিন তোমা সবাকার—
ছেদক করেছে ছিন্ন তরি মাঝ!
হেন মাতৃদ্রোহী মায়ের সন্তান
কে আছ তোমরা নিষ্ঠুরপরাণ?
এ হেন দুর্দ্দশা হেরি জননীর
ঘুমায়ে রহিবে হইয়া সুস্থির?

জাগরিত হও হিন্দু মুসলমান!
কোটি কোটি ভাই হও একপ্রাণ।
বাদ, বিসম্বাদ, হিংসা দ্বেষ ভুলি,
ভা'য়ে ভা'য়ে আজি কর কোলাকুলি।
মান অভিমান দিয়ে বিসর্জ্জন
লইয়াছ ব্রত—বিলাতী বর্জ্জন
প্রতিজ্ঞা করিয়া, দৃঢ় কবি মন,
রাখিতে স্বদেশে দেশীয়ের ধন।

(৩)

মাতৃসেবাব্রত করিতে পালন
কোটি ভাই বোনে কর প্রাণপণ।
ধ্বংস প্রাপ্ত শিল্প বাণিজ্যে আবার
সগৌরবে এবে করহ উদ্ধার।
পুরাকালে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত
আছিল মোদের সোণার ভারত।
বিদেশীর ভরে ভারত মাতার,
এবে কি দুর্দ্দশা হের একবার।

(৪)

এই তো দর্শন-বিজ্ঞান ভূষিত,
কথায় যে দেশ সবার পূজিত,
তোমরা তো সেই দেশে জন্ম লয়ে,
ঋষি মুনি বীর বংশোদ্ভব হয়ে,
দেশের সম্পত্তি বিদেশে বিলায়ে,
পর-মুখ চেয়ে, সদ্‌গুণ হারায়ে,
আছ নিমজ্জিত পর-প্রলোভনে!
কতই বিভ্রম তোমাদের মনে!

(৫)

হের চীনবাসী যত মহামতি,
নাশিতে আপন দেশের দুর্গতি,
স্বদেশের অর্থ স্বদেশে রাখিতে,
করিল প্রতিজ্ঞা অতি দৃঢ়চিতে—
বিদেশী গোধুম লব না কখন,
অনাহারে মরি তবু আজীবন,
করিব নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা পালন,
রাখিতে স্বদেশে দেশীয়ের ধন।

(৬)

তোমরাও যত ভারত-সন্তান,
সুষুপ্তি ত্যজিয়া করিয়া উত্থান,
বিদেশী বর্জ্জনে ওদেরি মতন,
কর নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন।
প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন করে যেই জন,
অনন্ত নরকে হয় সে মগন।
শাস্ত্রেতে এ কথা লেখা স্বর্ণাক্ষরে।
প্রতিজ্ঞা পালহ দেহপাত ক'রে।

শত বাধা বিঘ্ন শত বিপদেতে
প্রতিজ্ঞা রক্ষিতে যাব বুক পেতে।
বিদেশীর শত কোটি প্রলোভন
সম্মুখে আসিলে কোরো বিসর্জ্জন।
নবীন উৎসাহে কর্ত্তব্যপালনে
বদ্ধ-পরিকর হও সুজনে।
নাশিয়া দেশের দুর্গতি অপার,
কর এ ভারতে সুখের আগার।

(৮)

হীনা নারী মোরা করি প্রণিপাত,
ত্যজিব বিদেশী বসন ভূষণ।
গৃহসজ্জাসম্ভার বিদেশী ত্যজিয়া,
সাজাইব গৃহ দেশী সাজ দিয়া।
বিদেশী খেলনা নয়ন-রঞ্জন,
উপেক্ষিয়া সব করিতে বর্জ্জন,
দিব উপদেশ শিশুদের মত,
শিখাব তাদের দেশহিত ব্রত।

(৯)

আর্য্যনারী মত স্বদেশের তরে
যত পরিশ্রম সব সহ্য করে,
দিব গো কাটিয়া চরকায় সুত,
বুনিবারে বস্ত্র স্বদেশে প্রস্তুত।
দেশীর অভাব করিতে মোচন,
অসাধ্য ও বাচা করিব সাধন।
তা'হ'লে বিদেশী কলের সুতায়
বস্ত্র নির্ম্মাইতে হবে না হেথায়।

(১০)

আমাদের সেই পূর্ব্বমাতৃগণ—
দেশের গৌরব বর্দ্ধন কারণ,
পিতা পতি পুত্র যত ভ্রাতৃগণে,
বৈরদিল মনে জিনিবারে রণে—
নিজ মস্তকের কাটি কেশগুলি,
ধনুগুণ তরে দিতা করে তুলি;
স্বদেশের তরে অমল চিন্তায়
অম্লান বদনে সঁপিতেন কায়।

সেই নারী-বংশে মোরা জন্ম লয়ে,
বর্জ্জিতে বিদেশী যত দ্রব্যচয়ে
কেমনে পারিব স্বদেশের তরে,
শত প্রলোভন হেলায় পরিহরে?
ইষ্ট দেবতার করুণ ইঙ্গিতে,
মেতেছে ভারত নবীন শক্তিতে।
সেই দেবতার কৃপা কটাক্ষেতে,
সিদ্ধ হব মোরা সকল কার্য্যেতে।

ভারত মাতার সন্তান সন্ততি,
বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান হিন্দু মুসলমান;
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বী যত,
সব সম্প্রদায় এ প্রতিজ্ঞা ব্রত,
সার স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত করে,
'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র জপে ধরে।
বিদেশী বর্জ্জিতে এ হীনাঙ্গনা,
করিছে আজিকে মনে উত্তেজনা।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

অর্থ-নীতি।

(জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন)

(৪০৮ সংখ্যা ২৫০ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞানদা। মূলধন পরিশ্রমের দ্বারা সফল (productive) বা নিষ্ফল unproductive হইতে পারে। চাষ আবাদ ও অন্য উন্নতির কাজে যে ধন ব্যয় হয়, তাহা সফল আর বিলাস দ্রব্যের জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহা নিষ্ফল।

সরলা। বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে অর্থ মূলধনরূপে ব্যয় হয়, তাহা নিষ্ফল কেন? শাল, কমাল, মখমল বা স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কার প্রভৃতি যাহারা প্রস্তুত করে, ইহা দ্বারা তাহাদের ত জীবিকা নির্ব্বাহ হয়? তুমি অর্থ ব্যয় করিয়া চাষ করাইলে চাষারা খাইত; এ নয় শিল্পীরা খাইয়া বাঁচে।

জ্ঞা। স্থূল দৃষ্টিতে এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে ইহার ভ্রম বুঝা যায় সফল ও নিষ্ফল দুই প্রকার মূল ধন বলা গিয়াছে, ধন ব্যয়ের পরিণাম দেখিয়া তাহা স্থির হয়। বিলাস দ্রব্যে বিলাসীর সুখ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জাতীয় ধনের বৃদ্ধি হয় না।

স। বিলাস সামগ্রী লোকে কি সাধ করিয়া বা খেয়ালবশতঃ তৈয়ারি করে? তা ত নয়, লোকের দরকার বলিয়া তৈয়ার করে। আমি তুমি না লই আর দশ জন তাহা লইবে।

জ্ঞা। তা হলেই ত আর জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইল না। আর বিলাস দ্রব্যে ক্রেতাদের অপেক্ষা বিক্রেতা বা শ্রমজীবী শ্রেণীর ক্ষতি অধিক। কেননা মূল ধনের সকল ব্যয় হইলে তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবিকার সংস্থান হইত।

স। সে কিরূপ?

জ্ঞা। দেখ হাজার টাকা ব্যয়ে এক খান উৎকৃষ্ট শাল কি মখমলের বিছানা প্রস্তুত হইল। ইহার জন্য যাহারা খাটিল, তাহারা মূলধনে জীবিকার সাহায্য পাইল বটে; কিন্তু এই দ্রব্য গুলি ব্যবহৃত হইতে হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা হইতে ভবিষ্যৎ ধনাগমের আর সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হাজার টাকা ব্যয়ে যদি জমীর উন্নতি কর, পতিত শ্রমজীবীদের জীবিকানির্ব্বাহ হইল; শ্রমজীবীরা তাহাতে আবার খাটিয়া ভবিষ্যতে ফল শস্য উৎপন্ন করিবে। জমীত আর ব্যবহারে নষ্ট হইবে না, ইহার ফলোপযোগিতা ক্রমাগত বাড়িতে থাকিল, আবার ভবিষ্যতে আরও কত শ্রমজীবীর জীবিকার সংস্থান হইবে। এক হাজার টাকা মূলধনে এইরূপে লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইতে পারে। শিল্পবস্ত্রাদিতেও এইরূপ হয়, ৫০০ টাকা দিয়া সূতার বা বস্ত্রের কল

কিনিলাম, কত কাল তাহা দ্বারা সুতা বা বস্ত্র উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু বিলাস দ্রব্যের বিষয়ে সেরূপ বলা যায় না।

স। আচ্ছা বিলাস দ্রব্যের দরকার যদি অধিক হয়, তাতে শ্রমেরও ত সেইরূপ দরকার হইবে এবং বলার শ্রমজীবীদিগের জীবিকার উপায় হইবে।

জ্ঞা। মূল কথা ভাবিয়া দেখ, বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে টাকা গেল, সে দ্রব্য দ্বারা তার পুনরুদ্ধার হইবে না যা গেল, তা গেল। কিন্তু তুলিকর্ষণে যে টাকা গেল, তা গেল না, আবার আরো লাভের কারণ হইল এবং এই লাভ চিরকালই চলিবে। একটী ভস্মে ঘৃত ঢালা—নিষ্ফল, আর একটী সফল—মাটী হ'তে সোণা ফলান। দুয়ে এত তফাৎ।

স। কি কি কারণে মূলধনের আশানুরূপ উন্নতি হয় না?

জ্ঞা। তাহার অনেক কারণ আছে। যেমন বিলাস দ্রব্য নির্ম্মাণে মূলধনের বৃদ্ধি নাই; সেইরূপ শ্রমজীবীদিগের আলস্য, অনৈপুণ্য, যন্ত্রাদির হীনদশা এবং এক কার্য্যে যথেষ্ট ব্যয় করিয়া কার্য্যান্তরে ধন বিনিয়োগ—এই সকল কারণে মূলধনের উন্নতি না হইয়া অপচয় হয়।

স। লোকে লাভের জন্য এক কার্য্য ছাড়িয়া আর এক কার্য্য করিলে, তাহাতে ক্ষতি কি?

জ্ঞা। ইহাতে ধনী ও শ্রমজীবী উভয়েরই ক্ষতি। বোধ কর একজন একটা মাদের কারখানা করিতেছিল, তাহাতে গৃহনির্ম্মাণ, যন্ত্রপরিষ্কার ইত্যাদিতে কত ব্যয় হইয়াছে। সেই ব্যক্তি যদি তৎপরিবর্ত্তে লোহার কারখানা খোলে, তাহার পুরাতন ব্যয় বৃথা গেল, আবার নূতন গৃহ যন্ত্রাদির জন্য নূতন ব্যয়ের প্রয়োজন। শ্রমজীবীরা একপ্রকার কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, তাহাদের সে দক্ষতা বৃথা গেল, আবার নূতন কলের জন্য নূতন প্রকার দক্ষতা শিখিতে হইবে। এই জন্য বলে "কামারের বুদ্ধি কুমারে সাজে না।" কুমারকে কামার হইতে গেলে অনেক কাট খড় লাগে।

স। আচ্ছা, তুমি বিলাসিতার বিরোধী। কিন্তু দেখ, বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত না করিলে লোকের মূলধন এত মজুত থাকিবে যে, তাহা গোবর গাদার মত পচিয়া উঠিবে। ধন বসিয়া থাকা কি ভাল?

জ্ঞা। এরূপ বিবেচনা ভ্রান্তি। মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে দুইটী ঘটনা সম্ভব। প্রথমতঃ যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহাদের আবশ্যক জিনিষপত্র প্রস্তুত করিতে অতিরিক্ত মূল ধন খাটিতে হইবে। আর যদি লোকসংখ্যা না বাড়ে, তাহা হইলে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের আরও অনেক উপায় আছে। (১) বিলাস দ্রব্য প্রস্তুতকারিগণ তখন ত নিষ্কর্ম্মা হইবে, এই টাকায় সকল ব্যবসায় খুলিয়া তাহাদিগের খাটাইবার উপায় উদ্ভাবিত হইবে। (২) যতই কার্য্যক্ষেত্র হউক না কেন,

সকল সময়েই অনেক লোক কাজ না পাইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা তখন কাজ পাইবে। (৩) যদি শ্রমজীবীদিগের মজুরীর হার বৃদ্ধি করা যায়, তাহারা আর একটু সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। (৪) শ্রমজীবীদিগের খাটিবার সময় কমাইয়া তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্ম-চর্চ্চা প্রভৃতির অবসর করা যাইতে পারে।

স। তুমি যে শেষ দুটী কথা বলিয়াছ, বড়ই ভাল। এদেশের শ্রমজীবীরা সমস্ত দিন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া খাটিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে পরিবারদের দুবেলা অন্নের সংস্থান হয় না। আর ইহারা ত মানুষ, কত পশুর খাটাইবে? ইহাদের কি লেখা পড়া বা ধর্ম্মানুশীলন করিতে নাই?

জা। এখন মানুষেরা পেটের দায়ে এমনি বিব্রত যে খাটিয়া খাটিয়া সারা হয়, তবুও অন্নবস্ত্রের যোগাড় হয় না। জ্ঞানী মানবহিতৈষী মহাপুরুষেরা বলেন প্রকৃত সত্যযুগ তখনি হইবে, যখন মানুষ অমূল্য জীবনের অল্প সময় বাজে খাওয়া পরার উপায় লাভ করিবে এবং অবশিষ্ট সময় জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলনে যাপন করিয়া জীবনের সার্থকতা সাধন করিবে। দেশের ধনধন বৃদ্ধির ভয়ে ভীত হইও না; তাহা যত হইবে, ততই নানাদিকে মঙ্গল।

বারাণসীতে যুবরাজের অভ্যর্থনা।

সুপবিত্র বারাণসী ক্ষেত্রে এবার উৎসবের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। বিগত জাতীয় মহাসমিতির মহাপূজা উপলক্ষে নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের নরনারীগণ একত্র একতানে সমস্বরে স্বদেশের বন্দনা করিয়াছিলেন। সেই মঙ্গল-ধারা শিরে বহন করিয়া আজ এই বিশাল বারাণসী যুবরাজের অভ্যর্থনায় সকলকাম হইয়াছেন।

বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারি রবিবার শুভ প্রাতঃকালে রাজকুমার সস্ত্রীক বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া কাশীরাজের সুসজ্জিত ভবন "নন্দে-বাগে" উপনীত হইলেন। আজ মাসাবধি এই ভবন যুবরাজের আতিথ্য জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এই অবসরে প্রত্যেক রাজপথ ও সমুদয় প্রজাভবন যথাবিধি সুপরিচ্ছন্ন ও ধ্বজা পতাকা ও পুষ্প পত্রে পরিশোভিত হইয়াছিল। সকল দুঃখ কষ্ট পীড়া অপসারিত করিয়া প্রাণের সমগ্র উৎসাহ লইয়া ভাবী নরপতির দর্শনার্থে নগর সজ্জিত—স্থানে স্থানে তোরণদ্বার নানা প্রকারে গঠিত ও রঞ্জিত হইয়া কাশীধামের অপূর্ব্ব শ্রী বর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রফুল্লমুখী বারাণসী রাজদর্শনে উন্মত্তা। অবিরাম ধনী, দরিদ্র প্রজাবৃন্দ শতব্যক্ত—কি প্রকারে মহাভুজ সসাগরা ধরার অধিপতির একমাত্র পুত্রের

সম্বর্দ্ধনা ও সমাদর করিবে। দরিদ্র ভারতবাসীর আর কিছু নাই—ধন, মান বল, শক্তি সকলি নিঃশেষিত হইয়াছে; আছে কেবল হীন প্রাণ, আজ তাহা দিয়া রাজপূজায় যাও।

যুবরাজের আগমন দিবস রবিবার বলিয়া সে দিন কোনরূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল না। রাজদম্পতী ধর্ম্মচিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন, বৈকালে উভয়ে সেণ্টমেরির গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিলেন।

পরদিবস সোমবার ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ যুবরাজের নগর প্রদক্ষিণার্থ হস্তি-যাত্রা। বেলা ৯টা হইতে পথে জনতার সীমা নাই। আজ সমস্ত জনপদ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাজদর্শন-লালসায় উৎসুকনেত্রে গৃহে বাহিরে, রাজপথে, যে যেখানে একটু স্থান পাইয়াছে, সে সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। অবশেষে নন্দেশ্বর কুঠি হইতে বৈকাল পাঁচটায় যুবরাজ সস্ত্রীক ও সদল শকটারোহণে প্রথমে স্থানীয় টাউন হলে উত্তীর্ণ হইলেন। যান হইতে অবতরণ করিয়া মিউনিসিপালিটির সজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে গিয়া বসিলেন। সেখানে তাঁহার সম্মীপে ভাইস চেয়ারম্যান বাবু কালিদাস মিত্র অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তথাকার কার্য্যসমাধানান্তে যুবরাজ ও তদীয় পত্নী বিশেষরূপে সজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে সুবর্ণ হাওদায় অধিরোহণ করিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর ও মেজর মহারাজ এবং তাঁহাদের সপ্তাহ কর্ম্মচারিগণ সদলে সকলেই পৃথগ্‌ পৃথক্‌ হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া যাত্রা করিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ সুসজ্জিত মাতঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ যাত্রা চলিল। ইহাদের অগ্রে দুইটি করিবাহনে নাগরা ও রোসনচৌকি যুবরাজের শুভাগমন ঘোষণাপূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করিয়া অগ্রগামী হইল। তাহার পরে একদল পুলিশ কনষ্টেবল পদব্রজে বন্দুকধারী, তৎপরে বলটিয়ার (স্বেচ্ছা-সেবক) সৈন্য যুক্ত তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে সজ্জিত। অগ্র পশ্চাৎ সৈন্যদল, মধ্যে হস্তিযূথ, তাহার পর ফিটন্‌ লাণ্ডো ব্রুহেম পাল্কিগাড়ি টাংতম্‌ বাইসিকেল ইত্যাদি নানাবিধ যানে নানা পরিচ্ছদ ও বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, ও ইংরাজ পুরুষ মহিলাগণ রাজছত্রের সঙ্গে যেন চিত্রা-চন্দ্র-পরিবেষ্টিকা নক্ষত্রমালার ন্যায় যাত্রাপথী-পক্ষ শোভিত করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। কাশীর পাণ্ডাগণ শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে সহযাত্রী হইয়াছিলেন, স্থানে স্থানে আনন্দের সাহানা সুরে নৃত্যগীতধ্বনি উত্থিত করিয়া যুবরাজকে অভিনন্দন করা হইতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক গৃহের গবাক্ষ ও ছাদ হইতে নিম্নে ক্ষুদ্র পথ পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে "জয় যুবরাজ" বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক দণ্ডবৎ অভিবাদন করিতে লাগিল। সেই দেবমূর্ত্তিস্বরূপ যুগলমূর্ত্তি অতি সৌম্যভাবে প্রত্যেক প্রণাম অভিবাদন

অভ্যর্থনোদ্যম করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে যুবরাজের হস্তিযাত্রা টাউন হল হইতে নীচিবাগ, চক বাজার, মাইকেল লাইব্রেরী ও বাঁশফটকা হইয়া গাদীনগরীর একটি সুসজ্জিত তোরণ-দ্বারে গিয়া পৌঁছিল। তথায় প্রত্যেক কলেজ ও স্কুলের বালকেরা স্ব স্ব দল বলে ভিন্ন বর্ণের উষ্ণীষ ধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। যুবরাজের "সমাবোহ যাত্রার" সেই স্থানে শেষ। পরে তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট শকটারোহণে চেতগঞ্জ থানা দিয়া কুইন্স্ কলেজ হইয়া পুনরায় লক্ষেশ্বর কুঠিতে প্রত্যাগত হইলেন। পথে স্থানে স্থানে কলেক্টর সাহেবের আজ্ঞানুসারে মফস্বলিস উদ্যানে স্কুল এবং কলেজের ছাত্রদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সিটিরোডে মিউনিসিপাল মেম্বারদের বন্ধু-বান্ধবের জন্য, নীচিবাগের একদিকে আমলা প্রভৃতির জন্য, অপরদিকের ছিতল ছাদে ভারতবর্ষীয় স্ত্রী ও বালক বালিকাদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। মহল্লা "মাচরাজার" ও রাণী মালতী কুণ্ডরের মন্দিরেও ভদ্র মহিলাগণের বসিবার স্থান ছিল। চকে ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ এবং অন্যান্য টিকিট প্রাপ্তগণ, ইহা ছাড়া "দরবারী ষ্ট্যাণ্ড চকে," দরবারী ব্যক্তিগণের জন্য, আর গেজেলিয়াতেও কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের জন্য স্থান ছিল। ইহারা সকলেই স্থানীয় কলেক্টরের সিরেস্তা হইতে টিকিট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২০ শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সমগ্র বারাণসী নগরী আলোকমালায় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বারাণসীর মস্তক হইতে পদনখ পর্য্যন্ত যেন রত্নমালায় বিভূষিত। রাজঘাট হইতে অসিঘাট পর্য্যন্ত আরও রমণীয় শোভা। মধ্যে শান্তসলিলা জাহ্নবী সন্ধ্যার শ্যাম অঞ্চলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া ধীর লহরে বহিয়া যাইতেছে। সমুদয় কূলে কূলে দীপমালা সোনালি হার স্বরূপ প্রত্যেক ঘাটের সোপানাবলির উর্দ্ধ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আজ যুবরাজ-আগমনে যেন সুর-মন্দাকিনী মর্ত্তে নামিয়া সোমধ গলদেশে সাতনর মালা বেষ্টিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ঘাট লোহিত বর্ণের তোরণদ্বার, ধ্বজা পতাকা ও নীল পীত আলোক মালায় বিভূষিত ও সৌগন্ধি মালাদামে সুরভিত করিয়া সম্রীক যুবরাজকে অভ্যর্থনা করা হয়। সেই দিনের শোভা অনুপম। কূলে কূলে দীপমালা; গঙ্গাবক্ষে সজ্জিত তরণীদল নৃত্য গীতামোদ-মুখরিত হইয়া সদ্যো-বিকশিত কমল দলের উপর ভ্রমর গুঞ্জিত সুরে নাচিয়া বেড়াইতেছে। পর পারে নানাবর্ণের বাজি পুড়িতেছে; সুনীল আকাশমণ্ডল হইতে যেন চন্দ্র তারকাগণ মর্ত্তে নামিয়া আনন্দে লীলা করিয়া ছুটিতেছে। এই সুখ সৌন্দর্য্যের অবতারণায় সমস্ত নগরবাসী আজ জাহ্নবী-তীরে যুবরাজের ভূরধূলী বক্ষে অভি-

বিচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজপুত্র ও রাজবধূ মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের পর সাধারণ বেশে রাজবল লইয়া সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ কলেজ কম্পাউণ্ড উত্তমরূপে পত্রপুষ্পমালায় সুসজ্জিত ছিল, মধ্যস্থলে বিশাল চন্দ্রাতপতলে নব অতিথির আসনদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। কয়েকটি স্কুল বালক একবেশধারী হইয়া "Guard of Honour" রূপে সতাকা হস্তে রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে তৎস্থান প্লাবিত করিতেছিল। হিন্দু কলেজের সমগ্র ছাত্র ও শিক্ষক ব্যতীত তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদলও পরিপাটি বস্ত্রালঙ্কারে শোভমানা হইয়া কুসুমগুচ্ছ হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। উপরে দ্বিতলে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাগণ অবরোধ প্রথা রক্ষা করিয়া, উৎসুকনেত্রে রাজ দর্শনে নিরেখিতা ছিলেন। যথাসময়ে মোটর কারে রাজদম্পতী অভ্যর্থনাস্থানে পৌঁছিবামাত্র বালকবৃন্দের জয়ধ্বনি শ্রুত হইল। পূর্ব্বে কথা ছিল তাঁহারা মোটর হইতে নামিবেন না, কিন্তু তৎকালে কমিশনর শ্রীমতী বেশান্টকে আনিয়া যুবরাজের সম্মুখীন করিয়া পরিচয় করাইলেন, অমনি উভয়ে মোটরকার হইতে নামিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই নিমেষে-সর্ব্বজনের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়িল। এইভারতে এক দিন মহারাজা রামচন্দ্র, যাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রে অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বনে বনে বিচরণ করিয়া কত যোগী ঋষি ও মুনিগণের সহিত সমভাবে সমাসীন হইয়া শাস্ত্রালাপ করিয়াছেন; কত ইতর জাতীয় গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া নিজের সরল উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সেইভারতে আজি সসাগরা ধরার রাজকুমার পদার্পণ করিয়া দীন প্রজাদের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া সকলকে কৃতার্থ করিতেছেন!!

শ্রীমতী বেশান্ট অপূর্ব্ব সুষমাময়ী রাজবধূর সন্নিধানে জানুপবিষ্ট হইয়া অভিনন্দন পাঠ করিলেন। পরে তাঁহার মহামতি স্বামীকে বন্দনা করিলেন। পাদ্য অর্ঘ্যের স্থানে কামকেট উপঢৌকন প্রদত্ত হইলে পর বাবু ভগবান দাসের একটি বালিকা তনয়া শ্রীমতী সুশীলা একগাছি পুষ্পমালা রিজ্লেসের গলায় পরাইয়া দিলেন। তিনি মাথা নোয়াইয়া মালাগাছি গলায় তুলিয়া লইলেন। এই দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছিল, ফলশালী বৃক্ষ যেন আপনি নত হইয়া পড়িতেছে। অতঃপর আর কয়েকটী বঙ্গবালিকা রাজবধূর উপরে কুসুম বর্ষণ করিলে পর তাঁহারা সকলকে অতি সন্তোষ-সহকারে প্রত্যভিবাদন করিলেন। মহামান্য পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আনন্দে স্ফীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যুগলকরে যুবরাজের হস্তদ্বয় ধরিয়া প্রাণের ভক্তি ও প্রীতি জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে রাজদম্পতী তথাহইতে পুনরায় মোটর

কালে আরোহণ করিবামাত্র সমস্ত ছাত্রবৃন্দ সেই শকটখানি ঘিরিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে গেট পর্য্যন্ত বিদায় করিয়া আসিল। সেই তুমুল আনন্দ মধ্যে প্রহরী বা রক্ষক কেহই বাধা দিল না —রাজদম্পতীও উন্মুক্ত-নেত্রে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। পরে রামনগর ঘাটে আসিয়া সজ্জিত তরীখানিতে আরোহণ করিয়া সান্ধ্য সমীর সেবন ও পূতসলিলা গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে মহারাজ কাশীনরেশের রামনগরস্থ দুর্গে উপনীত হইয়া চা পান ও জলযোগাদির পর সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিশীথিনী আসিয়া কৃষ্ণাঞ্চলে মেদিনীর বদন আবৃত করিলে পর, ঊর্দ্ধে চন্দ্র তারকা, নিম্নে দীপাবলী যুবরাজের জলপথে সহচরী হইয়া পথ প্রদর্শন করিতেছিল। অগ্রস্থ তরী হুসোজ্জিত হইয়া গীতবাদ্য নৃত্য দ্বারা রাজতরণীর সমভিব্যাহারী যাত্রীর সম্বর্দ্ধনা করিতেছিল। মহারাজা নিজস্ব নগরাধ্যক্ষের আদেশানুসারে তাঁহার মানাস্পদ এজেন্ট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম এ এল এল বি মহাশয়ের বন্দে ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপ, সঙ্গীত সমিতির কনসার্টপার্টি ও ইংরাজি ব্যাণ্ড নৌকায় সজ্জিত হইয়াছিল এবং অন্যান্য ইংরাজভূস্বামিগণকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজপুত্রের অভ্যর্থনা সমিতির শোভা বৃদ্ধি করা হয়। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ মহিলাগণ ভক্তি-আমোদ ভরে ভোজে পরমাপ্যায়িত হইয়া বিশ্বাস মহাশয়ের সুবন্দোবস্তের জন্য সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় সকল আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা কলিকাতার ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপের চিত্রগুলি যুবরাজ ও তদীয় পত্নীর অধিক মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তাঁহারা নিজের নৌকা পাঠাইয়া ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বায়স্কোপ কোম্পানীকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ করিলেন। এই আনন্দ-লহরীর অবসান দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া সম্পূর্ণ হইল। তথায় রাজদম্পতী অবতীর্ণ হইয়া শকটারোহণে নিজ বাসভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

পরদিবস তাঁহারা রাজসমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ প্রজার ন্যায় মোটরকারে দুর্গামন্দির দর্শন করিয়াছেন। তথায় পাণ্ডাকে পঞ্চ মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া রাজবন্ধু বানরগণকে স্বহস্তে চনক খাওয়াইয়া আমোদ উপভোগ করিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিবরাত্রি উপলক্ষে ভয়ানক জনতা হওয়ায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না। পরে ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১০টায় বারাণসী হইতে প্রস্থান করিলেন। জগদীশ্বর আমাদের ভাবী মহীপতির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন, তাঁহার ভারতীয় ভক্ত প্রজাবৃন্দের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতির ছায়া যেন তাঁহার মহান্ উদার হৃদয়ে চিরস্থায়ী রহে। তিনি এখান হইতে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একদিন নাকি কোন স্থলে

অনেক ইংরাজ নর নারী তাঁহার সম্মানার্থে কমিশনারের আজ্ঞায় আহূত হন, কিন্তু যুবরাজ তাহাতে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া কহিয়াছিলেন "আমি ইংরাজ সর্ব্বদা দেখিতে পাই, এখানে কি দেশী লোক এমন নাই যাঁহাদিগকে উঁহাদের স্থানে আনা যাইতে পারে!"

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বাঙ্গালা প্রবচন।*

অ।

১। অখিল যুকে জাল পেতেছে পলাইবে কোথা?

২। অগ্নিদাহে ন যে দুঃখং ন দুঃখং লৌহতাড়নে। পরমেকমহাদুঃখং কুবটৈঃ সহ ভুগনে।

৩। অজাতের জাত।

৪। অতি কিছুই ভাল নয়।

৫। অতি আশায় নিরাশা।

৬। অতি ক্ষুধার্ত্তের ভাত নাই।

৭। অতি ভোজন রোগের মূল।

৮। অতিপিবালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈবচ। অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।

৯। অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে?

১০। অধর্ম্মের ক্ষয়, ধর্ম্মের জয়।

১১। অধীনের অশেষ ক্লেশ।

১২। অনধিকার চর্চ্চা করিও না।

১৩। অনুরাগ বিনা গৌর আসবে কেন?

১৪। অবল খেয়ে দাঁত ভাঙলো সিঁদুর দিব কিসে? কলার কাঁটা পায় ফুটলো, গলা ধরলো বিষে।

১৫। অলঙ্কার নারীর শোভা, গড়ের শোভা ঢেঁকি। হাতীর শোভা মাহুত, সতীর শোভা পতি। সিঁথীর শোভা সিঁদুর, হাতের শোভা শাঁখা।

১৬। অলক্ষ্মী দূর হও, মা লক্ষ্মী ঘরে এস।

১৭। অলাজের লাজ।

১৮। অবতু বঃ শিরিষ্যতি, মারে বল পড় পুত, পড়লে শুনলে বুদ্ধি ভাতি, না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি।

১৯। অযোধ পথে বসে, লাথি খায় আপন দোষে।

২০। অলি এসে মধু খায়, ভেকে নাহি জানে।

২১। অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল, অর্দ্ধেক লাথি, অর্দ্ধেক চড়।

২২। অসময়ে খোঁজ নাই, সময়ে বিশ বার।

২৩। অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়া, সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া।

২৪। অহল্যা পাষাণী, সেও উদ্ধার হইল।

২৫। অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

* অকারাদি অতিরিক্ত কয়েকটী প্রবচন।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধুক্তি।

মুসলমান ধর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নীচ ভাব, অনেকের এই সংস্কার। কিন্তু এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মহম্মদ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর।

মহম্মদের উক্তি।

১। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অর্দ্ধাঙ্গ।

২। স্ত্রীলোকের বিবাহ পক্ষে ৪টী গুণ বিবেচিত হয়:—(১) ধন, (২) সৎকুলে জন্ম, (৩ রূপ, (৪) ধর্ম্মপরায়ণতা। যে নারী ধার্ম্মিকা, তাহার অন্বেষণ কর। অন্য লাভের বিবেচনায় যদি পাণিগ্রহণ কর, তোমার হস্ত কর্দ্দমাক্ত হইবে।

৩। পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ বস্তু সকল মূল্যবান্, কিন্তু সমুদায় জগতের মধ্যে ধার্ম্মিকা রমণীই সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য।

৪। কুরেশ বংশের ধার্ম্মিকা রমণীরা আরবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণী। তাহারা অতিশয় সন্তান-বৎসলা এবং স্বামীর ধন রক্ষা বিষয়ে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা যত্নশীলা।

৫। যে স্ত্রী প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ৫ বার নমাজ করেন, রোজার মাসে উপবাস করেন, সাধ্বী এবং স্বামীর অবাধ্য নন, তিনি ইচ্ছামতে যে কোন দ্বার দিয়া স্বর্গলোকে প্রবেশের অধিকারিণী।

৬। আমার পরিবারের কাণে কাণে অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া স্বামীর বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করে যে স্বামীরা স্ত্রীদিগকে প্রহার করে। তাহারা সদাচারী নয়।

৭। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোককে বিপথগামিনী হইতে শিক্ষা দেয়, সে প্রকৃত শিক্ষাদাতা নয়।

৮। ঈশ্বর স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করিতেছেন, কারণ তাহারা তোমাদের মাতা, কন্যা, খুড়ী ও জেঠী।

৯। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করিও না। দেখিও তাহাদের স্বত্বাধিকার যেন তাহারা ভোগ করিতে পারে।

১০। তোমাদের কুলাঙ্গনাদিগকে মসজিদে আসিতে বারণ করিও না। তবে তাহাদের গৃহ তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত।

১১। স্ত্রীদিগকে সদয়ভাবে উপদেশ দিও।

১২। মুসলমান তাহার পত্নীকে ঘৃণা করিবেক না যদি তাহার একটী দোষ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তাহার একটী গুণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হউক।

১৩। মৌল-বিন-হাইয়া নামক মহম্মদের কোনও শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন:—"হে ঈশ্বর-প্রেরিত! আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কর্ত্তব্য কি?" তিনি বলিলেন "তুমি যখন খাও, স্ত্রীকে খাওয়াইবে, তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত

করিয়া বা অন্যরূপ অত্যাচারে তাহাকে নীচ করিও না এবং অসন্তুষ্ট হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ হইও না।"

৭৪। স্ত্রীকে সদুপদেশ দেও, তাহার মধ্যে যদি সুবুদ্ধি থাকে, সে তাহা গ্রহণ করিবে এবং বৃথা প্রলাপ পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীকে ক্রীত দাসের ন্যায় প্রহার করিও না।

১৫। যাহার স্বভাব সুন্দর, সেই উৎকৃষ্ট এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি উৎকৃষ্ট ব্যবহার করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা সচ্চরিত্র।

১৬ নিধনা ও দরিদ্রদিগকে যে দান করে, সে ঈশ্বরের চক্ষে দাতা; সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা ও সর্ব্বদা উপবাসের যে ফল, সে তাহা লাভ করে।

১৭। কন্যা ও ভগিনীরা যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্তা না হয়, তদবধি তাহাদিগের প্রতি যে সদয় ও স্নেহশীল এবং তাহাদিগকে সদাচার শিক্ষা দেয়, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গ বিধান করেন।

১৮। ধার্ম্মিকা স্ত্রী মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি।

স্ত্রীশিক্ষা ও গবর্ণমেণ্ট।

বড়ই সুখের বিষয় কিছু দিন হইতে এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আবার গবর্ণমেণ্টের শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহার শুভ ফলও প্রত্যক্ষ হইতেছে। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের ১৯০৪—৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায়, বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয় এবং ছাত্রী উভয়েরই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয় ৪৬৮১র স্থলে ৪৯১০ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫ বাড়িয়াছে এবং ছাত্রীসংখ্যা ৯৬,৪৩৩ স্থলে ১,০২,০৪০ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬ বাড়িয়াছে। উড়িষ্যা এবং পাটনা বিভাগেই বৃদ্ধি অধিক; ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় কি কারণে জানি না, বিদ্যালয়ের ও ছাত্রীর সংখ্যা কমিয়াছে। মিশ্র বিদ্যালয়ে অর্থাৎ যেখানে বালক বালিকা একত্র পাঠ করে, সেখানেও ছাত্রীসংখ্যা ৫৪,৯৫১ স্থলে ৫৭,৪৬৭ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪½ বৃদ্ধি হইয়াছে; সেকেণ্ডারি এবং হাইস্কুলে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ১,৪৮,৮৭৪ হইতে ১,৫৬,৪৯৬ অর্থাৎ শতকরা ৫ বাড়িয়াছে।

যতগুলি বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টী মাত্র। একটী ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ। গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, ৩৮৫৫ হইতে ৪২১৭ হইয়াছে; কিন্তু সাহায্যহীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, ৮১২ হইতে ৬৮৯ হইয়াছে।

একটী বিষয়ে মুলক্ষণ দেখা যায়—উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ক্রমশঃ অধিক অনুভূত হইতেছে। গত বৎসরে কলিকাতায় ১০টী অপার প্রাইমারি স্কুল মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে, এজন্য মধ্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা পূর্ব্ব বর্ষে ২৭৪ ছিল, কিন্তু গতবর্ষে ১৩৭২ হইয়াছে। উচ্চতর শিক্ষায় সহস্রাধিক ছাত্রীবৃদ্ধি কম আনন্দকর নহে।

গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি নিম্নশ্রেণী বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার স্বহস্তে লইয়াছেন এবং এই সকল বিদ্যালয় মডেল প্রাইমারি স্কুল নামে আখ্যাত। ইহার সংখ্যাও ৪৯ হইতে ৮৬ হইয়াছে। পল্লীগ্রামে বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহা সুনিয়মে পরিচালিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহার সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

বালিকা-বিদ্যালয় সকলের জন্য শিক্ষয়িত্রীর অভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। এই অভাব পূরণার্থ গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী খুলিয়াছেন। ইহা দ্বারা শিক্ষয়িত্রী সকল প্রস্তুত হইয়া শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেছেন। তথাপি অনেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষয়িত্রী পাইয়া পাইতেছেন না। ইহার জন্য আরও সুবিধা করা নিতান্ত আবশ্যক।

স্ত্রীশিক্ষায় ব্যয় পূর্ব্ববর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৪,১৭, ১৩১, ছিল, গতবর্ষে ৪,৪০,৬০৪ টাকা হইয়াছে। প্রদেশীয় রাজস্ব হইতে ১,০৪ ৩৪৮ স্থলে ১,১৬,৮০৯ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ৮০,১৫০ স্থলে ৮৯ ৬৫৬ টাকা দিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী হইতে ১২,০১৯, স্থলে ১৩,০১৮ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে ছাত্রীদের বেতন এবং আয়ের অন্যান্য উপায়েও ২১৯,৩১৩ স্থলে ২২১,৩২১ টাকা আদায় হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে আরও অনেক অধিক ব্যয় স্বীকার করা আবশ্যক।

গতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২৭টী বালিকা উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ৮টী মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ২৫টীর মধ্যে ১৪টী এবং তৎপূর্ব্ব বর্ষে ২১টীর মধ্যে ১০টী উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ মান পরীক্ষায় ৬৩, ৮র্থ এবং ২য় মান পরীক্ষায় যথাক্রমে ২৯৯ এবং ১৪০১ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১৯০৪ সালের আগষ্ট মাসে জুনিয়ার ও সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী পরীক্ষা হয়, তাহাতে ১৯টী জুনিয়ার এবং ৮টী সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ব বর্ষে ইহার ফল উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল, ২২টী জুনিয়ার এবং ১১টী সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

উক্ত স্ত্রীবিদ্যালয়-সংখ্যা ৯টী এবং তাহাতে ৮০ জন শিক্ষক, তন্মধ্যে ১২ জন গ্রাজুয়েট বা উপাধিধারী, ২৮ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ৮ জন মাত্র (trained) শিক্ষিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী। মধ্য শ্রেণী বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টী ও শিক্ষক ১৪২ জন, তন্মধ্যে ২ জন মাত্র উপাধিধারী, ১৩ জন

নিম্নতর পরীক্ষোত্তীর্ণ, ১৪ জন শিক্ষিত শিক্ষক। অপর প্রাইমারি বিদ্যালয়ে ৪৬৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ১জন উপাধিধারী, ৮জন নিম্ন পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ৪৩ জন শিক্ষিত শিক্ষক। নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকসংখ্যা ৩৮৫৩, তন্মধ্যে একজন বি, এ, ১জন এফ, এ, ১৯জন প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ১৮৮ জন শিক্ষিত শিক্ষক।

নিম্নশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়েও বি এ উপাধিধারী শিক্ষক, ইহাতে আনন্দও হয়, দুঃখও হয়। উপাধিধারীরা ছোট ছোট বালিকাদিগকে সামান্য সামান্য শিক্ষালানে অনুরাগী, তাহা আনন্দের কথা। কিন্তু তাঁহারা উপযুক্ত বেতন পান, বোধ হয় না; সুতরাং কতদিন থাকিবেন নিশ্চয় নাই। হিন্দু বিধবা রমণীগণ অধিক শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষয়িত্রীব্রত গ্রহণে প্রস্তুত হউন, তাহাতে তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের জীবন সার্থক হইবে এবং তাঁহাদের দ্বারা স্ত্রীজাতির অশেষ উপকার সংসাধিত হইবে।

সামাজিক চিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবু একজন পসারওয়ালা উকীল, তাঁহার বিস্তর কাজ; কাজেই অন্তঃপুরের সঙ্গে সম্পর্ক বড় কম। কিন্তু আজ গৃহিণী তলব করিয়াছেন, তাই অসময়ে অন্তঃপুরে হাজির হইতে হইয়াছে। গৃহিণী এ কথা সে কথার পর কহিলেন,—

"ঐ লক্ষ্মীছাড়া মুখপোড়া ঘটকটা কেন ঘন ঘন আসে, বল দেখি?"

চন্দ্র বাবু। ঘটক বেচারার উপর তোমারই বা এত রাগ কেন বল দেখি?

গৃহিণী। ঐ পোড়ারমুখোর উপর আবার [illegible] না? ও বামন, ওর ইনানো [illegible] কত মেয়ের বাপকে যে ফুসলিয়ে [illegible] চালিয়ে দিয়েছে, কত বাজার [illegible] বয়ের গলায় মুক্তাহার পরিয়ে দিয়েছে, তার কি খবর রাখ?

চন্দ্র বাবু। তা হ'তে পারে। কিন্তু সে জন্য তোমার ভয় নেই। আমি কত হাকিম ঠকারে মক্কেলের বাপের টাকা নিজের লোহার সিন্দুকে পুরেচি, আর আমার চোখে ধুলা দিবে ঐ মূর্খ ঘটকটা!

গৃহিণী। ওগো, ও ঠাকুরটির সঙ্গে বড় বেশী বড়াই করো না; কোন্ দিন যে ওর প্যাচালো বুদ্ধি তোমার ধারালো বুদ্ধিকেও ছাড়ায়ে উঠ্‌বে, তা বুঝ্‌তেও পারবে না।

চন্দ্র বাবু। কিন্তু ঘটকের পরামর্শ না হলেও যে আর চল্‌চে না। মেয়ের বয়স নিয়ে, লোকেরা কি বলাবলি করে, তাত শোন। এক যদি আত্মীয় স্বজনের মাথা কাটায়ে, সমাজের ভয় ত্যাগ করে,

ব্রাহ্মসমাজে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতাম, তা হলে কোন কথাই ছিল

যখন অতটা জোর নেই, সাহসে যখন কুলাবে না,—যখন হিন্দু সমাজেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তখন ঘটক ছাড়া আর উপায় কি ?

গৃহিণী। হিন্দুসমাজে যারা উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে, তারা কেউই ঘটকের দুয়ারে বড় যায় না। কেন, তুমি কি তোমার মনের মত একটি জানা-শুনা ছেলেকে ঠিক্ করতে পার না ?

চন্দ্র বাবু। অসম্ভব। এ অঞ্চলের লোকেরা জানে, আমার বাড়ী অনেক মুরগী জবাই হয়েছে, কিন্তু কস্মিন্ কালে কোনও ঠাকুর দেবতার পূজা হয় নি। মেয়েকে ব্রাহ্মিকা ড্রেস পরিয়ে অনেক ব্রহ্মোৎসবে পাঠিয়েছি, কিন্তু বল ত, কবে কোন্ হিন্দুর বাড়ী সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছে ?

গৃহিণী। কি করে যাবে ? অমন সেয়ানা মেয়ে দেখে সকলেই যে কুৎসা করে।

চন্দ্র বাবু। সেই জন্যই ত বল্‌চি, এ অঞ্চলের কোনও হিন্দুর ছেলেই আমাদের মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হবে না। কাজেই বিদেশে ঘটক পাঠায়ে ছেলের খোঁজ করতে হচ্ছে।

গৃহিণী। মাগো! তাই নাকি ? আমার মেয়ের বিয়ে না হয় না হো'ক, সেও ভাল ; তবু আমি অজানা অ-চেনা লোকের হাতে মেয়ে সঁপে দিতে পারব না।

চন্দ্র বাবু। তা হলে সেই তারক উকীলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেও। তুমিই ত তাকে দেখে বলেছ অমন সুশ্রী মানুষ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কি দেখ্‌তেই সুশ্রী ? সে একজন ছুনিয়র উকীল, তবু মাসে তার হাজার টাকা আয় ! দেখেছ ত অল্প দিনে কেমন সুন্দর বাড়ী খানা বানিয়ে ফেলেছে !

গৃহিণী। হাঁ, তাকে দেখ্‌লে আমাই করতেই সাধ যায় ; লেখা পড়াও খুব জানে ; কিন্তু জান্‌লে হবে কি ? লোকটি অর্থপিশাচ, ধর্ম্ম কর্ম্মের ত ধারই ধারে না ; তাতে আবার দোজবরে ! মেয়ের কি মনে ধরবে ? সে ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই পাগল !

চন্দ্র বাবু। ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করে পাগল হো'ক না, তাতে আর কে বাধা দিবে ? সে কি মনে করে ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে হলেই বড় একটা ধার্ম্মিক ছেলে জুটে যাবে ? সকলে ত আর তার মামার মত নয়। তোমার মেয়ে দেখতে শুনতে, গাইতে বাজাতে—সর্ব্বগুণে যেরূপ গুণবতী, তাতে নিশ্চয়ই সে স্বামীকে তার মতে আন্‌তে পারবে। আমরা সমাজের ভয়ে একজন হিন্দু ছেলের সঙ্গেই তার বিয়ে দিলাম ; কিন্তু বিয়ের পর যদি তাকে নিজের মতে নিতে পারে, তাতে আর লোকসান কি ?

গৃহিণী। কি জানি ! আমি আজ কাল বুঝতে পারি না। মেয়েকে সব কথা খুলে বলি, যদি তার মত হয় ত বিয়ে হবে।

চন্দ্র বাবু। কি আশ্চর্য্য! তুমি এখনি মেয়েকে সব ভেঙ্গে বল্‌তে চাচ্ছ? তোমার ভায়ের যে সে চেলা। বিয়ের কথা শুন্‌লেই তোমার ভাইকে গিয়ে বল্‌বে; আর তোমার ভাই কাণে কাণে এমন মন্ত্র দিবে,—আমরা খুন হয়ে মলেও আমাদের কথা শুন্‌তে চাইবে না। তোমার ভাই-ই ত ওর মাথায় কত সব বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছে; ও নাকি ঘরে পড়েই এফ-এ বি এ, পাশ করবে; তার পর হয় প্রচারিকা হবে, নয় ত তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেশ উদ্ধার করে বেড়াবে।

গৃহিণী। তুমি যে কি রকম কথা বল, আমার একটুকু ভাল লাগে না। আমার ভাই-ই ত ছেলেবেলা থেকে ওকে লেখা পড়া শিখায়ে, কত ধর্ম্মের কথা শুনায়ে মানুষ করে তুলেছে। আজ সে অমন দেবীর মত মেয়ে নিয়ে গর্ব্ব কচ্ছ, সে ত শুধু আমার ভাইয়ের জন্যে।

চন্দ্র বাবু। তোমার ভাইকে ত আমি মন্দ বল্‌চি না। আমার এই ওকালতী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে যদি তোমার ভাইয়ের মত পরোপকারী ও ঈশ্বরভক্ত হতে পারতাম, তা হলে ত জীবন ধন্য হত। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, একটি মাত্র মেয়েকে এখন ছাড়তে পারব না, তখন ত তাকে আমাদের মতেই চলতে হবে?

গৃহিণী। কি করে চালাবে?

চন্দ্র বাবু। তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে। তা হলে কোন কথাটা ভেঙ্গে বলচি। তারক উকীল, হেমকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে; এখন আমি তাকে কথা দিলেই সব ঠিক্ হয়। তোমার যখন এ বিয়েতে তত আপত্তি নেই, তখন আজ রাত্রেই তারক উকীলের বাড়ী গিয়ে সব ঠিক্ করব। তার পর তোমার ভাই এবাড়ী হ'তে চলে গেলেই হেমকে সব কথা বুঝায়ে বলব। দেখবে সে কিছুতে আমার অবাধ্য হবে না।

গৃহিণী। বল কি? হেমকে না জানায়ে আগেই বিয়ে ঠিক্ করে ফেল্‌বে? তা আমিও বল্‌চি, মেয়ে যাতে অসুখী হয়, তা করতে পারবে না; মেয়ের অমত হলে বিয়ে ভাঙতেই হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবুর মেয়ের নাম হেমলতা। হেমলতাদের দুই ঝি ছিল। এক দিন অপনা দ্বিতীয়াকে কহিল;—

"হাঁলো, তুই যে একলা বসে বড় হাস্‌চিস্, মাথা খারাপ হ'ল নাকি?"

দ্বিতীয়া। মরণ আর কি! বসে বসে ত কোন কাজ নেই; এলে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে! বলি আমার মাথা খারাপ হবে কেন? আমি কি কারো মাথা খেয়েচি না কি?

অপনা। ঠাট্টা করে একটা কথা বল্লুম, তার জন্যে অত রাগ কেন লা? কি ভেবে অত হাসি পাচ্ছিল, বল্‌না?

দ্বিতীয়া। না বল্‌ব না; গিন্নি নিজেই যখন সে কথা গোপন রাখতে চাচ্ছেন, তখন আমি কেন লোকের কাছে বলে বেড়াব?

প্রথমা। মাগা খাস, কি খবর, আমাকে বল্।

দ্বিতীয়া। আগে বল্ তুই কারো কাছে বল্‌বি না।

প্রথমা। তোর দিব্বি, আমি কারো কাছে বলব না।

দ্বিতীয়া। আমাদের হেম দিদির যে বিয়ে!

প্রথমা। মাগো মা, এমন কথাও তুই বল্‌তে চাচ্ছিলি নে? এই সুখবর কি গোপন রাখতে হয়?

দ্বিতীয়া। কি জানি বাপু? আমরা মা হলে ত অমন ধেড়ে মেয়ের বিয়ের খবর শুনে, পাড়ে মল পরে ঝুমুর ঝুমুর করে নেচে বেড়াতুম; আর পাড়ার মেয়েদের ডেকে, বিয়ের আগেই ঘটা করে একটা ভোজ দিতুম। এ বাড়ীর সকলি উল্টা! মেয়ের মা নিজেই খবরটা চাপা দিতে চাচ্ছে!

প্রথমা। তা কথাটা আর কারোকে না বল্লেও হেম দিদিকে বল্‌তে হবে; হেম দিদির কাছে কিছু বকশিস আদায় করব, তবে ত ছাড়্‌ব!

দ্বিতীয়া। ওলো সর্ব্বনাশি, তুই দেখছি আমাকে মজাবি!

প্রথমা। কেন মা? মজানোর কথা আবার কি হ'ল?

দ্বিতীয়া। বাড়ীতে ঐ মামা বাবুটি আছেন, উনি কি না সাধু মানুষ; ভগবানের নাম করেন, আর গরীব দুঃখীর উপকার করে বেড়ান। হেম দিদি ওঁর কথাই শোনেন। কল্‌কাতায় তাঁরি ব্রহ্মসমাজ আছে না?' উনি সেখানে হেম দিদিকে নিয়ে যেতে চান। সেখানে যে সব মেয়ে বিধবা, তাদেরই বিয়ে হয়। কুমারী মেয়েরা লেখা পড়া শেখে, ভগবানের নাম করে, আর দুঃখী লোকদের উপকার করে বেড়ায়। হেম দিদির বিয়ে হলে ত আর ব্রহ্মসমাজে যাওয়া হবে না, তাই হেম দিদি বিয়ে করতে চান না। কাজেই কর্ত্তা গোপনে বিয়ে ঠিক করেছেন,—মেয়েকে জানান নাই। জান্‌লেই মামা বাবুটি দিদির কাণে মন্ত্রোর দিয়ে একটা অনর্থ ঘটাবেন।

প্রথমা। মাগো মা, এত কথা ত আমি জান্‌তুম না; আমি ভাবতুম এমন রূপসী মেয়েরও কেন বর জুটে না!

দ্বিতীয়া। শুধু কি রূপ? এমন গুণই বা কয়টা মেয়ের আছে? দেখতে যেমন সাক্ষাৎ ভগবতী, মানুষকে দিতে-থুতেও যেন ঠিক অন্নপূর্ণা।

প্রথমা। যোন, সবই ভাল, খালি বিয়ে করে নাই বলেই যা কিছু নিন্দে; কত লোকে কত কি বলে!

দ্বিতীয়া। লোকের মুখে আগুন! তুইও যেমন পোড়া লোকের কথা শুন্‌তে যা'স্। একদিন আমার কাছে কেউ কিছু বলে ত মজাটা দেখতে পায়; তাদের পেটের নাড়ী নক্ষত্তোর বের করে দি। আমি জানা কি, লোকের বাড়ী কাজ করে করে বুড়া হয়ে গেলুম, কার ঘরের কোন্ কথা আমার কাছে

ছাপা আছে? আমাদের হেম দিদির মত মেয়ে যদি, তারা পেত, তা হলে তাদের কুল উদ্ধার হয়ে যেত!

প্রথমা। তা কি আর বলতে? বড় লোকের মেয়ে, এত লেখা-পড়া শিখেছে, তা বলে কখনো অহঙ্কার দেখেছ? বোন নিজের হাতে বাপকে রেঁধে খাওয়ায়। আমাদের উপর যে কি দয়া, তার ত কথাই নেই। জানিস্ ত সেবার সেই বোন-ঝিকে দেখতে গিয়ে ছমাস কাজে কামাই করতে হ'ল। বাবুর মুখপোড়া মুহুরী বেটা আমাকে ধমকালো আর মাইনে কাটলো। দিদির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়তেই নিজের বাক্স থেকে মাইনের টাকা দিলেন; তা ছাড়া বোন-ঝির সাধের সময় পাঁচটাকা দিয়ে এক খানা কাপড় কিনে দিলেন!

দ্বিতীয়া। তুই যদি আমার সেবারকার কথা শুনিস! বাগোতে ছমাস বিছানায় পড়ে। অন্য মুনিব হলে অতদিন কি সবুর করত? নিশ্চয়ই একটা নূতন ঝি আসত। এখানে নূতন ঝি আসা ত দূরের কথা। একদিন হেম দিদি গাড়ী করে নিজেই গিয়ে আমার বাড়ী উপস্থিত। তখনই ডাক্তার ডাকালেন, নিজের হাতে পথ্য তয়ের করে আমাকে খাওয়ালেন; সমস্ত শরীরে ব্যথা বলে গা হাত টিপে দিলেন! যত দিন অসুখ ছিল, নিজে এসে আমার শুশ্রূষা করতেন। তাতেই ত আমি বেঁচে উঠলুম; নইলে যমের বাড়ীই যেতে হত। শুনেছি আমার জন্যে তাঁকে সাত গোণ্ডা টাকা দিতে হয়েছে।

প্রথমা। তা বোন, আমাকে দিদি ভাল বাসেন, আমি একদিন বলব, লক্ষ্মী দিদি, বিয়ে কর, বাপের অবাধ্য হয়ো না।

দ্বিতীয়া। বালো না, তুই কিছু বলিস্ নে, কর্ত্তাতে গিন্নিতে বিয়ের কথা হচ্ছিল, আমি হঠাৎ গিয়ে তাঁদের সামনে পড়েছি, তাই শুনেছি। গিন্নি বার বার কথাটা আর কাকেও বলতে বারণ করেছেন।

প্রথমা। তা বেশ; বারণ করেছেন ত কাকেও বলব না।

বলা বাহুল্য যে, কথাটা প্রথমা, দ্বিতীয়া উভয়ের দ্বারাই পাড়ায় প্রচারিত হইল, হেমের কাণে গেল। হেম অনুসন্ধান করিয়া সকল খবরই জানিতে পারিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমলতার মামার নাম অম্বিকা বাবু। অম্বিকা বাবু হেমলতার গৃহে আসিয়া হেমলতাকে কহিলেন:—

"আমি আজ যাব বলে তুমি নাকি কাঁদচ? আবার তোমার শৈশবকাল ফিরে এল নাকি? ছি, লোকেরা যে তোমায় ভারি ছেলে মানুষ বলে মনে করবে!"

হেম। মামা, আপনি আমার নিকট হইতে দূরে যাবেন না; আমি বড় অসহায়!

অম্বিকা। হেম, কি বলচ?

হেম। আমি বড় দুঃখিনী।

অম্বিকা। মা, কি হয়েছে বল দেখি?

হেম। কি বলব? আপনি কি কিছু জানেন না?—আমার বিবাহ।

অম্বিকা। ছি, তুমি এখনো এত ছেলে মানুষ! বিবাহের নামেই মনকে খারাপ করতে আছে? মা-বাপের তুমি একটি মাত্র মেয়ে, তোমার পক্ষে বিবাহই ত সুখের কথা।

হেম। মামা, আপনিও বলেন বিবাহ সুখের কথা। আমি যে ছেলেবেলা হতে কত আশা করে এসেছি;—আমি কত শিখব, কত কি করব—আমার মনে কত মহৎ সংকল্প!

অম্বিকা। বিবাহ করলে কি আশা ছেড়ে দিতে হবে? সংকল্প হতে ভ্রষ্ট হতে হবে? তা নয় মা। বরং কোন শিক্ষিত ঈশ্বর-ভক্ত ধার্ম্মিক যুবকের সঙ্গে পরিণয় হইলে, তোমার আত্মোন্নতির সুবিধা হবে।

হেম। বিবাহের পর কোন্ মেয়ে কতটা আত্মোন্নতি করতে পেরেছে তা কি আপনি জানেন না? অনেক মেয়েই ত সংসারের স্বার্থে পড়ে উচ্চ আশা ও মহৎ সংকল্প চিরদিনের জন্য অন্তর হতে উৎপাটন করেছে। তা নয় স্বীকার করলাম কোনও ধার্ম্মিক ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হইলেই, জীবন গড়ে উঠত; কিন্তু আমার যে কোথায় বিয়ে হচ্ছে তাত আপনি জানেন?

অম্বিকা। কোথায় হচ্ছে?

হেম। তারক উকীলের সঙ্গে।

অম্বিকা। তারক উকীল? হাঁ, শুনেছি তার রূপ আছে, অর্থও আছে; কিন্তু সে যে ধার্ম্মিক, তার কোন স্থানকেও ত তা বলতে শুনি নাই।

হেম। ধার্ম্মিক? আমি অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি, অতি লঘুপ্রকৃতির লোক। এমন ভাল বিষয় নেই, যা বিদ্রূপ করে উড়ায়ে দিবে না। যাঁরা ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল, দেশের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত, তাঁরা নাকি তাঁর নিকট মস্তিষ্কবিহীন উন্মাদগ্রস্ত লোক!

অম্বিকা। ছি, এমন লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে! তুমি নিশ্চয়ই এ বিবাহে সম্মত হবে না।

হেম। সম্মতি কেহ চাহিলে ত অসম্মত হব? বাবা আমাকে না জানায়ে গোপনে গোপনে বিবাহ ঠিক্ করেছেন।

অম্বিকা। সে কি? তোমার মত বুদ্ধিমতী ধর্ম্মশীলা মেয়ের মত না নিয়ে বিয়ে ঠিক্ হয়েছে? তোমার বাপ যদি এমন নিষ্ঠুরই হবেন, তা হলে তোমাকে এতদিন অবিবাহিতা রেখে লেখা পড়া শিখালেন কেন?

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড মিণ্টো সস্ত্রীক ছোটলাট হেয়ারের সহিত বেহার ভ্রমণে গিয়াছিলেন, পরে ডালটনগঞ্জ পরিদর্শন করেন। ২৯এ মার্চ্চ সিমলা যাত্রা করিবেন।

২। এ বৎসর ভারতের নানাস্থানে শস্যাভাব, আবার পূর্ব্ব বাঙ্গালাতেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছে।

৩। এ বৎসর বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার জয় হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে পুনা বালিকা-বিদ্যালয় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। বি এ পরীক্ষায় ডাক্তার আর জি ভাণ্ডারকারের পৌত্রী কুমারী ভাণ্ডারকার উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে শ্রীযুক্ত কানাইয়া লাল বঙ্গলা নিজব্যয়ে যাত্রি-নিবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, ছোট লাট আনন্দসহকারে ইহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

৫। কলিকাতার গ্রাণ্ড থিয়েটারে স্বদেশহিতৈষী বীরদিগের অভ্যর্থনা হইয়াছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পদক ও অন্যান্য সম্মানচিহ্ন প্রদান করেন।

৬। গত ৫ই মার্চ্চ টাউনহলে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের এক সভা হইয়া ৪৪ জন বিদেশযাত্রী ছাত্রকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। ইঁহারা জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্প শিক্ষার্থ যাইতেছেন।

৭। পুনা বিধবাশ্রমের শ্রীমতী কাশীবাই দেবদার ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিধবাদিগের অবস্থোন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

৮। ভারত দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ২৪ লক্ষাধিক টাকা জমা আছে।

৯। লাহোরের আর্য্যসমাজ একটী মুসলমান বিধবাকে "ধর্ম্মদেবী" নাম দিয়া সমাজভুক্ত করিয়াছেন।

১০। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। এ সংবাদ বিশেষ আনন্দকর।

১১। ২০এ ফেব্রুয়ারি বেথুন কলেজে লেডি মিণ্টো পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং অনরেবল্ রিচাডস সভাপতিত্ব করেন।

১২। ডেন্মার্কেরাজ ক্রিশ্চিয়ানের সমাধি অনুষ্ঠান ১৩ই ফেব্রুয়ারি হইয়াছে, ৭০,০০০ লোক উপস্থিত হয়।

১৩। কমন্স সভায় লোবার সাহেব স্পিকার বা সভাপতিরূপে পুনর্ম্মনোনীত হইয়াছেন।

১৪। জাপানের দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ মুলতান প্রভৃতি স্থানে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে।

১৫। সুপ্রসিদ্ধ লুবের স্থানে ফুলিয়ার ফরাসী প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। ইনিও

অনেক ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

১৬। ডাক্তার জে এন রিবেডিক ট্রেণো মৃত্যুকালে ৭০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন, তাহাতে গোয়া বা কোচিন নগরে শিশু-আশ্রম হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ভাস্করানন্দ-চরিত—শ্রীমুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। কাশীর স্বর্গগত সুপ্রসিদ্ধ পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীর জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনী অতি যত্নের সহিত সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ইহাঁর বাল্যকালের ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাসগ্রহণ, তপস্যা, জীবনের কঠিন পরীক্ষা, পদব্রজে ভারতভ্রমণ, উপদেশাবলী ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। অনেকগুলি ছবি দ্বারা গ্রন্থখানি অলঙ্কৃত হইয়াছে। এরূপ অমূল্য জীবনের ইতিবৃত্ত সকলেরই পাঠ্য।

২। রিয়াস-উস-সালাতিন—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মালদহ-নিবাসী গোলাম হোসেন সলেমী পারস্য ভাষায় যে বাঙ্গলার ইতিহাস লেখেন, ইহা তাহারই বঙ্গানুবাদ। ইহাতে বাঙ্গলার প্রাচীন বিভাগ ও কতকগুলি প্রসিদ্ধ নগরের বর্ণনা আছে এবং প্রাচীন হিন্দু রাজগণ হইতে মুর্শিদাবাদের নবাববংশের রাজত্ব-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদ থাকিলেও বাঙ্গালাসাহিত্যে এরূপ বৃত্তান্ত-হার দুর্লভ। অনুবাদক অনেকগুলি টীকা টিপ্পনী দিয়া গ্রন্থের ভ্রমসংশোধন ও অভাব পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ ইতিহাস গ্রন্থ যত প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। গ্রন্থকার উৎসাহ লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

৩। অশ্রুবিন্দু—শ্রীসরলা দত্ত প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। এ কাব্যখানি ক্ষুদ্র হইলেও সাধারণ পদ্য গ্রন্থের মত নয়, ইহাতে কবিত্ব ও চিন্তাশীলতা আছে। আমরা যে যে কবিতা পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই নূতনত্ব দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি। ভাষা সরল, সরস ও মধুর। নবীনা লেখিকা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হা। তিনি অবলম্বিত ব্রতে সিদ্ধি লাভ করুন্ আমাদের এই প্রার্থনা।

৪। কুসুম গাথা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গসাহিত্য সমাজে সুপরিচিতা, গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই তাঁহার সুনিপুণতা আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের কোন কোন কবিতা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি লেখিকার গৌরবের উপযুক্ত হইয়াছে।

বামারচনা।

বসন্ত সমাগমে।

কোথা হতে এলে তুমি
হে বসন্ত ঋতুরাজ!
পরালে ধরণী মায়ে
নূতনে মোহন সাজ। ১
কিবা নব শ্যামাম্বর
করা'য়েছ পরিধান;
আপাদ মস্তক মার
ফুল-সাজে শোভমান। ২
মলয় মারুতে বুঝি
করিয়াছ নিয়োজন,
বাসন করিতে মায়ে
ভক্তিভরে অনুক্ষণ? ৩
অঞ্চল দুলিছে তাহে,
গাছে গাছে কিশলয়;
সৌরভ ছুটিছে তাহে,
মন বিমোহিত হয়। ৪
কলকণ্ঠ পাখিকুল
ধরিয়াছে কত তান,
তাদের বলেছ বুঝি
মায়েরে শুনাতে গান? ৫
বর্ষে বর্ষে ঋতুরাজ
তোমার সৌভাগ্য কত,
যারে তুমি ভালবাস,
তোষ তারে মনোমত। ৬
আমার দেবতা যিনি,
বর্ষ বর্ষ কেটে যায়,
তাঁকে তো পূজিতে নারি
প্রেম ফুল দিয়ে পায়!!

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরীর প্রতি।

নারী তুমি! এত শক্তি, তোমার ভিতরে?
এত স্নেহ, এত আশা,
স্নিগ্ধ পূত ভালবাসা,
কাঁদিছে কোমল প্রাণ, স্বদেশের তরে।
আপনার দারিদ্রের
গুরু ভারগুলি
পারে নাই ভুলাইয়া রাখিতে তোমায়।
ও তোমার মুখ চেয়ে
দেখ গো স্বরগ-মেয়ে,
এ দীনার, স্বার্থ সাধ, মরিছে লজ্জায়।
তব উন্মাদিকা বাণী,
হৃদয়ে দিয়াছে আনি,
মলিন বিষাদভরা নীরব ধিক্কারে।
ক্ষুদ্র নারীশক্তি নিয়ে

* ভারতমহিলা সমিতিতে শ্রীমতী হেমন্তকুমারীর অভ্যর্থনা সম্বন্ধে লেখক ও বক্তৃতা শুনিয়া লিখিত। লেখিকা।

এই মহা গান গে'য়ে
ভারত-শ্মশানে আজি, বীণাপাণি সম
বাসন্তি পরশ ভরে,
জাগাইতে চাহ যারে,
জাগাবে কি, নিদ্রামগ্ন ম্লান হিয়া মম ?
সুদূর সে অতীতের
সুখস্মৃতি হতে
এনে দিবে, সুরবালা, এই ভগ্ন চিতে ?
ভারতের রমণীর

উন্মাদিকা গানে
বাজিয়া উঠুক ধ্বনি প্রতি প্রাণে প্রাণে,
জগতের প্রতি অণু
জেগে উঠে যথা
বসন্ত পরশভরে।
গভীর নিদ্রার পাশে
জাগরণ ভেসে আসে,
পুলক রোমাঞ্চ উঠে, ধরা কাঁপে থর থরে।

সরলা দত্ত।

যামিনী।

যামিনী আসিছে দেখে, কালো বসন পরে,
সসম্ভ্রমে সন্ধ্যারাণী দূরে গেল সরে।
ছুটে এল শিশুদল খেলা ভেঙ্গে দিয়ে,
শ্রান্তি দূর কর্ত্তে আসা মার কাছে গিয়ে।
ঘুমাল শিশুর দল—হইল নীরব,
ধরিতে বিশ্রাম বাস্ত বিহঙ্গ মানব।
চারি দিকে নাহি আর সাড়া শব্দ কার,
মাঝে মাঝে শুনি শুধু ঝিল্লীর ঝঙ্কার।
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে দুই এক শিবা,
চড়ায়ে সপ্তম সুর ডাকে তুলি গ্রীবা।
প্রতিকটু রবে ডাকে পেচকের রাণী,
আনন্দে তুলিয়া তার চন্দ্রাননখানি।
কয়েকটী লোক ছাড়া ঘুমাইল সব,
জগতে ঘটিল যেন কাল অভিনব।

বিনিদ্র হইয়া বিশ্বে র'ল যে ক'জন,
তার মাঝে দুই কাজে দুই দল জন।
পরস্ব হরণ তরে ঘোরে এক দল,
কুকাজ ভেবেছে যারা জীবন-সম্বল।
বাকি এক দল যাঁরা রহেন জাগিয়া,
নির্জ্জনে মহৎ কাজ সাধন লাগিয়া।
দিবসের কলরবে মিটে নাই আশ,
পুরিবে সে ক্ষতি এবে এই অভিলাষ।
তাই তাঁরা নিরজনে বসিয়া এখন,
চাঞ্চল্য-রহিত হয়ে করেন সাধন।
বদ্ধজীব পাশে যাহা রাত্রি গণ্য হয়,
মুক্তাত্মার কাছে তাহা দিবা আলোময়।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ।

আজিরে কোথায় ?

যে আলোয় জ্বলে প্রাণ, জ্বলে কি জগতে তবু ?
তাই হয়ে গেছে সব, আলো গেল না তবু।
কে যেন কেমনে যায় নিখিল হরষী মোর,
নিবেছে সকল আলো, তবু আঁধার ঘোর।
সেই মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত ছবি মাঝে,
অচিরে শুকায়ে যাবে স্বপনে ভাবিনি তা' যে।
জীবনে সে অমরতা, কেমনে কহিব আর,
আজি তা কোথায় গেল, হৃদয়ে অভাব-ভার।

এ শ্মশান একদিন নন্দন কানন ছিল,
কেমন সোণার ঝাপি, কেবা ভেঙ্গে চুরে দিল ?
মন্দার মধুর বাসে সতত জুড়াত হিয়া,
সে সুরভি—কি কহিব, প্রাণ পরশিত গিয়া !
কেমন নন্দার স্বর্গ, উপমা হলো না তাই,
অনুপম অতুলন ত্রিদিবে তেমন নাই।)
সে সুধা কোথায় আজি, যাহে হিয়া ভুলে ছিল,
বিনিময়ে মুকমুখে কেবা বিষ ঢেলে দিল ?
সে স্বপন সে মদিরা আর ত এখনা কিবে,
জীবনের মত মোর সে নেশা ছুটিল কিবে ?
সে শুভ মুহূর্তটুকু, কৈলাস লোকের সাথে—,
বিনিময় মনে করি, অমনি পড়িত মাথে ;
সে দিন কোথায় আজি ? সে কথা বলিব কারে ?
রাজরাণী—ভিখারিণী, থাকি ত থাকিল মাঝে।
পল অনুপল তার গণিতে এখনো পাই,
চাহিনা স্বর্গের ধন, বৈকুণ্ঠে বাসনা নাই।
জগৎ আপনা ভুলি, যে ভাবে সতত ভোর,
সে ভাব পরশ মণি, আনিবে কোথায় মোর ?
আছহু সাধের ঘোরে, উন্মত্ত সাধক প্রায়,
সে সাধনা, সে-কামনা, বলিতে বুঝান দায়।
সেই মহাযোগ,—যাহা সতত দানব চিত,
যাহার মধুর ভাবে পরাণ ভরিয়া দিত।
যেখানে সেখানে থাকি, নয়ন মেলিয়া যায়,
সে ছিল সবেতে মিশে, সব যে বিশাল তার।
সে ভাব কি আসিবেরে জীবনে দ্বিতীয়বার,
সাগর-তরঙ্গসম, বিরাম ছিল না যার ?
উদ্বেলিত ভাবরাশি, জগৎ প্লাবিতে ভরা,
কেমন নেশায় ঘোর কি ক'রে ভাঙ্গিল ত্বরা ?
ভেবেছিনু এ জীবনে সে নেশা যাবে না কভু,
এমন মোহের ঘুম, কেন না ভাঙ্গিলে প্রভু ?
বুঝেছি—না সুখ-নেশা, ভাঙ্গি খো অমনে বড় ?
অমৃত অমর-ভোগ্য, নয় জগতের নয় !
কেনীত ভাবি না কিছু, শুধু ভাবটুকু সেই,
যাবেক আসিবে ধাও, আর কোন সাধ নেই।
তুমি ত সকলি পার স্বামীর বারণা এই,
পূরণ সাধন-ধন সকলে যে তুমি সেই।

শ্রীহরিমতি দেবী।

আবাহন।

এস তুমি আস্তরণে বসিয়া দুজন,
প্রকৃতির রত্নরাশি করিব লুণ্ঠন।
অদূরে গাহিবে গীতি শ্যামা পাপিয়ায়,
সেই স্বর শুনি সখে, মোরা দুজনায়
দুজনে বিভল প্রাণে চাহিব দুজনে,
অমৃত উচ্ছ্বাস কত বহে যাবে মনে।
আবার প্রাণেশ, মোর শ্যামল সন্ধ্যায়,
বসিব তটিনী-তটে মুগধ হিয়ায়,—
স্বচ্ছ বক্ষে হেরি তার তারকানিকর,
লুটিব বিভলে তব হৃদয় উপর ;
আদর সোহাগে তুমি করিবে তোষণ,—
তটিনীরে সিন্ধু যথা করে আলিঙ্গন।
আনন্দে উন্মত্ত তাহে হবে প্রাণ মোর,
জোছনা মসীতে আমি হ'য়ে প্রেমে ভোর,
লিখিব সে প্রেম-গাথা অমর অক্ষরে,
এই সাধ সদা মোর জাগে এ অন্তরে।
দয়া করি কর মোর এ সাধ পূরণ,
জাগুক হে নব তানে এ মৃত জীবন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

Bamabodhini Patrika.

The Convocation of the Calcutta University came off on Saturday the 3rd of March. Lord Minto as Chancellor presided and Sir Alexander Pedler, Vice-Chancellor gave an address. Among the recipients of degrees a lady was loudly cheered when the B. A. diploma was handed to her.

Sir Charles Dilke's Women's Franchise Bill provides that every man and woman shall be qualified to vote and no person can be disqualified by sex or marriage from membership of either House of Parliament.

A sister of ours from Benares sends us a graphic description of the reception of their Royal Highnesses—the Prince and Princess of Wales in that city, which is published as an article in the body of the paper. Every thing in this connection was well-regulated and gave satisfaction to the august visitors as well as to the public.

The royal reception at Madras was also a great success. Lady Amphill took great care in arranging about the interview of the Princess of Wales with the Purda party. A good many Ranis and respectable ladies of the Madras Presidency came from distant outside places and were highly gratified by the condescending and graceful manners of the future Empress of India, who greeted each one of them and took particular interest in their children. She remarked that though there was not much time to devote to each town, yet the visit was full of interest to their Royal Highnesses.

OUR WOMEN.

Women in India hold a very low place in society and are deemed ferior to men almost in all respects. They are dependent on their male guardians—father, husband, or son, and are often entirely at their mercy. The following picture given of them by their greatest friend and benefactor—the illustrious Raja Ram Mohon Ray, when he fought hard to get the practice of burning widows abolished, still to a great extent holds good as regards the great majority of our females.

"If in the preparation or serving up of the victuals they commit the smallest fault, what insult do they not receive from their husband, their mother-in-law, and the younger brothers of their husband? After all the male part of the family have satisfied themselves, the women content themselves with what may be left whether sufficient in quantity or not. Where Brahmans or Kayusths are not wealthy, their women are obliged to

attend to their cows and to prepare the cow-dung for firing. In the afternoon they fetch water from the river or tank, and at night perform the office of menial servants in making the beds. In case of any fault or omission in the performance of those labours they receive injurious treatment. Should the husband acquire wealth, he indulges in criminal amours to her perfect knowledge and almost under her eyes, and does not see her perhaps once a month. As long as the husband is poor, she suffers every kind of trouble, and when he becomes rich, she is altogether heart-broken. All this pain and affliction their virtue alone enables them to bear. Where a husband takes two or three wives to live with him, they are subject to mental miseries and constant quarrels. Even this distressed situation they virtuously endure. Sometimes it happens that the husband for preference for one of his wives behaves cruelly to another. Amongst the lower classes and even better classes who have not associated with good company, the wife on the slightest fault or even on bare suspicion of her misconduct is chastised as a thief. A respect to virtue and their reputation generally makes them forgive even this treatment. If unable to bear such cruel usage, a wife leaves her husband's house to live separately from him, then the influence of the husband with the magisterial authority is generally sufficient to place her [illegible] hands; when, in revenge for [illegible] him, he seizes every pretext to [illegible] her in various ways and sometimes [illegible] her privately to death. These [illegible] occurring every day, and not [illegible]."

Woman in ancient India was called *Mahita* or a being to be worshipped and at the time of marriage she was united with her husband as *Sahadharmini* in the strictest sense of the word *i. e.* a life-companion for the practice of religion. She was then greeted as *Samragni* (সম্রাজ্ঞী) or empress over her husband's father, mother, brothers and sisters as well as over the domestic servants and animals of his house. She had not only the right to inherit property called *stridhan* and acquire knowledge both theoretical and practical, but she also took part in composing the *vedas*, from a study of which she has subsequently been debarred. The ancient lawgiver *Manu* compared "stree" (wife) to "sree" (goddess of fortune) and the Mahanirban Tantra boldly asserted

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

The gods delight to dwell where women are adored and all rights and ceremonies are of no avail where women are not adored.

It is the light of education which can dispel all darkness and help the fair sex of this land to attain the high position in society they once occupied. This light has dawned, but it has as yet benefited only a microscopic portion of Indian women. We are glad to find that the opposition to female education which was very common, even a quarter of a century ago, has vanished away and parents and husbands are now anxious to give at least some education to their daughters and wives. We are glad also that our girls are fairly competing with boys in passing the various University examinations and learning some professions. The benign government is also

helping the cause of female education with increased pecuniary aid and encouragement. The educated women themselves are on many occasions taking the lead in the improvement and enlightenment of their less fortunate sisters. We hope and pray that God may bless these several endeavours for the regeneration of His daughters in India and crown them with every success.

TRIBUTES PAID TO WOMEN

1. Woman is the masterpiece—*Confucius.*

2 Women teach us repose, civility and dignity. –*Voltaire.*

Shakespeare has no heroes, he has only heroines –*Ruskin.*

4. All that I am, my mother made me—*John Quincy Adams.*

5. If woman lost Eden, such as she alone can restore it,—*Whitter.*

6. Woman is last at the cross and earliest at the grave—*E. S. Barret*

7. A handsome woman is a Jewel : a good woman is a treasure. *Samidi.*

8 There is a woman at the beginning of all great things.—*Damartine.*

9 The sweetest thing in life is the unclouded welcome of a wife—*N. P. Willis.*

10. Women are a new race, recrented since the world received Christianity. —*Beecher.*

11. Woman is the most perfect when the most womanly.—*Gladstone.*

12. Heaven has nothing more tender than a woman's heart when it is the abode of pity.—*Luther.*

SAYINGS FROM RUSKIN.

To paint water is like trying to paint a soul.

No royal road to anywhere worth going to.

When you have got too much to do, don't do it.

If you can paint a leaf, you can paint the world.

Any body who makes religion a second object, makes religion no object.

To live is nothing unless to live to know Him by whom we live.

The most beautiful things in the world are the most useless—peacocks and lilies, for instance.

In Persia if a vase or China ornament is broken, instead of commiseration to the owner, he is heartily congratulated, as it is supposed that an accident was bound to happen, and it is a matter for congratulation that it was not a limb that was broken or a life lost.

A rule for conversation—As a general rule it is wise to drop from conversation and, as far as possible, from memory, all that is unpleasant or sad, or wrong, unless there be some positive and urgent reason for recalling it. Such things perish far more quickly by neglect than exposure ; while every thing which is good, and just, and beautiful, is quickened and strengthened by being brought to the light and emphasized.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 513. May, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৩ বর্ষ। ৫১৩ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩১৩। মে, ১৯০৬। | ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

৹বৈ	বৈ	জ্যা	শ্রা	ভা	আ
শ	ম	ত	ম	ত	সো
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩২
১৫	মে	জুন	জু	আ	সে
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ব	ম	ত	ব	বু	শ
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০
সো	মু	শ	ম	ত	ব

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৩ সাল।

ইং ১৯০৬—১৯০৭।

শকাব্দা ১৮২৮।

সংবৎ ১৯৬৩—১৯৬৪।

ব্রাহ্মাব্দ ৭৭—৭৮।

কা	অ	সো	মা	ফা	চৈ
বৃ	শ	ব	ম	বু	ত
২০	২৯	৩০		৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	সে	আ
২৮	২৯	৩১	৩১	৩০	
সো	মু	শ	ম	ত	ব
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১
বু	ত	সো	মু	মু	ব

শ	ম	ত	ম	ত	সো
ব	বু	শ	বু	শ	ম
সো	মু	ব	মু	ব	মু
ম	ত	সো	ত	সো	মু
বু	শ	ম	শ	ম	ত
মু	ব	বু	ব	বু	শ
ত	সো	মু	সো	মু	ব

§ ১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

বৃ	শ	ব	ম	বু	ত
ত	ব	সো	বু	মু	শ
শ	সো	ম	মু	শ	ব
ব	ম	বু	ত	শ	সো
সো	বু	মু	শ	ব	ম
ম	মু	ত	ব	সো	বু
বু	ত	শ	সো	ম	মু

বৈ বৈ জ্যা শ্রা ভা আ
শু: এ:, ২১ ২৩ ১৮ ১৫ ১৪ ১২
পূ:, ২৮ ২৩ ২২ ১৯ ১৭ ১৬
(চ:-গ্রহণ)
কৃ: এ:, ৩ ৫ ৩ ১,৩০ ২৭ ২৮
অ:, ১০ ৯ ৭ ৫ ৩ ২,৩১
শু: এ:-শুক্ল একাদশী, পূ:-পূর্ণিমা।
কৃ:এ:-কৃষ্ণ একাদশী, অ:-অমাবস্যা।

*৹ ২১এ বৈশাখ শুক্রবার ৩১-এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার শুক্ল একাদশী। ২৫এ বৈশাখ মঙ্গলবার ও ২৩এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার পূর্ণিমা। ৬ই বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ একাদশী, ১০ই বৈশাখ সোমবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* ২৯-বৈশাখ রবিবার আরম্ভ ও ৩১এ শেষ।

† এ-এপ্রেল রবিবার আরম্ভ ও ৩০এ সোমবার শেষ।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ রবিবার, ২রা রবিবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ২রা বুধবার ইত্যাদি। বৈ-পর্ব্বি ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯ ই জ্যৈ-মঙ্গল ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯

এক এক দিকে ৮টী করিয়া দুই দিকে ১৬টী তাহে ১২ মাসের গণনা।

কা অ সো মা ফা চৈ
শু: এ: ১১ ১০ ১১ ১১ ১১ ১১
পূ: ১৪ ১৩ ১৫ ১৪ ১৩ ১৪
(চ:-গ্রহণ)
কৃ: এ:, ২৬ ২৫ ২৬ ২৬ ২৫ ২৫
অ:, ৩ ২ ৩১ ২৮ ৩০ ২৯
(সূ:-গ্রহণ)

*৹ ২১এ কার্ত্তিক সোমবার ও ২৩এ অগ্রহায়ণ বুধবার কৃষ্ণ একাদশী। ৩০এ কার্ত্তিক শুক্রবার ও ২৯এ অগ্রহায়ণ শনিবার অমাবস্যা।

এইরূপ সদা শুক্লের সংখ্যার সহিত মাস এবং মাসের শুক্ল মিলাইলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

নববর্ষ।

বিধাতার বিধানে আমাদের বাসভূমি পৃথিবী আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া আবার সূর্য্য-মণ্ডলকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল, ইহাতেই একবর্ষ হইল ১লা বৈশাখ হইতে পৃথিবীর যে ভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল, চৈত্র-সংক্রান্তিতে তাহা শেষ হইল। কিন্তু পৃথিবীর বিশ্রাম নাই—আবার ১লা বৈশাখ হইতে নূতন ভ্রমণ-আরম্ভ; তাই ইহাকে আমরা নববর্ষের সূচনা বলিয়া স্মরণীয় পবিত্র দিন মনে করি। আকাশমণ্ডলে পৃথিবীর ভ্রমণ পথ বা কক্ষ (orbit) যাহা, তাহাকে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সূর্য্যের পথ (ecliptic) বলিয়া কল্পনা করেন এবং এই পথের সম্মুখে যে সকল নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, তাহা-দিগকে এক এক রাশি বলিয়া গণনা করেন। বৎসরে ১২টী মাস এবং সূর্য্য এই ১২ মাসে ১২টী রাশি ভোগ করিয়া বৎসর পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই জন্য বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বৈশাখে "মেষ-রাশিস্থে ভাস্করে" সূর্য্য মেষরাশির বলে। বৈশাখে মেষ, জ্যৈষ্ঠে বৃষ, আষাঢ়ে মিথুন, শ্রাবণে কর্কট, ভাদ্রে সিংহ, আশ্বিনে কন্যা, কার্ত্তিকে তুলা, অগ্রহায়ণে বিছা, পৌষে ধনু, মাঘে মকর, ফাল্গুনে কুম্ভ, চৈত্রে মীন রাশি। পৃথিবীর চারিদিকের আকাশ যে নক্ষত্রমালায় ভূষিত, তাহা-দিগের প্রতি লক্ষ্য করিলে কতকগুলি নক্ষত্র লইয়া এক একটী মূর্ত্তি কল্পনা করা যায়, সে গুলি কতকটা মেষ প্রভৃতির ন্যায় এবং তাহাদিগের সমগ্র মণ্ডলী রাশিচক্র। পৃথিবীর ঘূর্ণনে যেমন সূর্য্যের গতি অনুমিত হয়,সেইরূপ তাহাতে রাশি-চক্রের ঘূর্ণনও অনুমিত হইয়া থাকে। পৃথিবী-পৃষ্ঠে মধ্যস্থান বেড়িয়া যে বিষুবরেখা (equator) কল্পিত, ১১ই চৈত্র ও ১১ই আশ্বিনের সময় সময় সূর্য্য ঠিক্ তাহার উপর আইসে, ইহাতে বসন্ত ও শরৎ ঋতু হয় এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়। বসন্তের পরে সূর্য্যের উত্তরায়ণ বা উত্তর দিকে গতি হয়, ইহাতে পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে গ্রীষ্ম হইয়া দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়, দক্ষিণ গোলার্দ্ধে শীত হইয়া দিন ছোট ও রাত্রি বড় হয়। সূর্য্য উত্তর দিকে ২৩½ অংশ * কর্কট সংক্রান্তি (Tropic of Cancer) পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া যায়, আবার নামিয়া নামিয়া বিষুব সংক্রান্তিতে আসে। বিষুব সংক্রান্তি হইতে সূর্য্য যখন দক্ষিণে যায়, তখন তাহার দক্ষিণায়ন বলে। সূর্য্য দক্ষিণে ২৩½ অংশ মকর সংক্রান্তি (Tropic of Capricorn) পর্য্যন্ত গিয়া স্থগিত হয়। দক্ষিণায়নে দক্ষিণ গোলার্দ্ধে গ্রীষ্ম এবং উত্তর গোলার্দ্ধে শীত হয়। সূর্য্যের এ গতি আনুমানিক হইলেও জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন সূর্য্যের প্রকৃত কিছু গতি আছে—অনেক

* এক অংশ বা ডিগ্রী ইংরাজী ৬৯ মাইল।

সহস্র বৎসরে সূর্য্য আপনার স্থান হইতে কিছু সরিয়া যায়। রাশিচক্রেরও যাত বা স্থান পরিবর্ত্তন জ্যোতির্বিদদিগের যুক্তি-সঙ্গত। ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে মেষের স্থান ছিল, এখন বৃষ তাহা অধিকার করিয়াছে। এই কারণে ঋতুপরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

নববর্ষে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের স্থিতি ও গতি চিন্তা করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার অপার জ্ঞান ও মহিমা যেন আমরা উপলব্ধি করি এবং বৎসর, ঋতু, মাস, দিন, নিমেষ, মুহূর্ত্ত এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তন ও নশ্বরতা যেন অনুভব করি। যে জীবন ছিল, তাহা চলিয়া যাইতেছে, আবার এখন যাহা আছে, তাহারও শেষ হইবে। সেই ঈশ্বরের নিয়মে পৃথিবী যেমন পুরাতন জীবন হারাইয়া নববর্ষে নূতন শোভা সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতেছে, সেইরূপ মানবাত্মা যখন পার্থিব জীবন হারাইবে, স্বর্গীয় নবজীবনে আরও সুন্দর বেশ ধারণ করিবে। নববর্ষ আমাদের আশা, উৎসাহ ও আনন্দের কারণ হউক। আমরা ইহাদ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে যেন সমর্থ হই।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজের প্রত্যাগমন—যুবরাজ সস্ত্রীক কয়েক দিন লর্ড ক্রোমারের অতিথি হইয়া মিসরে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামাতা তাঁহার জন্য পথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন সকলে মিলিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

যুবরাজ ভারতদর্শনে ভারতবাসীদিগের রাজভক্তি ও সৌজন্যের জন্য বার বার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি দেশীয় লোকদের উপর গবর্ণমেণ্ট অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাহাতে তাহাদিগকে রাজ্যশাসনে ন্যায্য অধিকার দেন, যুবরাজ তাহার সহায় হইবেন। ঈশ্বর সপরিবার তাঁহাকে চিরজীবী, রাজধর্ম্মপরায়ণ ও সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন।

লর্ড মিণ্টোর সুযশ—নূতন রাজ-প্রতিনিধি ভারত ও ভারতবাসীদিগের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে প্রজারঞ্জন হইয়াছেন। তাঁহার আমলে বাঙ্গালী আবার হাইকোর্টের প্রতিনিধি চিফ জষ্টিস, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস্ চান্সেলর এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আডভোকেট জেনারল হইলেন।

আতুরাশ্রম—রুগ্ন, ভগ্ন, নিরুপায় লোকদিগের জন্য কলিকাতায় এই আশ্রমটী বহুদিন স্থাপিত হইয়া অতি উত্তম কার্য্য করিতেছে। ছোট লাট এই আশ্রম দর্শনে বড়ই প্রীত হন। ইহার সাহায্যার্থ মিউনিসিপালিটী বার্ষিক ২৪০ টাকা মঞ্জুর করাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

বোম্বাইয়ের সাধু দৃষ্টান্ত— যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য যে চাঁদা উঠিয়াছিল, তাহার উদ্বৃত্ত লক্ষ টাকা দিয়া বোম্বাইয়ের একটী (Museum) চিত্রশালিকা স্থাপিত হইবে।

বড় লোকদের সম্মানের জন্য অর্থ সংগৃহীত হউক, কিন্তু তাহা বৃথা ভোজ বাজী ও আলোক তামাসায় নিঃশেষিত না হইয়া দেশের কল্যাণকর কার্য্যে ব্যয়িত হইলে তাহার সার্থকতা হয়।

অগ্ন্যুৎপাত—বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকটী গ্রাম নষ্টপ্রায়, নেপল্‌স নগর ছাই ভস্মে আচ্ছন্ন হইতেছে।

মহীশূরে স্ত্রীশিক্ষা—মহীশূরের দুইটী ব্রাহ্মণকন্যা বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা লাভের জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় উপস্থিত হন। মাদ্রাজবাসীরা তাঁহাদিগের সম্মানার্থ কোনও আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ মহাসমারোহে উদ্যান-সম্মিলনী প্রভৃতি হইয়াছে।

শোকসংবাদ—ইণ্ডিয়ান লেডীস ম্যাগেজিন নামক উৎকৃষ্ট পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী সাথিনাথান এম, এ সম্প্রতি বিধবা হইয়াছেন। তাঁহার গুণবান্ স্বামী অধ্যাপক সাথিনাথান্ আপানে গিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন। দুর্ভাগিনী ভগিনীর মাথায় বাণী হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার শান্তি প্রার্থনা করি।

পঞ্জাবে সতী—সম্প্রতি পঞ্জাবের ঐক হিন্দুনারী স্বেচ্ছাক্রমে মৃত পতির চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে সহায়তাদানের জন্য তাঁহার আত্মীয়গণ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছেন।

নূতন ব্যাবহারিক বিদ্যালয়—(১) লাহোরে একটী নূতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলিতেছে। ইহা রুড়কীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে। (২) কাশীতে গত ৩রা এপ্রেল স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট ষ্টাজিস সাহেব এক শিল্প-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য তাঁহার সহানুভূতি প্রশংসার্হ।

পুস্তকালয়ে সাহায্যদান—কলিকাতা মিউনিসিপালিটি নিম্নলিখিত বার্ষিক দান মঞ্জুর করিয়াছেন। :—

হেয়ার লাইব্রেরী—১৭৫ টাকা।
বাগবাজার রিডিং রুম—৭৫ টাকা।
সাবেরী ইন্‌ষ্টিটিউট—৫০ টাকা।
কলেজ লাইব্রেরী...১৮০ টাকা।
বেলিয়াঘাটা লাইব্রেরী—৬০ টাকা।
বালি লাইব্রেরী—৩০ টাকা।
রামমোহন লাইব্রেরী—৭৫ টাকা।
ইউনাইটেড রিডিং রুম—৭৫ টাকা।

আমরা আশা করি মফস্বলের স্থানীয় মিউনিসিপালিটি সকলএই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে বিদ্যা ও সাহিত্যের উৎসাহদানে অগ্রসর হইবেন।

প্রাদেশিক সমিতি ও সাহিত্য সমিতি—প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে বীরভূমে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে বঙ্গের সর্ব্বস্থানের সাহিত্য প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন এবং বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য করিতে যান।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি সমবেতদের আজ্ঞাবাহী স্বদেশী পুলিসের দৌরাত্ম্যে প্রাদেশিক সমিতি উপর্য্যুপরি দুই দিন অসময়ে বন্ধ হইয়াছে এবং সাহিত্য-সমিতি আদৌ হইতে পারে নাই। দেশহিতৈষী বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত ও মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। প্রায় ৩০০ মহিলাকে সমিতিস্থল হইতে মধ্যাহ্নের রৌদ্রে পদব্রজে গৃহে প্রত্যাগত হইতে হইয়াছে। এ অত্যাচারের ভাবী ফল শুভ হইবেই হইবে।

বঙ্গের আয়-ব্যয়—আগামী ১৯০৬-৭ সালে বঙ্গের মোট আনুমানিক আয় ৬,১০,৭০,০০০ এবং ব্যয় ৫,২০,৫৪,০০০ এবং উদ্বৃত্ত ৮৯,৭৬,০০ টাকা হইবার সম্ভাবনা। সুন্দরবন অঞ্চলে ১ লক্ষ এবং রাঁচির নানা কার্য্যের জন্য ১০ লক্ষের অধিক ব্যয় হইবে। মেদিনীপুর হইতে খড়্গপুর পৃথক্ করিবার জন্য ৪ লক্ষ টাকা লাগিবে। দেশবাসীদিগের প্রাণরক্ষার্থ অনেক আবশ্যক কার্য্য থাকিতে সরকারী টাকার অনাবশ্যক ব্যয়ই অধিক হয়!

শতদল।

"ভালবাসা" অমৃতোপম পবিত্র—ভালবাসা স্বর্গীয়; তাই, ভালবাসা সর্ব্বোপরি আনন্দদায়িনী। ভালবাসাই জগৎকে যেন মাধ্যাকর্ষণী-শক্তি-সূত্রে নিবদ্ধ রাখিয়াছে;—নতুবা এতদিনে লোক-সমাজ নিশ্চয়ই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। যে ভালবাসে—যথার্থরূপে ভালবাসে, সে সরল ও সহিষ্ণু; তাহার হৃদয় এই মর-জগতের আবিল উপাদানে সৃষ্ট নহে। যাহার হৃদয় কুটিলতা ও স্বার্থপরতার দুর্গন্ধ-ভরা, তাহার 'ভালবাসা' রাক্ষসীর মায়াপ্রায়। যাহার সহিত যত অধিক ভালবাসার আদান-প্রদান হইবে, দ্বন্দ্ব-কলহ ততই অল্প হইবে সন্দেহ নাই। মনুষ্য সাধারণের মধ্যে যথার্থ 'ভালবাসা' সঞ্চারিত হইলে, এমন আশা হয়, জীব-শোণিত-পাতে বসুন্ধরা আর প্লাবিত ও কলঙ্কিত হইবে না।*

১। দরিদ্রতা, হৃদয়ে 'দয়া আকর্ষণ' করে, কিন্তু ভালবাসা, নীরবে ও শান্ত-প্রাণে 'প্রাণোৎসর্গ' করে। যাহাকে ভালবাসি, তাহারই নিরবচ্ছিন্ন সুখ চাই,—আপনার সুখ চাই না,—তাহারই

* বিধি যদ্যপি 'ভালবাসা' সকলের হৃদয়ে সমভাবে বিরাজিত; কিন্তু স্বার্থ-সংঘর্ষের প্রবল উৎপাতে সেই ভালবাসার অনুপাতানুরূপ বিরোধ-বিদ্বেষ ঘটিয়া থাকে, তাই সংসারে বিষম অশান্তি-কোলাহল।

সুখের জন্য 'প্রাণপাত' অপেক্ষা সুখ কি? বঙ্গীয় কবি-কেশরী যথার্থই স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছেন—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিয়ো।

* * *

তুমি চিরদিন মধু-পবনে
চির বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া,
তুমি নিজ 'সুখ-স্রোতে' ভাসিয়ো।
যদি তা'র মাঝে পড়ি আসিয়া,
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হ'তে নাশিয়ো।"

২। জ্ঞান ও ভালবাসার প্রভেদ অনেক। জ্ঞানে আমাদের 'ক্ষমতা' বাড়ে, ভালবাসায় আমাদের 'অধিকার' বাড়ে। জ্ঞানের সুখ—ক্ষমতার সুখ, তাহার পরিণাম 'আত্মগৌরব'; কিন্তু ভালবাসার সুখ স্বাধীনতার সুখ, তাহার পরিণাম 'আত্ম-বিসর্জ্জন'। 'জ্ঞান' শরীরের মত, 'ভালবাসা' মনের মত। 'জ্ঞান' বাহ্যবস্তুর উপরেই ক্ষমতা বিস্তার করে, সুতরাং মর্ম্মের মধ্যে তাহার প্রবেশ নিষেধ; কিন্তু মনের নিভৃত প্রদেশে—প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে 'ভালবাসারই' পূর্ণ প্রবেশাধিকার। 'জ্ঞানে' জানা যায় মাত্র, 'ভালবাসায়' পাওয়া যায়। 'জ্ঞানের অধিকার' যাহার উপর, তাহা চঞ্চল ও নশ্বর; 'ভালবাসার অধিকার' যাহার উপর, তাহা ধ্রুব ও অবিনশ্বর। ইংলণ্ডের কোন: শ্রীকবি বলেন,—"যদি 'অংশ' চাও, তবে জ্ঞানের দ্বারা পাইবে—তাও ভালরূপ পাইবে না, কিন্তু যদি 'সমস্ত' চাও, তবে ভালবাসার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ও সম্যক্‌রূপে পাইবে।"

৩। ভালবাসাতেই যথার্থ স্বাধীনতা; কারণ বাহ্যদৃষ্টিতে যতটা দেখা যায়, ভালবাসার তদপেক্ষা অনেক অধিক দেখাইয়া দেয়। 'ভালবাসা' একটা সাধনা। ভালবাসিলে সকলেই প্রাণে ডাকিয়া লয়। বাহ্য আকার আয়তনের অতীত প্রাণের মধ্যেই স্বাধীনতা,—সেখানে কেবল এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতার বিমল আনন্দ! 'ভালবাসা আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই কথা বলিতেছে;—যাহা ধ্রুব, তাহাই ধর্ম্ম—তাহাই 'ভালবাসা'। এক গাছি ধ্রুব-সূত্রে এই সমস্ত বিশ্বচরাচর মালার মত গাঁথা রহিয়াছে। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম কিছুই সেই সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; অতএব সকলেই ধর্ম্মের বা ভালবাসার সুদৃঢ় বাঁধনে বাঁধা। সেই বন্ধন সম্বন্ধে কেহ বা সচেতন, কেহ বা অচেতন। অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব—অচেতনতাই অধর্ম্ম,এবং সচেতনের বন্ধনই 'ভালবাসা'। সুতরাং ধর্ম্মকে যতই আশ্রয় করিতে থাকিব, ততই চেতনা লাভ করিতে থাকিব; ততই অনুভব করিতে থাকিব যে, যে মহাচৈতন্যে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত হইয়াছে; আমার মধ্য দিয়া এবং আমাকে প্লাবিত করিয়া সেই চৈতন্যের সুধা-স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে।

৪ জগতের প্রধান ধর্ম্ম 'পরার্থপরতা'। 'স্বার্থপরতা' জগতের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। এই নিমিত্তই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পরকে ভালবাসা—পরের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করা। আমরা যখন স্বেচ্ছায় বা সচেতনে সেই মহাধর্ম্মের অনুগমন করি, তখনই আমাদের মহত্ত্ব, তখনই আমরা জড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! কেবল তাহাই নয়, তখনই আমরা মহৎ সুখ লাভ করি। যখনই আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য 'প্রাণপণ' করি, তখনই দেখি সুখের সীমা নাই; তখনই সহসা অনুভব করিতে থাকি সমস্ত জগৎ আমার সপক্ষে।

৫। যখনই ভালবাসার প্রভাবে জগতের সহিত অনন্ত ঐক্য মর্ম্মের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, তখনই জগতের হৃদয়-সমুদ্র সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।* একটুখানি বুদ্বুদের মত অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া স্বতন্ত্র অভিমানে জগতের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইলে মহত্ত্ব নাই—সুখও নাই। ধর্ম্ম আশ্রয় করাই—জগতের অনুকূলতা করাই, জগতের সহিত এক হইবার প্রকৃষ্ট উপায়। ধর্ম্মই জগতের প্রাণগত চেতনা। সেই চেতনার দৃঢ় বন্ধনই 'ভালবাসা'।

৬। যে প্রকৃত ভালবাসিয়া 'আত্ম-বিসর্জ্জন' করিতে পারে, আত্মা সর্ব্বতোভাবে তাহারই;—আত্মার উপরে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকার জন্মিয়াছে। জগৎ অধিকার হইলেই আত্মাধিকার জন্মে এবং আত্মাধিকার জন্মিলেই বিশ্ব-বিজয় হয়; কারণ ইহাতেই ভালবাসার চরম অধিকার লাভ হয়। 'ভালবাসা', বিশ্ব-বিজয়ের 'সুদর্শন চক্র'।

৭। ভালবাসা যেখানে ভাব, সৌন্দর্য্য সেখানে তাহার অক্ষয়; ভালবাসা যেখানে হৃদয়, সৌন্দর্য্য সেখানে প্রাণ; ভালবাসা যেখানে প্রাণ, সৌন্দর্য্য সেখানে শরীর; এইজন্য সৌন্দর্য্যে ভালবাসা জাগায় এবং ভালবাসায় সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে।

---

* পূর্ব্বপ্রাণে, বিশ্ববাসীকে 'ভালবাসা' বিতরণ করিবার জন্য, কোমল কণ্ঠে প্রেমময় বিশ্বনাথের করুণা-কথা যাচ্ঞা করা।

করুণাময়!

"করযোড়ে করে কুলমাঝী
'হৃদয়ে দেহ গো প্রেম-বারি,
জগতে বিলা'ব ভালবাসা
প্রেমের প্রবাহে বিশ্বনাথ
আনন্দে ভাসিবে অবিশ্রাম,
মিটিবে গো হৃদয়ের আশা।"

বিদ্যাবতী আবিয়ার।

আমার পরীক্ষা।

(গত সংখ্যার শেষ।)

ছুটীর পর জানি না কেন, স্বামী আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা পিতা মাতাকে জ্ঞাপন করিলেন, তাঁহারাও সানন্দে সম্মতি দিলেন। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে আমি আর অনুরোধ করি নাই। স্বামীর অযাচিত অনুগ্রহ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

যথাসময়ে তাঁহার সহিত হুগলিতে পৌঁছিলাম। দেখিলাম দিব্য সুসজ্জিত সুবৃহৎ উদ্যানবাটিকা, নানাবিধ পুষ্পরাজি-পরিশোভিত সুরক্ষিত লতাকুঞ্জ, স্থানে স্থানে নির্ম্মল জলের কৃত্রিম প্রস্রবণ নয়ন মনের সন্তোষ বিধান করিতেছে। মনুষ্য-সাধ্য যত কিছু সামগ্রী বিলাসের ও আমোদের জন্য লোকের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, সমস্তই এখানে সজ্জিত দেখিলাম। আর দেখিলাম তথাকার অধিষ্ঠাত্রীরূপিণী সেই সুন্দরীকে, তাঁহার সেবাঞ্চিত সৌন্দর্য্যে আমার স্বামীর হৃদয় বিমোহিত। স্বামীর আদরিণী প্রিয়তমাকে দেখিয়া আমিও তাঁহার রূপের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ৮আমরি! কি রূপ! শরীরে যেন সৌন্দর্য্য ধরিতেছে না। সে কমলাসাহিত্যরূপে জগৎ মোহিত করে, আর আমার স্বামীর ত কথাই নাই। সে সুন্দরীর সঙ্গে কি আমার তুলনা? ছার আমি, কুরূপা আমি, তাঁহার পদধূলিরও যোগ্যা নহি। এতক্ষণে বুঝিলাম, আমার প্রতি স্বামীর কেন এ বিতৃষ্ণা। শুনিলাম, তাঁহার নাম স্বর্ণলতা, অনুমানে বোধ হয়, তাঁহার বয়স ২০।২২ এর অধিক হইবে না। আমাকে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, কারণ তিনি পার্শ্বস্থা পরিচারিকাকে ডাকিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "ছি ছি ছি, কি প্রবৃত্তি দ্যাখলো বামা! আমাকে পছন্দ হইল না, তাই এই পদ্মিনীকে আনিয়াছেন।" কথাটা যে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, তাহা বুঝিলাম।

আসিবার সময়ে স্বামী আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, 'তুমি যে আমার স্ত্রী, তাহা এখানে কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, এবং আমার সঙ্গে সেরূপ কোন ব্যবহার করিও না।' তাহাই আমি স্বীকার করিলাম।

স্বামীর সহিত প্রায়ই আমার সাক্ষাৎ হইত না, তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় বাড়ী থাকিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বর্ণলতাকেও স্বামীর সহিত একত্র থাকিতে আমি একদিনও দেখিলাম না। আর তাঁহার আচরণে তাঁহাকে স্বামীর উপপত্নী বলিয়াও বোধ হইত না। মধ্যে মধ্যে আর একজন বাবু সেখানে আসিতেন। শুনিলাম, তিনি আমার স্বামীর বন্ধু, তাঁহার নাম মনোমোহন মিত্র।

তাঁহার সহিত যখনই স্বর্ণলতার সাক্ষাৎ হইত, তখনই পরস্পরের কলহ শুনিতে পাইতাম। আমার প্রসঙ্গ যেন উভয়ের বিবাদের কারণ, কেন? তাহা তখন কিছুই বুঝি নাই। ইহার মধ্যে যে কোনও রহস্য আছে, তাহা এক এক বার মনে হইত। কয়েক দিন থাকিয়াই জানিতে পারিলাম স্বর্ণলতা কিছু রুক্ষ-স্বভাবা, গর্ব্বিতা ও অত্যন্ত অভিমানিনী। তাঁহাকে আমি অতিশয় ভয় করিয়া চলিতাম, তথাপি কেন জানি না, দিবা-রাত্রি তিনি আমাকে লাঞ্ছিত ও অপ-মানিত করিতেন। এমন কটূক্তি করিয়া গালি দিতেন যাহা ভদ্রকন্যার অশ্রাব্য। কিন্তু স্বামীর মুখ চাহিয়া নীরবে আমি সমস্তই সহ্য করিতাম, চক্ষের জল চক্ষেই রাখিয়া মনের বেদনা অন্তর্যামীকে জানাইতাম।

এইরূপে আমার ছয় মাস কাটিয়া গেল। তার পর যেন আমার স্বামীর মনের পরি-বর্ত্তন হইতেছে বুঝিলাম। তিনি আমার প্রতি অল্পে অল্পে স্নেহশীল হইতে লাগি-লেন। প্রায় প্রত্যহই স্বর্ণলতা আমাকে যেরূপে নির্য্যাতন করিতেন, আর আমি যে প্রকার সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকিতাম, স্বামী তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটা মিষ্ট কথায় তিনি আমার সান্ত্বনা দিতেন।

এক দিন—সেই দিন আমার জীবনের চিরস্মরণীয় অতি আনন্দের দিন—মধ্যাহ্ন-সময়ে আমি আপন শয়নপ্রকোষ্ঠে পড়িয়া অদৃষ্ট-চিন্তায় মগ্ন আছি, এমন সময়ে সহসা মনোমোহন বাবু সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার আগমনে আমি চমকিত হইলাম, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম "একি! আপনি এ ঘরে কেন?" স্বামীর আজ্ঞামত আমি মনো-মোহন বাবুর সম্মুখে বাহির হইতাম, কিন্তু কখনও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করি নাই, তিনিও অদ্যাবধি এক দিনও আমার ঘরে প্রবিষ্ট হন নাই।

অতি স্নেহস্বরে মনোমোহন বাবু বলি-লেন, "ভয় নাই শরৎ! আমাকে তোমার সহোদর ভ্রাতা বলিয়া জানিও। আমি ছয় মাস তোমার অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও পতিপ্রেমের পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইলাম, তোমার এ গুণের তুলনা হয় না। এ বাড়ী আমারই, আমার অর্থ সম্পত্তির অভাব নাই, কিন্তু আমি বড় অসুখী। আমার বাড়ীতে আসিয়া ভাগিনী স্বর্ণ-লতার ব্যবহারে তুমি যেরূপ অপমানিত হইতেছ, তাহাতে আমিও বড় মনস্তাপ পাইতেছি: তোমার যোগ্য আতিথ্য ও সম্মান না করিয়া তোমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। দেবেন (আমার স্বামীর নাম) অতি মূর্খ, তাই সে অকারণে তোমার নির্য্যাতন করিতেছে। আমি শীঘ্রই তোমাকে এ যাতনা হইতে মুক্ত করিব ভাবিয়াছি। আর বেশী কি বলিব, তোমার শুভানুধ্যায়ী ভ্রাতা জানিয়া আমাকে মনে রাখিও।" আমি লজ্জিতা হইয়া অধোমুখে রহিলাম,

কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। এমন সময় বাহিরে স্বর্ণলতার কর্কশ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। তিনি বলিতেছিলেন, "থাক তুমি কালো পেত্নী লইয়া, আমি তোমার সংসারে আগুন দিয়া চলিলাম, আমাকে মনঃকষ্ট দিয়া দেখি তুমি কেমনে সুখী হইতে পার?" শুনিয়া মনোমোহন বাবু উঠিলেন, এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহ ঈশ্বর-সমীপে নিজের মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া সে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

তারপর স্বর্ণলতার উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তিতে বিকট তর্জ্জন গর্জ্জন ও তৎসহ আমার লাঞ্ছনার কথা আর কি বলিব? স্বর্ণলতা আমার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আসিলেন। অমনি মনোমোহন বাবু আসিয়া সবলে স্বর্ণলতাকে গৃহমধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া, ক্রোধোদ্দীপ্ত ভাবে বলিলেন "রাক্ষসী! তোমার এত অহঙ্কার! ভদ্রকন্যার অপমান কর? তুমি যাহা ভাবিয়াছ তাহা নয়, উনি দেবেনের স্ত্রী। যদি ছার সৌন্দর্য্যগর্ব্বে উন্মত্তা না হইতে, তাহা হইলে বুঝিতে উনি তোমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা। তোমার ন্যায় সর্পিণী অপেক্ষা সত্যই যদি উঁহার মত স্ত্রীরত্নের স্বামী হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমার জীবন এত অশান্তিময় হইত না। তোমার জ্বালায় আমি সংসার পরিত্যাগ করিব, আর সহ্য হয় না।" আমি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, কাহারও কথা সমাপনান্তে সেই সময়ে আমার স্বামী বাড়ী ফিরিলেন। মনোমোহন বাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়াই স্বামী "কি হইয়াছে মণি!" বলিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন, এবং নিজ-প্রকোষ্ঠে টানিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে কিছু রহস্য আছে তাহা বুঝিলাম, স্বর্ণলতা মনোমোহন বাবুর স্ত্রী, আজ তাহা জানিতে পারিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। স্বর্ণলতা তবে কি আমার স্বামীর রক্ষিতা নয়? মনোমোহন বাবুই বা কে? একি কাণ্ড? আমি হতবুদ্ধি হইয়া এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় আবার মনোমোহন বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিতেছেন "দেবেন তুমি অতি হতভাগ্য, তুমি কি ভ্রান্ত। তুমি এমন স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা কর? ছাই সৌন্দর্য্য। বোঝতেছ না রূপের মোহে ভুলিয়া আমার জীবনের সকল সুখ শান্তি নষ্ট হইয়া গেল, এক দিনের জন্য স্ত্রীর একটা মিষ্ট সম্ভাষণ আজ অবধি শুনিতে পাইলাম না। এক্ষণে বুঝিলাম রমণীর প্রেমপূত হৃদয়ের নিকট দেহের সৌন্দর্য্য অতি তুচ্ছ—অতি আকিঞ্চিৎকর। স্বর্ণলতার নিকটে রাখিয়া সরযূকে কেন বৃথা যাতনা দিতেছ? আর তোমার পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, সাধ্বী জানকীর ন্যায় সরযূ তোমারি ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় অতি সাবধানতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে, সরযূর মত স্ত্রীরত্ন সংসারে দুর্লভ।" আমার স্বামী তাঁহাকে সান্ত্বনাবিধ প্রবোধ-বাক্যে শান্ত করিতেছেন, শুনিলাম।"

এতক্ষণে আমি আমার স্বামীর হৃদয়-ভাব ভেদ করিতে সমর্থ হইলাম। তিনি যে এতদিন এত যন্ত্রণা দিয়া আমার সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিলেন, আজ তাহা বুঝিলাম। ধন্য পরমেশ্বর! আমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি। স্বামীর এইবার আমার অভিমান হইল, আমি তাঁহার নিকট কিসে এমন অবিশ্বাসিনী হইলাম, যাহাতে তিনি এই রূপে আমার পরীক্ষা লইলেন—আমার সঙ্গে এত প্রতারণা করিলেন? স্বামীর চেষ্টায় তারপর স্বর্ণলতা ও মনোমোহন বাবুর বিবাদভঞ্জন হইল, স্বর্ণলতা সাশ্রু-নেত্রে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিবাদ বিসম্বাদের একরূপ "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইয়া গেল।

৬

সেই দিন রাত্রে স্বামীর শয়নকক্ষেই আমার স্থান হইল। স্বামীর উপর আমার রাগ অভিমানের কথা আর বলিব না, গল্প ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। পাঠিকা ভগিনীদের বিরক্তি আশঙ্কায় আর গোটাকত কথা বলিয়াই গল্পের উপসংহার করিব।

স্বামীর নিকট শুনিলাম মনোমোহন বাবু তাঁহার সহাধ্যায়ী, অতি প্রিয়বন্ধু তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কোন পল্লীগ্রামের জমীদার-সন্তান। উভয়েই রূপের উপাসক, সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করিতে উভয়েরই আশৈশব আকিঞ্চন ছিল। মনোমোহন বাবু জমীদারের সন্তান, তাঁহার পিতা মাতা নাই, নিজে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ধনবানের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। আর আমার স্বামী পিতা মাতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমাকে বিবাহ করিলেন, এবং আশা পূর্ণ না হওয়ায় অতৃপ্তি-জনিত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন।

যখন আমার স্বামী কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া হুগলীতে আসিলেন, তখন মনোমোহন বাবু সাদর আহ্বানে তাঁহাকে নিজ বাটীতেই স্থান দিলেন এবং বহু দিনের পর দুই বন্ধুর পরস্পর মিলনে উভয়ের মনের কথা জানাইবার সুযোগ ঘটিল। তারপর আমার স্বামী যখন মনোমোহন বাবুর পত্নীর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া নিজ দুর্ভাগ্যের কথা বলিলেন, তখন মনোমোহন বাবু উত্তর দিলেন "আর রূপের প্রশংসা করিও না, সৌন্দর্য্যের মোহে ভুলিয়া ঠকিয়াছি। এক্ষণে বুঝিতেছি, শরীরের সৌন্দর্য্য কিছুই নয়, গুণবতী সাধ্বী ভার্য্যা যাঁর, জগতে তিনিই সুখী। স্বর্ণলতার সহবাসে আমি কিছুমাত্র সুখ লাভ করিতে পারিলাম না।" আমার স্বামী বলিলেন "আচ্ছা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি এস, এবিষয়ে উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ।" তারপর উভয়ে পরামর্শ করিয়া কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন, আমাদের অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। প্রথমে স্বর্ণলতার পালা। মনোমোহন বাবু রাত্রে বাড়ী আসা বন্ধ

করিলেন, স্ত্রীর মনে অবিশ্বাস জন্মাইতে লাগিলেন যে তিনি চরিত্রের পবিত্রতা হারাইয়াছেন। সরলাই স্বর্ণলতার নিকটে পরস্ত্রীর রূপ গুণের প্রশংসা করিতেন। ধনিদুহিতা সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা স্বর্ণলতা তাহাতে একেবারে জ্বলিয়া উঠিতেন। এই বিষয় লইয়া সরলাই স্বামীকে অনুযোগ পূর্ব্বক কলহের সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার ন্যায় অমন সুন্দরীকে স্বামী তাচ্ছিল্য করিবেন,—ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না। স্বর্ণলতার ইচ্ছা হইত, স্বামীকে আজীবন ক্রীত দাস করিয়া রাখেন। উভয়ের মনান্তর বাড়িতে লাগিল। মনোমোহন বাবু ক্রমে বুঝিতে পারিলেন দাম্ভিকা স্বর্ণলতার সহবাসে তাঁহার সংসারে সুখ লাভ করা অসম্ভব। স্বর্ণলতার ক্রূর অন্তঃকরণের কপট ব্যবহারে তিনি একান্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন, জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল, তাঁহার বড় আশায় ছাই পড়িল। তারপর যেরূপ কৌশলে আমাকে স্বামী এখানে আনিয়াছিলেন ও যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই বলিয়াছি। স্বর্ণলতা মনোমোহন বাবুর বন্ধু আনিয়াই আমার স্বামীর সম্মুখ লজ্জা করিতেন না, আর আমার স্বামী খুব সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার রূপের প্রশংসা করিতেন বলিয়া স্বর্ণলতা তাঁহাকে একটু স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন।

এইরূপে আমার প্রেম ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা লইয়া সেইদিন রাত্রে স্বামী আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সরৎ! আজ জানিলাম, তোমার মত স্ত্রীলাভ করিয়া আমি যথার্থই ভাগ্যবান্। আর রূপের মোহে ভুলিব না, সৌন্দর্য্যের সাধ মিটিয়াছে। পরীক্ষায় তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, মার্জ্জনা কর। আজ হইতে আমি হৃদয়মন্দিরে তোমারই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলাম, জন্মান্তরেও যেন তোমাকে স্ত্রীরূপে প্রাপ্ত হই।" আনন্দে আমি বিশ্বসংসার ভুলিয়া গেলাম, এ অপ্রত্যাশিত সুখের আশা আমি কখনই করি নাই। কিয়ৎক্ষণ স্বামীর বুকে মস্তক রাখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে করুণাময় ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। সেইদিন হইতেই আমি সুখী।

শ্রীসুশীলাবালা দেবী।

সম্রাট মার্কস অরিলিয়সের উপদেশ।

৮ম অধ্যায়।

১। সংসারপথে সুখান্বেষণে ভ্রমণ করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ এবং কোথাও ও সুখ খুঁজিয়া পাও নাই। বাগ্‌বিতণ্ডা, ধন মান এবং ইন্দ্রিয়-ভোগ—ইহার কিছুতেই সুখ নাই। সুখ

তবে কোথায়? মানুষের স্বভাব-সঙ্গত কার্য্য কর, যে কাণ্ডে জ্ঞানবান্, মিতাচারী, সাহসী ও স্বাধীন হইতে পার, তাহাই কর, তাহাতেই সুখ পাইবে।

২। দাম্ভিকতা দমন কর, সুখ দুঃখ এবং যশঃ অপযশঃ সমতুল্য জ্ঞান কর; নির্ব্বোধ ও অকৃতজ্ঞ লোক দেখিয়া বিরক্ত হইও না এবং তাহাদিগকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিও না।

৩। কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলন জন্য যে আত্ম-গ্লানি আসে, তাহা ভাল, তাহা এক প্রকার অনুতাপ।

৪। এ দণ্ডভোগ ন্যায়সঙ্গত, কেননা তুমি অসাধু না হইয়া কেন সাধু হইবে।

৫। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যকে সুনিয়মিত কর। প্রত্যেক কার্য্যে যদি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পার, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও।

৬। ধন সম্পদ পাইয়া অহঙ্কারী হইও না এবং তাহা পরিত্যাগেও প্রস্তুত থাক।

৭। জীবনের সমগ্র ভবিষ্য চিন্তা করিয়া মনকে ক্লিষ্ট করিও না। জীবনে যে সকল অমঙ্গল পরে ঘটিবার সম্ভাবনা, এখনি তাহা চিন্তা করিয়া অধীর হইও না। সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিও যে অতীত বা ভবিষ্যৎ তোমার ক্লেশের কারণ নয়, বর্ত্তমানই তোমাকে ক্লেশ দিতেছে।

৮। মানবীয় দুর্ঘটনা ভিন্ন আর কোনও দুর্ঘটনা মানবের জীবনে ঘটে না। কোনও বাহ্য ঘটনায় যদি ব্যথিত হও, তুমি দেখ সেই ঘটনা তোমার অস্থিরতার কারণ নয়, ঘটনার চিন্তাই তাহার কারণ। মন হইতে এ চিন্তা মুছিয়া ফেলা তোমার সাধ্যায়ত্ত।

৯। মনে রাখিও মনের নিয়ামক বৃত্তি অজেয়; যখন তাহা আয়ত্ত হয়, তখন আপনাতেই সন্তুষ্ট হয় এবং যাহা ইচ্ছার বিরুদ্ধ, তাহা করে না।

১০। প্রথম দৃষ্টিতে যা দেখ, তা ছাড়া অন্য কিছু মনে ভাবিও না। যদি তুমি শুনিতে পাও কোনও ব্যক্তি তোমার নিন্দা করিয়াছে, তাই যথেষ্ট; কিন্তু সে তোমার অনিষ্ট করিয়াছে, এ সংবাদ ত পাও নাই, ইহা কেন মনে করিবে? আমার পুত্র পীড়িত, আমি চক্ষে দেখিতেছি, কিন্তু তাহাকে সঙ্কটাপন্ন দেখিতেছি না, কেন ভাবিব সে সঙ্কটাপন্ন? এইরূপ যাহা দেখিতেছ তাহাই দেখ, মনের ভিতর হইতে আর কিছু তাহাতে যোগ করিও না, তাহাহইলে তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না।

১১। মনে কর মানুষেরা তোমাকে হত্যা করিল, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল, অভিসম্পাত করিল ইহাতে তোমার চিত্তের পবিত্রতা, বিবেকিতা, মিতাচারিতা এবং ন্যায়পরতার কোনও ব্যাঘাত করিতে পারে না।

স্নেহোপহার।*

কি অতুল সুখ—সুখময়ী দিবা,
বাসরি বেলায় ফুটিল আজি,
মধু চৈত্র মাস শুক্লা পঞ্চমীতে
দাঁড়াইলি নাহা! দ্বিজবেশে সাজি॥
নবীন বয়সে নব ব্রহ্মচারী,
পবিত্রতা-মাখা অতুল প্রাণ;
তাপস কুমার তপোবনমাঝে,
গাহিছে যেন পুত সামগান॥
গৈরিক বসনে সুকুমার অঙ্গ
শোভিছে যেন কাঞ্চনে রতন;
নব যজ্ঞসূত্র গলদেশে আলা,
করে কমণ্ডলু মৃগচর্ম্মাসন॥
ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে, নিষ্কাম সাধনা,
গৃহ তপোবনে সুকৃতি-ফলে।
বঙ্গ অধ্যয়ন তপ সত্য দান,
আজিকার শিক্ষা এ যজ্ঞস্থলে॥
ভারতের বক্ষ তব মাতৃভূমি,
এ ভারত সদা মহা গরীয়ান্,
সুসন্তান বীর আর্য্যপুত্ররূপে
করহে উজ্জ্বল জননী-মান
এই যজ্ঞসূত্র দেবতার দান,
ব্রহ্ম অংশ লয়ে ব্রাহ্মণের স্থান।
এই সূত্রগ্রন্থি শুদ্ধ শক্তিময়,
করেছে ইহারে চির সুসম্মান॥
নিষ্পাপ নির্দ্দোষ হউক হৃদয়,
সুনির্ম্মল যেন জ্যোতির্ম্ময় রবি।
না থাকে কলঙ্ক অণু পরমাণু
ত্রিভুবনময় সমুজ্জ্বল সবি॥
তব যশোধারা জাহ্নবীর মত
ব্যাপ্ত হোক ধরা দুকূল ভরি,
স্বর্গ মন্দাকিনী বহে যার যথা
প্রক্ষালিয়া স্বর্গ অমরাপুরী॥
তোমার পবিত্র ব্রহ্মচারি-বেশ
দেখিতে বাসনা ছিল দেবতার,
সেই স্মৃতিখানি চমকি পরাণে
নয়নে বহায় সলিল-ধার।
সে পুত চরণে প্রণত হইয়ে
"ভিক্ষাং দেহি" বলে লও আশীর্ব্বাদ,
কল্যাণ-মালিকা দুলুক গলায়,
পূরাও মোদের জীবন-সাধ।
এই ব্রহ্মচর্য্য রাখিও যতনে,
পরম গোপনে হৃদয়মাঝে।
কমল-নিহিত পরাগ কেশর
বিলায় সুবাস প্রেমের সাজে॥
বসন্তের গন্ধ প্রকৃতি ভরিয়া
ছড়ায় সুবাস উল্লাসে মাতি,
গাহিছে সাহানা পিকবর-বধূ,
পোহাল আজিকে সুখের রাতি॥
স্নেহের নন্দন সুশীল সুজন!
হেরিয়ে তোমায় তাপসরূপ
আনন্দ সাগরে ভাসিছে এ গেহ,
মরি কি শোভা অতুল অনুপ।
আনন্দ-সমীরে নাচে লতা পাতা,
কুসুম আনন্দে ফুটিয়া রয়;
প্রেমানন্দে হের তটিনী বহিছে
কল্লোল তুলিয়া আনন্দময়॥

* শ্রীমান্ সুনীলকুমার ভাদুড়ীর ৩য় উপনয়ন উপলক্ষে।

রবি শশী দোঁহে প্রফুল্ল নয়নে
হেরে অহরহঃ তোমার মুখ,
সচ্চিদানন্দের পূত প্রেমধারা
দিতেছে প্রাণে অতুল সুখ॥
প্রকৃতির শিরে শিশির সমান
মোর আশীর্ব্বাদ মস্তকে তব
হোক বরিষণ আজি শুভ দিনে—
সংসার কাননে পুষ্প অভিনব।
কি অতুল সুখ—সুখময়ী বীণা
উপলায় আজি মোদের প্রাণ,
মঙ্গল-আরতি করি পুনরায়
গাইছে তরঙ্গে প্রমোদ-তানে
আশীর্ব্বাদিকা মাসীমা
ভাগ্নে—দেবী।

দৈব-বিড়ম্বনা।

দিগাবাটী গ্রামে "কেবলনাথ" নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কেবলনাথ হিংসাপরায়ণ ও পরানিষ্টকারী বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রামের মধ্যে তাঁহার বেশ একটু প্রতিপত্তি ছিল। তরঙ্গ-রঙ্গিণী ও প্রমোদ-উদ্যান-বিহারিণী নাম্নী দুই কন্যা ব্যতীত তাঁহার আর কোন সন্তান ছিল না। দশ বৎসর হয় কন্যা দুটীকে পাত্রস্থ করিয়া কেবলনাথ সত্যশেখর ও মুক্তকেশর নামে দুইটী জামাতার শ্বশুর হইয়াছিলেন।

রঙ্গিণী ও বিহারিণী দুই ভগ্নী একটু আধটু লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতের সঙ্গে দুই একখানি নভেল নাটকের আশাপোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছে। অতএব তাহারা যে "শিক্ষিতা" বলিয়া অহঙ্কার করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

রঙ্গিণীর স্বামী সত্যশেখর আজ পনর দিন হইল বাড়ী আসিয়াছেন। দাদা মিত্যশেখর ভ্রাতার আগমনে প্রীত হইয়া বধূমাতাকে দিগাবাটী হইতে নিজ বাটীতে আনাইলেন।

রঙ্গিণী আজ দশ দিন হইল পতিগৃহে আসিয়াছে। বেশ আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটিতেছিল, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা রঙ্গিণী স্বামীর মনের ভাবান্তর বুঝিতে পারিল। তরঙ্গ-রঙ্গিণীর চিত্তসাগরে তরঙ্গ বহিল, তবে কি দুঃখে কে বলিবে?

রঙ্গিণী কহিল কি হইয়াছে ভাঙ্গিয়া বল

সত্য। রঙ্গিণী! আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।

রঙ্গিণী। তাত জানি।

সত্য। না—তাতুমি জাননা, জানলে—সত্য আর কহিতে পারিলেন না, চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভিজিয়া গেল।

রঙ্গিণী বদনাঞ্চলে স্বামীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল "কি হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া বল।"

সত্য। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি রঙ্গিণী!

রঙ্গিণী। আমিও তোমাকে বড় ভালবাসি!

সত্য। আমি পূর্ব্বে তাহাই বিশ্বাস করিতাম।

রঙ্গিণী। পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে? কি বলিতেছ, তুমি কি পাগল হইয়াছ?

সত্য। হই নাই, বোধ হয় শীঘ্র হইব।

রঙ্গিণী। কেন, পাগল হইবে কেন? কি এমন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে?

সত্য। শুনিবে রঙ্গিণী কি হইয়াছে?

রঙ্গিণী। শুনিবার ত ইচ্ছা, কিন্তু তুমি না বলিলে কেমন করিয়া শুনিব?

তবে শোন বলিয়া সত্যশেখর রঙ্গিণীর কাণে কাণে কহিল "আমি আমি তোমাকে দাদার ঘর হইতে বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইতে দেখিয়াছি রঙ্গিণী! রঙ্গিণী রঙ্গিণী রঙ্গণ আমার, তুমি কি ভ্রষ্টা? রঙ্গিণী বজ্রাহতা লতিকার ন্যায় স্বামীর পদতলে পতিত হইল—কহিল "তখন ভাসুর ঠাকুর গৃহে ছিলেন না।"

৩

সত্যশেখর রঙ্গিণীকে সুস্থ করিয়া তুলিয়া বসাইলেন। রঙ্গিণী স্বামীর কোলে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কাঁদিল। শেষে কহিল "তুমি পাগল হইয়াছ।"

এই ঘটনার পর প্রায় বিংশতি দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু সত্যশেখরের মনোমালিন্য দূর হইল না—রঙ্গিণীর দুঃখও দূর হইল না। তাহার পর সত্যশেখর বিদেশে চলিয়া গেলেন, কেবলনাথ কন্যাকে দিবার্বাটী আনাইলেন।

রঙ্গিণী মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিল, কাহারো নিকট কিছু কহিল না। সত্যশেখর রঙ্গিণীর নিকট চিঠি পত্র লিখিতেন বটে, কিন্তু সে সব পাগলের প্রলাপে-পূর্ণ।

রঙ্গিণীর দুঃখের সীমা-পরিসীমা নাই। কন্যার মলিন বদন ও প্রভাশূন্য চক্ষু দেখিয়া কেবলনাথ জামাতাকে আনাইলেন। সত্যশেখর শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন, কিন্তু কখন গৃহের বাহির হন না—রঙ্গিণীকে লইয়া সদা সর্ব্বদা গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া থাকেন। একদিন তিনি ঘরের বাহির হইয়া বেড়াইতে গেলেন। সুমতির প্রয়োচনায় কি কুমতির প্রয়োচনায় কে বলিবে?

তাঁহাকে নিকটে পাইয়া একজন প্রতিবেশী তাহাকে গল্পচ্ছলে একটি কথা শুনাইল। হায়! মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, সত্যশেখর প্রতিবেশীর গল্প শুনিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন এবং দৌড়াইতে দৌড়াইতে রঙ্গিণীর নিকট গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু উল্টে উঠিল, বদন হইতে ফেনজল নির্গত হইতে লাগিল, রঙ্গিণীর দুঃখসাগরে প্রবল বন্যার তরঙ্গ বহিল।

৪

ইতিমধ্যে রঙ্গিণী যৌবন-সুলভ চপলতা বশতঃ যে একটি প্রাণনাশক কথার সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহা এই:—একদিন রঙ্গিণী তুলসী গাছের নীচে বসিয়া একছড়া বেল ফুলের মালা গাঁথিতেছিল। তখন অপরাহ্ণকাল; কাশীপতিকে তাহার পিতামাতা কেহই সে সময় গৃহে ছিলেন না। এই অবসরে বিব্রত নামে একজন অশিষ্ট যুবক তথায় প্রবেশ করিয়া মৃদু মধুর স্বরে কহিল "রঙ্গিণী! তুমি কাহার জন্য মালা গাঁথিতেছ? তোমার ঐ রুচিকর মালা গ্রহণ করিতে পারে, এমন ভাগ্যবান্ ত দিগ্বিদিগেও দেখি না।"

হয়ত পতিব্রতা রঙ্গিণীর বিব্রতের কথায় পতিকেই মনে হইল। রঙ্গিণী অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া মধুর হাসি হাসিল। সেই সময় সহসা রায়ের বৌ ওরফে পাড়াকুঁদুলী নামে একজন স্ত্রীলোক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল বিব্রত সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, রঙ্গিণী মুখে আঁচল দিয়া হাসিতেছে ও মালা গাঁথিতেছে। পাড়াকুঁদুলীকে দেখিবামাত্র বিব্রত চলিয়া গেল। রঙ্গিণী মুখের আঁচল ফেলিয়া পূর্ব্বভাব ধারণ করিল।

রায়ের বৌ রাগিয়া লাল হইল। "পর পুরুষের সঙ্গে হাসাহাসি কেন?" ইত্যাদি অকথ্য ভাষায় রঙ্গিণীকে গাল দিল। তাহার সে ভাব দেখিয়া দুঃখিনী রঙ্গিণী লজ্জায় মরমে মরিল।

পাড়াকুঁদুলী রায়ের বৌর অন্তরে দয়া মায়ার লেশ ছিল না—পরনিন্দা পরচর্চ্চাই তাহার ব্যবসা—অতএব সে এই কথার তিলকে তাল করিয়া রটনা করিল। দিনে দিনে এই কথা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া রঙ্গিণীর সরল বক্ষের উপর কঠিন বজ্রপাতের আয়োজন করিল।

বহুদিন পরে আজ সত্যশেখরের কর্ণে সেই কথার প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে লুটাইতে লাগিলেন। রঙ্গিণী তাহাকে অনেক শুশ্রূষায় সুস্থ করিলেন বটে, কিন্তু সত্যশেখরের মস্তক বিকৃত ভাব ধারণ করিল—মুখে কেবল "খুন করিব, খুন করিব।"

রঙ্গিণী কহিল কাহাকে, কাহাকে?

সত্য। তোমাকে, তোমাকে।

তাহার পর সত্যশেখর কেবলনাথকে কহিলেন "আমি পরিবার লইয়া বাড়ী যাব।" মূর্খ কেবলনাথ তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া জামাতার সঙ্গে কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন।

৫

রঙ্গিণী শ্বশুরগৃহে গেল, কিন্তু অধিক দিন বাস করিতে পারিল না। সত্যশেখর তাহার উপর এত অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল যে রঙ্গিণী প্রাণের ভয়ে পুনরায় পিত্রালয়ে পলাইয়া আসিল। সত্যশেখর নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনও খবর পাওয়া গেল না। এই ভাবে ৩ বৎসর অতীত হইল।

একদিন বৈকালে রঙ্গিণী ঘরে বসিয়া সুর করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিতেছিল :—

"অন্ন ধন অন্ন মন অন্নত জীবন,
সেই সে আমার স্বামী কমল-লোচন।"
(অন্যত্র)
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি,
সীতা বিনে আমি যেন মণিহারা ফণী।"

এমন সময় তাহাদের বহির্বাটীর দ্বারে কে গাইল,—

যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাতা।

এমন মধুরকণ্ঠ কে রে? বলিয়া রঙ্গিণী রামায়ণ ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল। দ্বারে একজন তরুণবয়স্ক যুবক সন্ন্যাসী। রঙ্গিণী গবাক্ষ-দ্বার দিয়া সন্ন্যাসীর সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পূর্ব্বাহ্নের প্রাচীন তপনের উজ্জ্বল আলো সে সুন্দর মুখে পড়িয়া আরো সুন্দর দেখাইতেছিল। পশ্চাৎস্থিত সেফালি বৃক্ষ হইতে ছুটি একটি ফুল সন্ন্যাসীর কালো কেশের উপর পড়িতেছিল। রঙ্গিণী ক্ষণেক আত্মহারা হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর সেখান হইতে সরিয়া গেল। সুধায় তাহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, সে আপনাকে অপেনি ধিক্কার দিল।

সহসা তাহার একজন সমবয়সী প্রতিবেশিনী আসিয়া তাহাকে তর্জ্জনী তাড়না করিয়া কহিল "কি দেখিস, ও যে সত্যশেখর।" আনন্দে রঙ্গিণীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, লজ্জায় মুখ লাল হইল। রঙ্গিণী মুখ নত করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিল "ওঃ সেই অন্তইত্—"

৯

সত্যশেখর ও রঙ্গিণীর আবার মিলন হইল। রঙ্গিণী স্বামিকৃত পূর্ব্ব অত্যাচার ভুলিয়া গেল। সত্যও মনোভাব চাপিয়া গেলেন। শ্বশুর শাশুড়ীও জামাইর পাগলামীর কোন পরিচয় পাইলেন না।

এইরূপ সুখে সচ্ছন্দে আমোদ প্রমোদে রঙ্গিণী মাস দুই কাটাইল, কিন্তু একদিন শেষ রাত্রে সত্যশেখর রঙ্গিণীকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া কহিলেন "আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে, বাতাস কর।"

রঙ্গিণী বাতাস করিতে লাগিল। সম্মুখে একটি হামানদিস্তার ওঁটা ছিল, সত্যশেখর তাহা তুলিয়া প্রচণ্ড বেগে রঙ্গিণীর মাথায় মারিলেন, রঙ্গিণী বিষম চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।

রঙ্গিণীর পিতা মাতা আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। চারিদিকে রক্তে রক্তগঙ্গা, মধ্যে রঙ্গিণী পড়িয়া চীৎকার করিতেছে ও বলিতেছে "মারিও না বাবা, পাগলকে মারিও না।"

গ্রামবাসিগণ একত্র হইয়া সত্যশেখরের অনেক সন্ধান করিল, কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

অনেক কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া রঙ্গিণী বাঁচিল। কিন্তু সত্যশেখর কোথায়?

১০

সত্যশেখর রঙ্গিণীকে প্রচণ্ড প্রহার

করিয়া পলাইল, ভাবিল "সে মরিয়াছে, নিশ্চয় মরিয়াছে।" তখন সে বাড়ী গেল এবং গর্ত্ত হইতে একটী কাল ভুজঙ্গ ধরিয়া গলায় জড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। কহিতে লাগিল "মরিয়াছে, সে মরিয়াছে।" ক্রোধিত সর্প তাহাকে পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে লাগিল। উন্মত্ত-হৃদয় বালিত-হৃদয় সত্যপ্রেমের ইহাও মৃত্যু সম্বন্ধে যথেষ্ট মনে না করিয়া সর্পদষ্ট স্থান সকল আগ্রহের সহিত চাটিতে লাগিল। সে যেন কত ক্ষুধিত, কতই পিপাসিত। মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিল। সে তখন সর্প ফেলিয়া পরিধেয় বস্ত্রে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া ভূমিতলে শয়ন করিল। আর উঠিল না। ব্রহ্মিণী বিধবা হইল। হাতের শঙ্খ ও দেহের ভূষণ সমস্ত ফেলিয়া দিল এবং পরম পবিত্র ভাবে পিতা মাতার সেবায় মনোনিবেশ করিল।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

রত্নহার।

কৃতাং তীক্ষ্ণমপি প্রেয়ঃ সত্যাতেজঃ প্রবাধতম্।
ভাবো যদা তুদং যাথা স তেজস্বী নরোত্তমঃ ১।

সত্যের প্রখর তেজ যার সুধাময়,
কঠোর কর্ত্তব্যে যার প্রফুল্ল হৃদয়,
ভ্রান্ত-পথে বিঘ্নবাধা যায় তৃণ জ্ঞান,
যথার্থ তেজস্বী সেই মনুষ্যপ্রধান। ১।

ন শৌচং দেহসংস্কারে নেন্দ্রিয়ার্থেষু যা সুখম্।
সদা সুখং চ শৌচং চ শুদ্ধভাবঃ সমাশ্রিতম্। ২।

দেহের সংস্কার নহে শুচির কারণ,
সুখের সাধন নহে ইন্দ্রিয়-সেবন,
মনে সদা শুদ্ধভাব যে করে পোষণ,
সর্ব্বকালে শুচি সেই, সুখী সেই জন। ২।

যে সর্বত্যাগিনঃ পূতা ব্রহ্মজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ং পাত্রে চারিষ্টস্তে লোকপাবনাঃ। ৩।

একমাত্র ভগবানে হেরি' সর্ব্বময়,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাহাদের হয়,
লোক-হিতে সর্ব্বত্যাগী ভুবনপাবন,
এ ভবে যথার্থ তীর্থ সেই সাধুগণ। ৩।

পাপেঽপ্যপাপঃ পরবেদ্যপাত্মিষ্ঠে প্রিয়াপি যঃ।
মৈত্রীপ্রসাদোপেক্ষাসু মুক্তিঃ করে স্থিতা। ৪।*

দারুণ শত্রুর প্রতি নিষ্পাপহৃদয়,
কষ্টভাবে গালি দিলে মিষ্ট কথা কয়,
প্রেমে গলি' যার আত্মা হয় বিশ্বময়,
তাহার নির্ব্বাণ মুক্তি স্বহস্তেই রয়। ৪।

যদা বিবর্দ্ধিতং যজ্ঞো হ্যাত্মাত্মা চ সংস্কৃতঃ।
বিপদঃ পদবো যথ্যাঃ স এব খলু যাজ্ঞিকঃ। ৫।

বিশ্বহিত যজ্ঞে অগ্নি হৃদে যার জ্বলে,
আত্মাকে আহুতি দেয় সে পুণ্য অনলে,
কামাদি ইন্দ্রিয়-পশু করে বলিদান,
যথার্থে যাজ্ঞিক ভবে সেই পুণ্যবান্। ৫।

অভিমানেন যদ্যত্তঃ তদ্যত্তঃ ক্ষয়িতে হুতম্।
তস্মা বিশুদ্ধয়ে যজ্ঞমুদ্ধরায় কল্পতে। ৬।

অভিমানে যাহা কিছু কর তুমি দান,
সে শুধুই ভস্মে ঘৃত ঢালার সমান,

---

* এ শ্লোকটী প্রাচীন।

সা দা ও বিশুদ্ধ প্রেমে হইয়া তন্ময়,
তাহাই অমৃতরূপে পরিণত হয়।৬।

ভক্তিহীনা যা ধী র্যুক্তিঃ শাস্ত্রমাত্রানুশীলনী।
সহমার্গং ন সা বেত্তি দর্ব্বী পাকরসং যথা।৭।

ভক্তি নাই, শুধু করে শাস্ত্র আলোচন,
হেন বুদ্ধি নাহি বুঝে পরমার্থ ধন,
দর্ব্বী যেন! নাড়ে চাড়ে তুলিই ব্যঞ্জন,
কিন্তু সে মিষ্টের স্বাদ জানেনা কেমন।৭

আবহ্মস্তম্বপর্য্যন্তজন্তুসন্তর্পণং মহা।
লব্ধুমেষ যত্ন সত্রস্তবৈর হৃদয়ে হরিঃ।৮।

ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু পর্য্যন্ত সবার
তৃপ্তির উদ্দেশে যাহে নিত্য যজ্ঞ যার,
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি ভবনে তাহার
সদাই পরমানন্দে করেন বিহার।৮।

হিরণ্ময়ৈরপি হৈলাগারৈঃ
ন মন্দিরং ভক্তিহীনস্য যস্য।
মহাত্মনো বিশ্বজনীনবৃত্তেঃ
সাধোর্মনো মন্দিরমীশ্বরস্য।৯।

স্বর্ণ মন্দির তুমি করিয়া নির্ম্মিত,
প্রদীপ্ত রতনে তাহা কর সুসজ্জিত,
ঈশ্বরের তাহে নাহি হয় অধিষ্ঠান,
বিতরে লোকে কি কভু বিভু ভগবান্?
যে মহাত্মা বিশ্বহিতে সঁপিয়াছে প্রাণ,
তারি হৃদে ঈশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান।৯।

ন শ্রীমতে স্বর্ণময়ীমণীকুট্টিমঃ
ন শ্রীমতে সকলগ্রাসচীনরপীনঃ।
তৎপক্ষয়া বিগলদর্জ্জিতদার্দ্রয়েব
প্রীতিঃ বিভুর্ভরিতয়া কলয়াতি যস্য।১০।

সমস্ত গঙ্গার জলে লক্ষলের ফুলে
পুজিলেও তুমি নাহি তায়

ভক্তি-জলে তিতাইয়া হৃদয়-কমল—
দিলেই হয়েন তুষ্ট ভকত-বৎসল।১০।

ন শান্তিরৈশ্বর্য্যবিলাসদীপ্তে
হৃদো হৃদয়ো বদনীতরস্য।
কৃপাবশেষেষু জনস্য তেষু
সদা কুটীরেষু সবৈব শান্তিঃ।১১।

যথা রাজগৃহ যথা ঐশ্বর্য্য-বিলাস,
সে স্থান কখন নহে শান্তির আবাস,
সাধুর কুটীর যাহা জীর্ণ শীর্ণ অতি,
সেই স্থানে সর্ব্বকাল শান্তির বসতি।১১।

অবেহস্মিন্ সলিলোচ্ছলনীতিবুদ্বুদফেনুরে।
জন্মভূমিহিতে প্রাণান্ যস্যাজেঃ সোঽমরো নরঃ।১২

তরঙ্গ-বুদ্বুদ-লীলা সলিলে যেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন;
জন্মভূমি-হিতে প্রাণ করে যেই দান,
সে নর অমর, সেই মহাভাগ্যবান্।১২।

যো জাতিবর্ণাদিবিভেদশূন্যঃ
স্বদেশলাভে নিজান্ কুটুম্বান্।
লোকহিতায় যস্ত
স বিশ্বপূজ্যো গুরুরাত্মবাতা।১৩।

জাতি-বর্ণ-ভাষা-ধর্ম্ম করে না বিচার,
স্বদেশীমাত্রেই যার নিজ পরিবার।
লোক-হিতে আত্মত্যাগী দধীচি-সমান,
বিশ্বের নমস্য সেই গুরুর প্রধান।১৩।

[illegible]

জন্মভূমি-মাতৃপদে বাঁধা যার মন,
তাহারি নাহিক নাশ, নাহিক পতন।১৪।

সিন্ধুঃ পতো মাধিকনঃ স্বরূপং
বিন্দুর্যথা সিন্ধুমবেষ্য যোগে।
বিশ্বাত্মনঃ বিশ্বহিতেষণা যঃ
প্রয়াতি নিত্যোঽমরতামুপৈতোঽমরো ন ১৫।

বিন্দু যথা সিন্ধুমাঝে পতিত হইয়া
সিন্ধুময় হয় নিজ অস্তিত্ব ছাড়িয়া,
তেমতি যে বিশ্বহিতে অবিরত রত,
বিশ্ব-আত্মা-রূপে শেষে হয় পরিণত;
যথার্থ অমর সেই এ মর ভুবনে,
অমরেও করে পূজা তাহার চরণে।১৫।

সাধোঃ পরার্থৈকফলঃ চরিত্রঃ
মধু ক্ষরন্তোব বিশালকেষপি।
অপুষ্পসৌরভ্যসুধাসধাদৈঃ
হেতুর্দুঃ চন্দন আহবোতি ন ১৬।

পরহিত-সাধনাই সাধুর স্বভাব,
প্রাণঘাতকেও তার কি মধুর ভাব!
খণ্ড খণ্ড করি' যেই করিছে ছেদন,
পুলকিত করে তারে সৌরভে চন্দন।১৬।

পাটীর! ধন্যঃ ভুবি জীবনং তে
শ্রীখণ্ডি দেহং চ মনঃ পুনাসি।
যাং নিঃসতো বা দহতোঽপি বহ্নিঃ
পুষ্ণাসি দিবোন হি সৌরভেণ ন ১৭।

চন্দন! ভুবনে ধন্য তোমারি জীবন!
তব সঙ্গে পূত স্নিগ্ধ হয় দেহ মন;
চূর্ণ করি' যে তোমারে করিছে পেষণ,
যে তোমারে হুতাশনে করিছে দহন,
অপূর্ব্ব সৌরভে মুগ্ধ করে তার মন,
পরাহিতে আত্মত্যাগী কে আছে এমন।১৭।

সর্ব্বত্র যাতি পবনোঽবিশেষেণ সৌমনঃ
সৌমনঃ যদাতি কিমপাদ্ ইতস্ততঃ
নিঃশব্দমেব দহমানো দদাতি গন্ধং
সাধুঃ সদা পরহিতায় কৃতাভিযোগঃ।১৮।

নীরবে সর্ব্বত্র সদা বহে সমীরণ,
চন্দ্র সূর্য্য নীরবেই দিতেছে কিরণ,
নিঃশব্দে কুসুম করে সৌরভ বিস্তার,
নীরবেই করে সাধু পর-উপকার।১৮।

ধনজনগৃহহীনো নৈব হীনো নরঃ স্যাৎ
অধমকুলভবো বা নৈব হীনো নরঃ স্যাৎ।
স ভবতি খলু হীনো জ্ঞানবিজ্ঞানহীনঃ
জনয়তি ন যাবত্ হীনো মাতৃভূমৌ সুভক্তিম্।১৯।

ধনজনগৃহহীনে হীন নাহি কয়,
জন্মিলে অধম কুলে হীন নাহি হয়;
বিদ্যা না থাকিলে হীন নাহি হয় নর,
মাতৃ-ভূমি-ভক্তিহীন, হীন সে পামর।১৯।

জয় জয় ভয়হারিন্ দীনহীনৈকবন্ধো!
জয় জয় জগদীশ প্রেমকারুণ্যসিন্ধো!
হর হর পরমাত্মন্! সর্ব্বদুঃখান্ধকারং
জনয় হৃদি সুভাষাং মাতৃভূস্তক্তিদীপম্।২০।

হে ভয়হারিন্! দীন-হীনের একমাত্র আশ্রয়! জয় তোমার জয়! হে প্রেমময় করুণাসিন্ধু! জগদীশ! জয় তোমার জয়। হে পরমাত্মন্! তুমি এ সন্তানগণের হৃদয়ে অক্ষয় স্বদেশভক্তি-দীপ জ্বালিয়া দাও! সকলের দুঃখান্ধকার দূর কর।২০।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

বঙ্গমাতা।

(১)

ভারতের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ তুমি বঙ্গদেশ,
হৃদয়স্থ আর্য্যাবর্ত্ত-মহিমার শেষ।
শিরেতে কাঞ্চনশৃঙ্গ শোভে গিরিবর,
পাদদেশ ধৌত করে বিশাল সাগর।
ভাগীরথী বহি নদী সখাগণ সনে
সাজায় তোমায় ক্ষেত্র বন উপবনে!
পবিত্র ঔষধি বনস্পতি অগণন,
কুঞ্জে কুঞ্জে কলকণ্ঠ বিহঙ্গ-কূজন,
সুফলা সুজলা তুমি শ্যামাঙ্গী শোভনা,
কোন্ দেশ তব সহ হইবে তুলনা?

(২)

আট কোটি সন্তানের তুমি মা জননী,
জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম শান্তি রতনের খনি!
উদার তোমার ক্রোড়ে সবে পায় স্থান,
আর্য্য কি অনার্য্য হিন্দু বৌদ্ধ মোসলমান।
আর্য্যাবর্ত্ত হতে যেথা আসি আর্য্যগণ
মহত্তর সভ্যতার করিলা পত্তন।
পাশ্চাত্য জ্যোতির তাহে হইয়া সংযোগ
সাজিয়াছে চারু "মণিকাঞ্চনীয়" যোগ।
শ্রী সম্পদ্ বিদ্যা গুণ ছয়ে একত্বল,
দিন দিন তব মুখ করিছে উজ্জ্বল।

(৩)

মা! তুমি প্রসবিয়াছ কত সুসন্তান,
এক এক দিক্‌পাল কৃতী বলবান্।
ছাড়ি বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য দেবমূর্ত্তিগণ,
গত শত বর্ষ মাত্র করিলে গণন,
আদর্শ সন্তান তব রাজা রামমোহন,
অক্ষয়, বিদ্যাসাগর, শ্রীমধুসূদন,
হরিশ, রাজেন্দ্র, পারী, দেবেন্দ্র, কেশব,
কৃষ্ণদাস, মহেন্দ্র, বঙ্কিম গুণার্ণব।
আরো কত সুসন্তান ধরিলে উদরে,
রত্নগর্ভা বলি তোমা জগৎ আদরে।

(৪)

তব ভাষা দেবভাষা হতে সমুদ্ভূত,
কি সরল, কি মধুর, সর্ব্বগুণযুত।
কবি এই ভাষা লয়ে নানা ছন্দে বন্ধে
গাহিছে রসাল গান মনের আনন্দে।
বাগ্মী এই ভাষা-শক্তি করি আলম্বন
সহস্র সহস্র প্রাণ করে উদ্দীপন।
সাহিত্য বিজ্ঞানে কাব্য জীবনচরিত
উপন্যাস ইতিহাস হ'তেছে রচিত।
দৈবশক্তি এ ভাষায় রয়েছে নিহিত,
করিবেক একদিন বিশ্ব চমকিত।

(৫)

সত্য ধর্ম্ম বঙ্গে পুনঃ হইয়া উদয়
নবতেজে প্রচারিত ভূমণ্ডলময়।
স্ত্রীশিক্ষা বিধবোদ্বাহ, সমাজ-সংস্কার
বঙ্গ হ'তে চারিদিকে হতেছে প্রচার।
রাজনীতি দেশপ্রীতি তরঙ্গ উঠিয়া
প্লাবনে সকল দেশ দেয় ভাসাইয়া।
যন্ত্রাযন্ত্র দিবা নিশি চলে অবিশ্রাম,
কত গ্রন্থ পুস্তিকা পত্রীর ধুমধাম।
বঙ্গবাসী অগ্নিহোত্রী অগ্নিমন্ত্র-বলে
ভ্রমিয়া ভারত অদ্য প্রাণিছে সকলে।

(৬)

কিন্তু দীন পরাধীন তুমি মা জননী,
তব শিরে পড়িতেছে কতই অশনি।

চতুর্দ্দিক মড়ক মারকতা পাপাচার
রাজভয় দস্যুভয় অশেষপ্রকার।
রীজদণ্ডে আজি মা তোমার ফলের
বিখণ্ডিত, হায়! সন্তানেরা অতঃপর।
এক জননীর রক্তধারের শিরায়,
এক আশা—এক ভাষা যাদের সহায়,
কাঁদে তারা, তুচ্ছ প্রাণ ছুড়াবার তরে,
"বন্দে মাতরম্" নাদ তাই ঘরে ঘরে।

(৭)

কেঁদনা কেঁদনা মাগো ধর ধৈর্য্য ধর,
বিপদ-ভঞ্জন তব সহায় ঈশ্বর।
তাঁর করুণায় আসিতেছে সুসময়,
তোমার সমৃদ্ধি সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়।
তোমার সন্তানগণ অগ্রণী হইয়া
বাঁধিবে একতা-ডোরে ভারতের হিয়া,
ধর্ম্মশীল কর্ম্মশীল হয়ে শীলবান্
দেশহিত ব্রতে প্রাণ দিবে বলিদান।
তাদের রুধিরে পিতৃলোকের তর্পণে
জাগিবে এ ভারতের নরনারীগণে,
নব শক্তি প্রাণে প্রাণে হইবে সঞ্চার,
পতিত ভারত পুনঃ হইবে উদ্ধার।

স্বদেশী আন্দোলন ও রমণীর কর্ত্তব্য।

(গতবারের শেষ)

এখন প্রশ্ন এই যে, পুরুষেরা যেমন স্বদেশানুরাগে উদ্দীপ্ত, স্বদেশের দুঃখে কাতর ও স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া স্বদেশের দুঃখ মোচন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, রমণীগণ কি তাঁহাদের মহৎ আদর্শের অনুসরণ এবং তাঁহাদের মহৎ কার্য্যের সমর্থন ও সাহায্য করিবেন না? রমণীগণ কি স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষদিগের শক্তির সহিত নারীশক্তি সম্মিলিত করিয়া জননী জন্মভূমিকে শক্তিশালিনী করিয়া তুলিবেন না?

রমণীদিগের অবস্থার উন্নতি হইলে যে তাঁহারা পুরুষদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না, এবং তাঁহারা যে স্বদেশী আন্দোলনের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা কি কি উপায় অবলম্বন করিলে স্বদেশের কার্য্যের উপযোগী মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি লাভ করিতে পারিবেন, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের জীবনের আদর্শকে উন্নত ও আকাঙ্ক্ষাকে মহৎ করিয়া তুলিতে হইবে। এ দেশের এই বড় দুর্ভাগ্য যে, আমরা আমাদের জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের অনেক মহৎ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি;

আমাদের গৌরব শূন্য লুপ্ত হইয়াছে; আমরা মানব-জীবনকে অতি ক্ষুদ্রভাবে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আমরা পুরুষ হই আর নারী হই, মহৎ হই আর ক্ষুদ্র হই, আমাদের প্রত্যেকের শয়ন, ভোজন ও সন্তানপালন ব্যতীতও যে জীবনের অনেক মহৎ লক্ষ্য আছে এবং সেই মহৎ লক্ষ্য পূর্ণ করিবার জন্যই যে দুর্লভ মানব-জন্ম, এ কথা ভুলিয়াই যাই। সেই জন্য এই অসীম বিশ্বে শুধু আত্মসুখেরই সন্ধান করিয়া বেড়াই, জগতের দ্বারে দুখানি হাত পাতিয়া কেবল সুখই পাইতে চাহি! কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতে লিখিয়াছেন;—

"এ সুখ-ধরণীতে কেবলি চাহ নিতে,
জানো না হবে দিতে আপনা!"

ইহা অতি সত্য কথা। সংসারের নিকট হইতে শুধুই ও আনন্দ, প্রীতি ও সুখ গ্রহণ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করি নাই। যেমন গ্রহণ করিব, তেমনি যে দিতে হইবে। প্রতিদিন প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই কলপুষ্প-সমন্বিতা বনবাটিকাবিহারিণী রমণীগণ অনেক বসিয়া, নিজের [illegible] পূর্ণ করিয়া অন্যের [illegible] কি জগতের [illegible] কোথায়ও [illegible]

বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, এখানে প্রত্যেকের দায়িত্ববোধকতা আছে; প্রত্যেকের কাছে, প্রত্যেকের কর্ত্তব্যের ঋণ আছে। সেই কর্ত্তব্যের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমরা যেমন স্ত্রী, পুত্র ও পরিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিতেছি, তেমনি কি আমাদের জননী জন্মভূমির জন্য প্রাণপণ করা প্রয়োজন নহে?

জননী জন্মভূমির জন্য প্রাণপণ করায় শুধুই যে কঠোর কর্ত্তব্যের ভার লাঘব হয়, তাহা নয়। স্বদেশের সেবাতেই আমাদের যথার্থ গৌরব এবং সর্ব্বোচ্চ সুখ, তদ্ভিন্ন ভোগে যে সুখ, তাহা অতি নিকৃষ্ট। অতএব রমণীগণ কিরূপে স্বদেশের সেবার উচ্চতম গৌরব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই ভোগবিলাসের নিকৃষ্ট সুখ তুচ্ছ করিয়া জন্মভূমির পবিত্রপ্রাণ দেহ মন সমর্পণ করিবেন।

প্রত্যেক নারী যদি জীবনের এই মহৎ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে রমণীগণ মহৎ কার্য্যে কখনই পুরুষদিগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন না; তাঁহারা স্বদেশের প্রত্যেক [illegible] টানে পুরুষ[illegible]

সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু সে ত ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমান সময়ে অন্তঃপুরের মেয়েরা প্রায় সকলেই বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে ও বাঙ্গলা বই পড়িতে পারেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের এই যৎসামান্য শিক্ষা বাজারের হিসাব পত্র রাখা, স্বামীর কাছে পত্র লেখা—এইরূপ দুএকটা আবশ্যক কাজ ছাড়া, প্রায়ই চুটকি গল্প ও অতি অসার গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহাতে অনেক সময় উপকারের পরিবর্ত্তে অতিশয় অনিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ চুটকি গল্পগুলি অসার ও অশ্লীল। এই কলিকাতা সহরের বটতলায় অনেক অশিক্ষিত কুরুচিসম্পন্ন লোক মেয়েদের ঠকাইয়া দু পয়সা রোজগার করিবার জন্য অতি কুৎসিত গ্রন্থসকল রচনা করে এবং তাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে। দুপুর বেলায় যখন বাড়ীর বাবুরা আপীসে যান, তখন ফেরিওয়ালাগণ গলিতে গলিতে ঐ সকল বই লইয়া বেড়ায়, আর হাঁক ছাড়িয়া বলে ;—

"—বাইয়ের বেরোলো ভাত,
এক রাত্রে সাত খুন !"
"গিন্নির এবার হুকুম ভারি
দিতে হবে চাকাই শাড়ী।"
"যেমী কাপড় কিন্‌তে আনা,
গিন্নির চাই হীরার গহনা।"
"কি রকম বই, কে কিন্‌বে এস !"

মেয়েরা ফেরিওয়ালাদের নিকট হইতে সস্তাদরে এই সকল বই কিনিয়া সত্বর বিষ গলাধঃকরণ করেন। কিন্তু সহজ বাঙ্গলা ভাষায় এখন কত ভাল ভাল বই প্রকাশিত হইতেছে ! বাঙ্গলা মাসিক পত্রে এবং আজ কাল বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় কত উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয়। মেয়েরা যদি ধৈর্য্য এবং মনোযোগের সহিত একটু পরিশ্রম করিয়া ঐ সকল রচনা পাঠ করেন, তাহা হইলে কত উত্তম উত্তম বিষয়ই শিক্ষা করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহারা শুধু বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়াই প্রকৃত জ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের অন্তরে মহত্ত্ব, স্বদেশানুরাগ ও সেবার ভাবও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে। তাঁহারা দেশের সকল কাজেই পুরুষদিগের কিছু না কিছু সাহায্য করিতে পারেন। যে সকল রমণী স্বদেশী আন্দোলনের সাহায্য করিতেছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই যে, ইংরাজী শিখিয়াছেন, তাহা নয়। তাঁহারা অনেকেই হয় ত সামান্য বাঙ্গলা পড়িয়াছেন, কিন্তু সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্র এবং উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা বই পড়িয়া স্বদেশের কার্য্যে অনুরাগিণী হইয়াছেন।

কথাটা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি। আমার পরিচিতা কোন রমণী আমাকে বলিয়াছেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া এত উপকার পাইয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থের নায়িকা শান্তির ন্যায় তাঁহারও স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইয়া

স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে যোগ দান করিতে একান্তিক অভিলাষ জন্মিয়াছে।

বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্র লোক শিক্ষার জন্যই তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম, এই তিন খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিলে রমণীদিগের স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইবারই সম্ভাবনা।

এই যেমন একদিকে মহিলাদিগের গ্রন্থাদি অধ্যয়নের বিষয় বলা হইল, উহা ছাড়া বর্ত্তমান সময় সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে যে সকল মহিলা-সমিতি স্থাপিত হইতেছে, তাহাতেও রমণীদিগের যোগ দান করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রতি সপ্তাহেই সংবাদপত্রে দেখিতেছি, মফঃস্বলের পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত মহিলাদিগের সভাসমিতি হইতেছে। এই সকল সভা সমিতি দ্বারা মহিলাদিগের যে কত উপকার হইবে, তাহা চিন্তা করিলেই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এই সকল সভাসমিতিদ্বারা রমণীদিগের আত্ম-চিন্তা জাগ্রত হইবে, আপনাদের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, অন্তরে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হইবে; তদ্ভিন্ন তাঁহারা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশ সম্বন্ধে মহিলাদিগের কি করিবার আছে, সে বিষয়ে দু একটি সহজ কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমতঃ বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহাদের সংকল্প যাহাতে দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতেছি অর্থের অভাব বশতঃ অনেক পুরুষের বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু গৃহকর্ত্রী রমণী-গণ যদি দেশের এই দুঃসময়ে বাঙ্গালীর মেয়ের চির-অভ্যস্ত কষ্টসহিষ্ণুতাকে আরো বর্দ্ধিত করিতে পারেন এবং সর্ব্ব-প্রকার বিলাস দ্রব্য বর্জ্জনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক স্বদেশী দ্রব্যই ক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলেই পুরুষদিগের সংকল্প অটল থাকিতে পারে। গৃহকর্ত্রীগণ যদি বিদেশী বিলাসদ্রব্য স্পর্শ করিতে না চাহেন এবং পুত্র কন্যাদিগকেও যদি সেইরূপ সংকল্পে উত্তেজিত করেন, তাহা হইলে পুরুষেরা কিছুতেই দেশের এই দুর্দ্দিনে ঘরের টাকা পরকে দিয়া পরের স্পর্দ্ধা বাড়াইতে পারিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি, স্বদেশের অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কেবলমাত্র দেশের অর্থশালী লোকেরাই অর্থ দান করিয়া সেই সকল প্রয়োজন সম্পন্ন করিবেন, এরূপ অন্যায় আশা করিলে চলিবে না। মহিলাগণ এ বিষয়ে ইচ্ছা করিলে দেশের কার্য্যের কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারেন। আমি একটি বালিকার কথা জানি, সে সুন্দর পাখা তৈয়ার করিতে পারে। কাজ কর্ম্ম করিয়া যখন তাহার অবসর হয়, তখন সে পাখা তৈয়ার করে; এবং সেই পাখা

বিক্রয় করিয়া যে পয়সা পায়, তাহা তাহাদের নীতিবিদ্যালয়ের কার্য্যের জন্য দান করে। আজ কাল বাঙ্গলা দেশের অনেক মেয়েই কিছু না কিছু শিল্পকাজ শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি তাঁহাদের অবসর মত ঐ বালিকার ন্যায় কিছু শিল্প কাজ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং তাহা স্বদেশের কার্য্যে দান করেন, তাহা হইলে স্বদেশহিতৈষী পুরুষদিগের অনেক সাহায্য হইতে পারে। দেশের সহস্র সহস্র রমণী দেশের কাজে প্রতি সপ্তাহে যদি তিন চারি ঘণ্টা করিয়াও সময় দিতে পারেন, তাহা হইলে শুধুই যে স্বদেশের কার্য্যের সাহায্য করা হইবে, তাহা নয়; ধীরে ধীরে তাঁহাদের চিত্তে স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তা জাগ্রত হইয়া উঠিবে; তাঁহারা ক্রমশঃই স্বদেশের সেবায় আপনাদিগের শক্তি অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন এবং তাহাতে এক অভিনব তৃপ্তি লাভ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ মনে করিবেন। তাঁহাদিগের এই সকল মহদ্দৃষ্টান্তে গৃহের বালক বালিকাগণ স্বদেশের কার্য্যে উৎসাহী হইয়া উঠিবে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

স্বর্গীয়া গিরিজাকুমারী দেবী।*

পৃথিবীতে অনেকেই ধন মানের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া অসারতাতে ডুবিয়া নির্জ্জীব ভাবে জন্ম মৃত্যু বিবাহ—নিয়তির অবশ্যম্ভাবী তিনটী নিয়ম পালনপূর্ব্বক ধরণীর ধূলিতে মিশিয়া যান। গন্ধবিহীন কুসুমের মত ইহাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভগবানের এই ধরণী রূপ সুন্দর উদ্যানে স্বর্গের সৌরভপূর্ণ অনেক কুসুম ফুটিয়া বিশুদ্ধতা গুণে পৃথিবীর সকলকে বিমোহিত করে। আমার শ্রদ্ধতমা ভগ্নী গিরিজা দেবী এই শ্রেণীর নারী ছিলেন। আমি যে কয়জন পুরুষ নারীকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজা করি, তন্মধ্যে তিনি একজন। আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি এই মহিলার জীবন অনুকরণ করিতে পারিলে ভারত নারী ধন্যা হইবেন।

প্রথম পরিচয়—পরলোকগতা ভগ্নী কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে আমার নিকট কোন প্রকারে পরিচিতা ছিলেন না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের বড় দিনের ছুটীর সময় বেলেঘাটার একটী একতালা বাটীতে হঠাৎ প্রভাত সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া একান্ত ত্রস্ত হইলাম। কারণ আমি তখনও মিসেস বেভারিজের (Mrs Allcroyd) ২২, বেলেঘাটা লেন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম, বয়সও বেশী ছিল না, সংসারের কোনই

* ইনি দার্জ্জিলিঙ্গ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ও স্বর্গীয়া বনলতা দেবী প্রভৃতি সুধীরঞ্জন সকলের জননী।

ধার ধারিতাম না কেবল রাত্রিদিন পড়িয়া, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। বোর্ডিং স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অভিভাবিকা সকলেই ছুটি উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন কাজেই আমাকে সহপাঠিকার সহিত ঐ গৃহে আসিয়া স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ গাঙ্গুলীর নিকট অত্যন্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক পাঠে নিযুক্ত থাকতে হইত। আমিই বয়োজ্যেষ্ঠ বিধবা-বেশী একটী সম্ভ্রান্ত মহিলাকে দেখিয়া তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত কোথায় করিব, এই ভাবনায় অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু স্নেহময়ী ভগ্নী অল্প আলাপের পরেই আমার মনের ভাব বুঝিয়া ফেলিলেন এবং দাসীর নিকট স্থানে আমার যে একটি ক্ষুদ্র উনান ছিল, কিঞ্চিদ্ধিক ঘণ্টার মধ্যে তাহাতেই ১০।১২ খানি তরকারী রাঁধিয়া পিতৃদেবকে ভোজন করাইলেন। পিতৃদেবের মুখেও গিরিজা দেবীর প্রশংসা ধরে না। এমন লক্ষ্মী গৃহকার্য্যে নিপুণা মেয়ে ব্রাহ্মসমাজে দেখাইবার যোগ্য ইত্যাদি কতই বলিলেন। আজ এত কালের ঘটনা কত জানাইব? আমি যে একান্ত সংসারানভিজ্ঞা বালিকা ছিলাম পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বর্গীয়া ভগ্নী ২।১ দিনের মধ্যেই ঘর সংসারের সকল কাজগুলি আপন হাতে লইলেন। আমাকে জোর করিয়া আহার করাইতেন, বিশুঙ্খল বেশ সুশৃঙ্খল করিয়া দিতেন, সন্ধ্যা বেলা ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে উপন্যাসের ন্যায় তাঁহার জীবনের বিচিত্র ঘটনা বিবৃত করিতেন, আমি তন্ময়চিত্তে মন্ত্র-মুগ্ধার ন্যায় সকল শুনিতাম।

২য় চিত্র—গিরিজাকুমারী সম্পন্ন মাতুল গৃহে জন্মাবধি সকলের একান্ত আদরের পাত্রী ছিলেন। শৈশবে একদিন সিন্দুর মাখায় অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া আত্মীয়দের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া সমবয়স্কাদের সহিত কতই ধূলি খেলা করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দুঃখিনী জননী দেবীকে ভূ-লুণ্ঠিত দেখিলেন, তখনও বুঝিতে পারিলেন না যে তিনি হিন্দু গৃহে চক্ষের শূল বাল-বিধবা। বলা বাহুল্য সেই মুহূর্ত্তে আদর যত্ন সকলি চলিয়া গেল। তাঁহার শ্বশুরালয়ের কেহই ভাবিলেন না, পিতৃহীনা শিশু বিধবার কি উপায় হইবে: গিরিজা দেবীর জননী আদর্শ নারী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা উৎসাহী ব্রাহ্ম। ইহাদেরই গুপ্ত উৎসাহে ও সাহায্যে গিরিজা দেবী পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব মধ্যে আসিতে সক্ষম হন। ইনি সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে আমার গৃহে আগমন করিয়া সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার ফলে বালিগঞ্জস্থ বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে বোর্ডার ভাবে গৃহীত হন এবং স্বর্গীয় ৺ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্চর্য্য অধ্যাপনাগুণে অল্প দিন মধ্যেই প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করেন। (ক্রমশঃ)

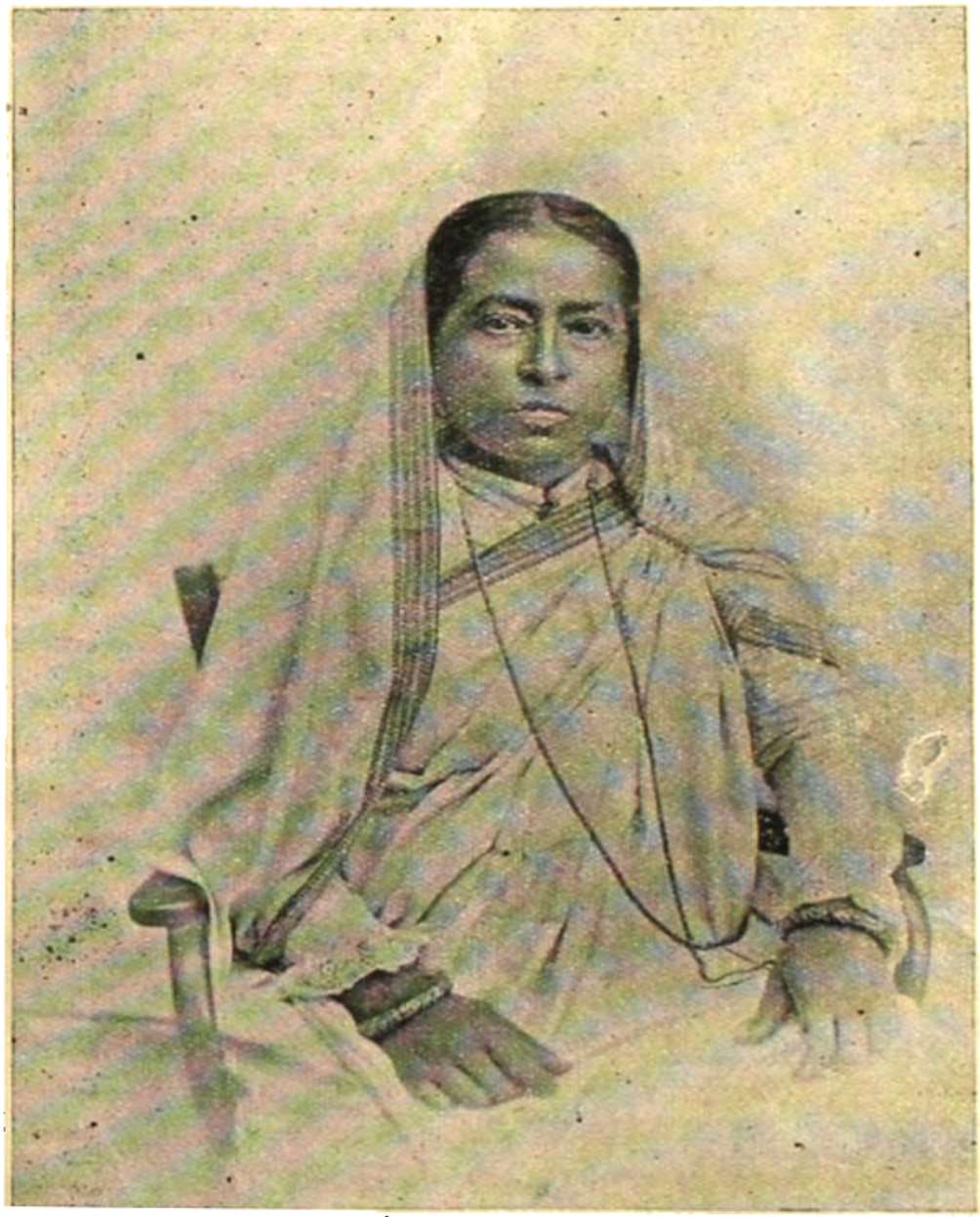

স্বর্গীয় গিরিজাকুমারী দেবী।

পরলোকগত—১৪ই মাঘ, ১৩১২ সাল।

নূতন সংবাদ।

১। বরিশালে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ স্বদেশহিতৈষীদিগের প্রতি অত্যাচারহেতু ভারতের সর্ব্বস্থানে সাধারণ সভা হইয়া তাঁহাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ ও অত্যাচারী পুলিস প্রভৃতির কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। হাইকোর্টে রীতিমত অভিযোগও উপস্থিত হইয়াছে।

২। মাননীয় গোখলে স্বদেশের কার্য্যে ৬ মাসের জন্য পুনরায় বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

৩। বর্দ্ধমানের কমিসনর গত ২৩এ এপ্রেল হুগলীতে স্থানীয় গণ্য মান্য লোকদিগকে লইয়া এক সভা করেন, তাহাতে কলিকাতা মূকবধির-বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রের শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়। শিক্ষাগুণে বোবার যে কথা কয়, তাহা না দেখিলে লোকের প্রত্যয় হয় না।

৪। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী জম্মুতে প্লেগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৫। বোম্বাইয়ে লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক দরিদ্রনিবাস নির্ম্মিত হইবে। সার করিমভয় ইব্রাহিম অভ্যর্থনা-কল্পে ৫০ হাজার টাকা উদ্ধৃত হয়। তিনি স্বয়ং আর ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

৬। গত ২৪এ এপ্রেল পার্লেমেণ্টের কমন্স সভায় কের হার্ডি স্ত্রীলোকদিগের মত দিবার অধিকার সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। তাহাতে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়।

৭। কালিফর্ণিয়ার সানফ্রান্সিস্কো পৃথিবীর মধ্যে একটী মনোহর নগরী ছিল, সম্প্রতি ভূমিকম্পে ইহা ধ্বংস হইয়াছে। তথায় মৃতের সংখ্যা সহস্রাধিক এবং আহতের সংখ্যা ১০ সহস্রাধিক। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

৮। গভীর দুঃখের সহিত কয়েকটী মৃত্যু সংবাদ দিতেছি :—

(১) গত ২৭এ এপ্রিল বামাবোধিনীর লেখিকা অশেষগুণবতী বিদুষী স্বর্গেন্দ্রবালা সরস্বতী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। (২) মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি আই ই মহাশয়। ইনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সংস্কৃত চর্চ্চার বিস্তারক এবং স্ত্রীশিক্ষাহিতৈষী ছিলেন। (৩) গত ১লা বৈশাখ বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রামদাস সেনের জননী ও তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল দেবীস্বরূপা লক্ষ্মীমণি ৮৫ বৎসর বয়সে স্বর্গগত।

বামারচনা।

নব বর্ষের প্রতি।

কেন সখে! খুলিলে অতীতের দ্বার।
সে যেন অসহ ব্যথা প্রাণে না জাগায়॥
যতটা সম্ভব সখে! মুছো আঁখিজল।
ভগ্নপ্রাণে যদি পার দিয়ো কিছু বল॥

(আজি) বিধির করুণা-রাশি জগত ভুলিছে।
শ্যামল প্রকৃতি সতী হরষে হাসিছে॥
পশিবে কি কানে হায়! সে অমৃত বাণী?
ভুলিব সকল ব্যথা—বলিব অমনি :—
"সকলি সম্ভব নাথ তোমার কৃপায়,
কে আমি করিব তবে মিছা হায় হায়?"
যে আলোক-রেখা হেরি চলেছে চরণ
উদয় জীবন-পথে—না হয় নিষ্কাম
সেই আলো-রেখাটুক—শুধু ভিক্ষা চাই।
বিমানে উড়িতে চাই—হায়! পাখা নাই॥
যেখানে সুগন্ধি ফুল, লও মোরে তথা।
সৌরভে ভুলিব যত অতীতের ব্যথা॥
যেখানেতে গেছ মম—যাও তথা নিয়ে।
ধন্য এ জীবন হবে আত্মজন পেয়ে॥
শ্যামলতা-পূর্ণ হবে বিশুষ্ক জীবন।
বাছিতেরে পেয়ে বাছা হইবে পূরণ॥
পুরাতন ডুবিয়াছে—ডুবুক নিভৃতে,
মৃত্যুরে তাড়ায়ে প্রাণ ভাসাও অমৃতে।

শ্রী—ভা।

পুরাণ এ রাত দিন।

সেই কাল, সেই মাস, সেই ত উষার বায়,
মৃদু-ধীরে সে দিন মত পশিল পরাণে হায়!
সুদূর সু-নীলাকাশে,
শশাঙ্ক তারকা হাসে,
সুনীল বসনে যেন হীরকের বুটী প্রায়,
রজত জ্যোছনা সেই মাখান ধরণী-গায়॥১॥
বহেল, পাপিয়া, পিক, সেই বসন্তের সাথী
ছড়ায় মধুর কথা, মধুর আমোদে মাতি।
সেই গোলাপের হাসি,
পরাণ পরশে আসি,
ফিরে আসে সেই মৃদু, অতীত অমৃত স্মৃতি।
আবার আঁধার কেন জ্বলিল নিবন্ত বাতি?২
মলয় অনিল সেই মাখিয়া সুরভিরাশি,
অযতনে—অনাদরে, তবু দেখা দেয় আসি।
তেমনি সোহাগে হায়,
কেন হৃদি ছুঁয়ে যায়,
জাগায় নূতন করি সে দিনের ভাবরাশি,
এ জনমে যেই দিন অতীতে গিয়েছে মিশি।৩
নব বরষের সাথে সকলি আসিল সেই,
সকলি আসিল, কিন্তু সে দিনের কিছু নেই!
সেই ত প্রকৃতি রাণী,
হাসিমাখা মুখখানি,
সকলি তেমনি, শুধু হৃদয় বিভোর সেই
ছুটেছে সে ঘুমঘোর, সে ভাব পরাণে নেই।৪
হৃদয়-কুটীরে মোর যে ভাবের ছবিখানি,
বিরাজিত অহরহ ভূলোক দ্যুলোক জিনি;
স্নেহ, পূজা, প্রেমাধার,
অনাহত সরস্বার—
আমার পুরাণ বেদ, যাহার মুখের বাণী,
আজিরে কোথায় মোর সে মহার্ঘ ভাব খানি?৫
সুন্দর সুখের ধরা, জীবনের সেই দিন,
সে যে গো জনম মত অতীত আঁধারে লীন।

সব হারে যার কাছে, হরষ বিষাদ ব্যথা, নাহি নূতনত্ব-হীন,
সে শুধু আভাস আছে, পুরাণ জীবন ঘন, পুরাণ এ রাত দিন।

শ্রীহরিমতি দেবী।

কেন সে চলে গেল ?

দেখিনি তাহারে কেহ
চিনিত না সে এ গেহ,
কারো সাথে হেথা তার না ছিল আলাপ;
অপূর্ব্ব অপরিচিত
সহসা সে উপনীত,
আমাদের গৃহ-মাঝে ! কি দুঃসহ তাপ !
যদি সে আপনি এল,
কেন তবে চলে গেল
অসহ বেদনা অঙ্ক দিয়া অনুতাপ !
এহাদি বিদায় যায়,
এত কি কঠিন হায় !
সে ক্ষুদ্র হৃদয়তল ! একি পরিতাপ !১
হেথা অতিথির বেশে
আপনি ত আসিল সে,
দিলাম আশ্রয় তারে আমরা সাদরে ;
মাতৃবক্ষ পূর্ণ স্নেহে
স্বজন মুখর গেহ !
সবার কৌতুক দৃষ্টি তাহারি উপরে।
তবু সে না রহি হেথা,
প্রদানি বিষম ব্যথা
বিপুল আত্মীয়-বক্ষে কোন্ দেশান্তরে—
কেন গো সে চলে গেল ?
আর নাহি ফিরে এল !
হতাশ ব্যাকুল দৃষ্টি তাহারই তরে !২
ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র দেহ
এত কি নিষ্ঠুর কেহ,
দিতে পারে এত দুঃখ আপনার জনে !
কি অভাব তার হ'ল
কেন গো সে চলে গেল ?
কি তাহার মর্ম্মব্যথা জানিব কেমনে ?
কি জাগ্রতে কি স্বপনে
করি নাই অনুক্ষণ,
মুহূর্ত্তের তরে তারে—তবে কি কারণে
এতগুলি হিয়া মাঝ !
ব্যথিত—তাপিত করি,
চলে গেল পলকহীন মুদিত নয়নে !৩
হায় ! শিশু,
কি নির্দ্দয় পুত্র আজ,
করিলি শক্রর কাজ,
শেল-বিদ্ধ মাতৃবক্ষ তুই ত করিলি ;
মাতৃ-স্নেহ তুচ্ছ তার,
প্রতিদান একি তার ?
কোথায় আশ্রয় তোর কোথায় চলিলি !
আজিও এখনো ওরে
আমরা চাহি যে তোরে ;
এমুখ আনন্দ রাশি কেমনে হরিলি ?
আপনি হাসিয়া এসে,
কেন এ নিষ্ঠুর বেশে,
ভাঙ্গিলি এ গৃহ ; চিত্ত কাহারে সঁপিলি !
সন্ধ্যার আঁধার ছায়
কোথায় রহিলি হায় !
ফিরে আয়, যাদু আয়, কোথায় রহিলি,
শেল-বিদ্ধ মাতৃবক্ষ কেন রে করিলি ?৪

ভগ্নহৃদয়া শিশী মা শ্রীনগেন্দ্রবালা বসু।

Bamabodhini Patrika.

On the 25th April last Mr. Hardie moved in the House of Commons a Resolution in favour of women's franchise.

We are glad to hear of the recovery of Mr. B. Havell, Principal of the Government School of Art, who is a true friend of India.

We offer our sincere condolence to to Mrs. Kamala Sathianathan, the renowned Editor of the Indian Ladies' Magazine for the sudden and premature death of her husband Dr. Sathianathan, a patriot, philosopher and noble-hearted gentleman. At the request of the American University he went to America and delivered a course of lectures on Hindu Philosophy. On his way back home, he died in Japan.

The Tsar ceremoniously opens the Duma or Russian Parliament on the 10th of May next.

The following anecdotes about women will be read with interest.

1. "On November, 6, 1854 Florence Nightingale, the pioneer of army nursing, landed at Scutari with some English nurses, to tend the sick and wounded, who had been undergoing frightful suffering during the Crimian War. The gratitude of the men was such, that as she passed along the wards at night, they used to turn and kiss her shadow, a circumstance which Longfellow celebrated in one of his beautiful poems.

2. Jeanni d' arc, the inspired peasant girl having come to the rescue of her country led the French troops to victory against the English and succeeded to present to Charles VII, the key of the citadel of Orleans from which she forced the enemies to retire.

3. On the 1st anniversary of the Declaration of Independence July, 1777, some American girls made the first American Flag cutting up their best silk dresses for the purpose. This flag they presented to Commodore Paul Jones, the Founder of the American Navy, and he hoisted it on his flag-ship and fought under it till his ship after a glorious victory, sank, riddled with shot, the flag flying till it was swallowed up by the sea.

4. When Napoleon was First Consul, he was one evening reading to his wife Josephine from the works of Voltaire. Having recited the verse in which Antony flatters Cæsar as king, Napoleon exclaimed to Josephine "you shall be more than a queen—you shall be an Empress". On the 2nd December 1804 the prediction was realized and Napoleon and Josephine were crowned at Notre Dame in Paris.

5. Christophus Columbus, the great Navigator, endeavoured to persuade Ferdinand and Isabella of Spain that a new world lies beyond the sea. All scoffed at the assertion, except Queen Isabella, who believed in him and assisted him by all means in her power, to undertake the voyage which resulted in the discovery of America in 1492.